মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

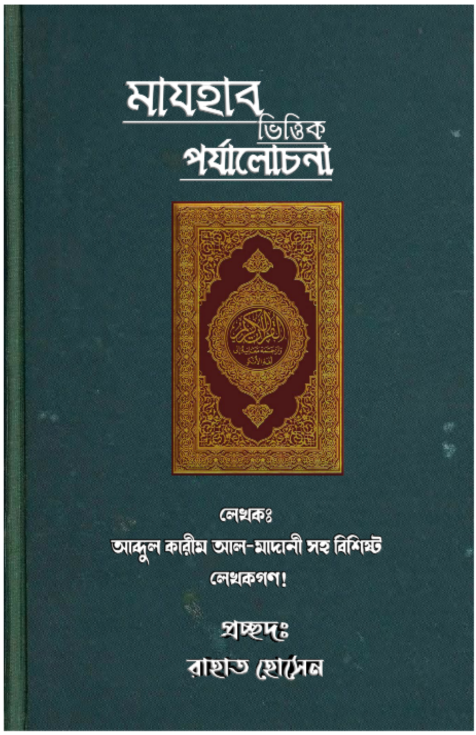

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

সাধারন পাঠকদের কথা চিন্তা করে (**মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা পর্ব**) পিডিএফ ফাইলটি তৈরি করা হয়েছে,

যেন তারা ভবিষ্যৎএ এই ফাইলটি দ্বারা উপকৃত

হতে পারে।

এটি কোন বই না।

আমাদের দেশের বেশকিছু লা-মাযহাবী শায়েখরা তাদের প্রশ্নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকেন।

তাদের বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর এবং হানাফী মাযহাব সম্পর্কে তাদের ভুল ধারনাগুলো খন্ডন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের কওমী পড়ুয়া একজন দ্বীনি ভাই মাওলানা জাহিদুল আলমের বেশ কিছু লিখা এবং অন্যান্য আলেমগণের যুক্তিসংগত লিখার উত্তর ভিত্তি করে এই পিডিএফটি বানানো হয়েছে।

রাহাত হোসেন

সূচিপত্র

১) হানাফী মাজহাবের যাত্রা কিভাবে ? কখন থেকে ? কোথায় থেকে ? এবং কার মাধ্যমে ?

২) ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ -এর ফতোয়া বোর্ডের চল্লিশজন মুফতির নাম

৩) হানাফী মাজহাবের সকল কিতাব ও লেখক নাম

৪) ফিকহের উৎপত্তি ও ক্রমবর্ধমান

৫) ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ - এর নিকটতম ও সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ চারজন শিষ্য

৬) হানাফী মাজহাব কি ইমাম আবু হানীফার মৃত্যুর চারশত (৪০০) বছর পর প্রতিষ্ঠিত ?

৭) হানাফীরা কি হাদিসের বিরোধিতা করে?

৮) আমরা আবু হানীফা রাঃ- এর কথা মান্য করি নাকি কোর'আন-হাদিসের দলিল এর উপর আমল করি?

৯) আমি কেন মাজহাব মানি ?

১০) হানাফী মাজহাব বলতে কি তাকলীদে শাখসী বা একজন ব্যক্তির অনুসরণ বুঝায় ?

১১) আবু হানিফা রাঃ - এর দলিলকৃত হাদিসগুলা কি আসলেই জঈফ বা দূর্বল?

১২) তাকলীদ

১৩) প্রসঙ্গঃ মাজহাব পরিবর্তন করা যাবে কি?

১৪) মাজহাব মানা কি?

১৫) ফোকাহায়ে কেরাম ফিকাহ বা ইসলামী আইনকে চার ভাগে বিভক্ত করেন

১৬) নির্দিষ্ট মাযহাব মানা না মানা

১৭) একজন ভাই প্রশ্ন করলেন মাজহাবের ইমামগণ কি তাদেরকে অনুসরণ করতে বলেছেন ?

১৮) মাযহাব মানতে হবে কেন?

১৯) হাতে সময় থাকলে গভীর মনোযোগে পড়তে পারেন। ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে মূল হাতিয়ারটা কি, তা জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ !

২০) সালাফদের মধ্যে যারা এক দিনে কোর'আন খতম করেছেন,তাদের সংক্ষিপ্ত একটা লিস্ট

২১) আল-কোর'আনের যুগ শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার যারা তারা কে কোন তাফসীর লিখেছেন এবং কে কোন মাহহাবের অনুসারী

২২) রাসূল সাঃ " আহলুস সুন্নাহ " হতে উৎসাহিত করেছেন ; " আহলুল হাদীস " হতে নয়

২৩) অনেক ভাই আছেন, যারা খিয়ার ফিল মাজহাব বা মন চাহিদা নির্ভর - যখন যে মাজহাব ইচ্ছা ; সেটাই মানেন।

২৪) স্থানীয়/ নিজ এলাকার নির্দিষ্ট মাযহাবকেই মানতে হবে, যদিও তা মারজুহ (তুলনামূলক কম গ্রহণযোগ্য) বা দুর্বল হয়

২৫) কে বলেছে মাদীনা ইউনিভার্সিটিতে মাযহাব নেই?

২৬) কোর'আন ও হাদীস থাকা সত্ত্বেও মাজহাব কেন এসেছিলো ?

২৭) সেকাল আর একালের মুহাদ্দিসিনদের হাদিসের শায়খ পরিচিতি ও সংখ্যা তালিকা

২৮) "হাদিস সহীহ হলে সেটাই আমার মাযহাব" ইমামগণ এই কথা আসলে কাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন?

২৯) ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রাহিঃ বলেন

৩০) হাদীস থাকতে ফিকহের প্রয়োজন কেন?

৩১) আট লক্ষাধিক হাদীস ও আছার সম্বলিত দুই শতাধিক হাদীস ও তাখরীজের বিভিন্ন কিতাব, মুসান্নেফগণের নাম ও তাঁদের মৃত্যু সন

৩২) হানাফীরা এত দলে বিভক্ত কেন?

৩৩) কিতাবী ইলম আর ইন্টারনেটি ইলম এর মধ্যকার প্রধান পার্থক্য নিয়ে ছোট্ট একটা লেখা

৩৪) কিতাবী ইলম আর ইন্টারনেটি ইলম এর মধ্যকার প্রধান পার্থক্য নিয়ে ছোট্ট একটা লেখা

৩৫) ফিকহুল হানাফী নাকি ফিকহুস সুন্নাহ,কোনটা অনুসরণ করব?

৩৬) লামাযহাবী মানেই গোমরাহি

৩৭) সহীহ হাদীস আর আহলে হাদীস এক নয়।

৩৮) লামাযহাবী মানেই গোমরাহি

১) হানাফী মাজহাবের যাত্রা কিভাবে?

কখন থেকে? কোথায় থেকে? এবং কার মাধ্যমে?

সম্মানিত পাঠক,

খুব সংক্ষেপে উপরোক্ত চারটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ। যা সকলের জন্য জানা থাকা একান্ত জরুরী। বারাকাল্লাহু ফীকুম!

১৭ হিজরীতে হযরাত উমার রাঃ এর খেলাফতকালে ইরাক বিজয় হয়। তখন ইরাক্বে তিনি নতুন একটা শহর প্রতিষ্ঠা করেন - কূফা ! উমার রাঃ কূফা শহরকে মুসলমানদের জন্য রাজধানী বা প্রশাসনিক শহর হিসেবে নির্ধারিত করেন।

সেখানকার মুসলমানদের দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ -কে শিক্ষক হিসেবে ইরাক্বের কূফা নগরীতে প্রেরণ করেন।

দীর্ঘ ষোলটি বছর কূফা নগরীতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ দ্বীনের শিক্ষা দান করেন।

৩২ হিজরীতে তিঁনি মৃত্যু বরণ করলে দ্বীনের শিক্ষা-দীক্ষার দায়ভার চলে আসে ইবনে মাস'উদ রাঃ এর শ্রেষ্ঠতম ছাত্র - আলক্বামা রাঃ এর কাছে। তিঁনিও দীর্ঘ ত্রিশটা বছর দ্বীনের খেদমাত দিয়ে থাকেন।

৬২ হিজরীতে হযরাত আলক্বামা রাঃ মৃত্যু বরণ করলে কূফা নগরীর দ্বীনি দায়িত্ব চলে আসে তাঁরই শ্রেষ্ঠ ছাত্র - ইবরাহীম নাখায়ী রাঃ এর কাঁধে । তিঁনিও দীর্ঘ দিন যাবত কূফায় দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকেন।

৯৬ হিজরীতে ইবরাহীম নাখায়ী রাঃ মৃত্যুবরণ করলে কূফা নগরীর দ্বীনি খেদমতের দায়ভার চলে আসে তারই শ্রেষ্ঠ ছাত্র - হাম্মাদ বিন সুলাইমানের উপর। তিনি দীর্ঘ চব্বিশটা বছর কূফা নগরীতে দ্বীনের খেদমাত আঞ্জাম দিয়ে থাকেন।

১২০ হিজরীতে হাম্মাদ বিন সুলাইমান মৃত্যুবরণ করলে সমগ্র কূফা নগরীর দ্বীনি খেদমাত, ফিকহী খেদমাত ও রাহবারিত্ব চলে আসে হযরত ইমামে আজম আবু হানিফা রাঃ এর কাঁধে।

ইমামে আজম দীর্ঘ ত্রিশটি বছর কূফা নগরীতে কোরান, হাদিস, ফিকাহ ইত্যাদি খেদমতে নিরলস মেহনত ও রাহবারিত্ব করে যান।

ছকের মাধ্যমে ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ
- এর শিক্ষক তালীকার পরম্পরা তুলে ধরলাম -

ইমাম আজম আবু হানীফা

↓

হাম্মাদ বিন সুলাইমান

↓

ইবরাহীম নাখায়ী

↓

আলক্বামা

↓

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ

↓

হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাঃ

উপরোক্ত ছক থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত যে, কূফা নগরীতে দ্বীনের জ্ঞান বিস্তার লাভ করে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ থেকে। কেই এই জ্বলীল কাদর সাহাবী ? উনার সম্পর্কে দু'একটা হাদিস জেনে নেই -

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ রাসূল সাঃ এর সঙ্গি ছিলেন। জীবনের বিরাট একটা সময় রাসূলের সাথে কাটিয়েছিলেন। রাসূলের পরিবারের সাথে বেশ সখ্যতা ও আসা-যাওয়া ছিল। দূরবর্তী অনেক সাহাবা, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ -কে রাসূলের পরিবারের একজন মনে করতেন।

১. রাসূল সাঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ এর উপর এতোটা আস্থাশীল ছিলেন যে, তিনি বলেন -

" আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ আমার উম্মাতের জন্য যা পছন্দ করবে, আমিও তা পছন্দ করবো। সে যা অপছন্দ করবে, আমি ও তা অপছন্দ করবো "

২. রাসূল সাঃ বলেন -

" আমি যদি মাশওয়ারা ছাড়া কাউকে খলীফা নিযুক্ত করতাম, তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃকে নিযুক্ত করতাম "

৩. রাসূল সাঃ বলেন -

" কেউ যদি কোর'আন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সেভাবে তেলাওয়াত করতে চায় ; সে যেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ কে অনুসরণ করে "

৪. রাসূল সাঃ বলেন -

" তোমরা চারজন থেকে ইলম হাসিল করো। তন্মধ্যে প্রথমেই আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ এর নাম উল্লেখ করেন "

৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ এর ব্যাপারে হযরত উমার রাঃ এর মন্তব্য হলো -

" আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ হলেন ইলমের বা জ্ঞানের একটা পরিপূর্ণ ঘর "

প্রিয় পাঠক,

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ এর অসংখ্য ফজিলত থেকে মাত্র পাঁচটা বর্ণনা এখানে তুলে ধরলাম। সচেতন ও বুদ্ধিমান মেধাবী পাঠকের জন্য এটুকুতেই বুঝা যথেষ্ট যে, তিঁনি একজন উচ্চপর্যায়ের জ্ঞানী সাহাবী ছিলেন।

যাইহোক , রাসূল সাঃ এর সাহচর্য-ধন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ এর মাধ্যমে দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞান ইরাকের কূফা নগরীতে পৌঁছে। এক এক করে সেই দ্বীনে জ্ঞানের গুরু দায়িত্ব ১২০ হিজরীতে ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ এর কাঁধে চলে আসে।

ইমাম আজম আবু হানীফা রাঃ হাদিসে-খেদমতের পাশাপাশি ফিকহী জ্ঞানের পিছনে মনোনিবেশ করেন। এক পর্যায়ে কূফা নগরীর আনাচ-কানাচে তাঁর ফিকহী পান্ডিত্বের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এতে দূরদূরান্তর থেকে অসংখ্যা ছাত্র বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এক পর্যায়ে ফিকহী সংকলন এর সু-চিন্তা চলে আসে এবং ছাত্রদের মধ্যে ইমামে আজম আবু হানিফা রাঃ এর ফিকাহ জ্ঞান আহরণের মাত্রা বেড়ে যায়। তখন আবু হানিফা রাঃ কূফা নগরীর প্রসিদ্ধ চল্লিশজন (৪০) মুজতাহিদ ফকীহ নিয়ে ফতোয়া বোর্ড গঠন করেন। বোর্ডের গুরু দায়িত্ব ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ গ্রহণ করেন। প্রতিটা নতুন ও উদ্বুদ্ধ মাস'আলা ফতোয়া বোর্ডে উঠানো হতো। সেখানে চল্লিশজন মুজতাহিদ ফকীহ ইলমি মোনাকাশা করতেন। সবশেষ, সকলের আলোচনা শেষে ইমাম আজম আবু হানীফা রাঃ সু-চিন্তিত সিদ্ধান্ত দিতেন। আর সেখান থেকে হানাফী মাজহাবের যাত্রা সূচিত হয়।

২) ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ -এর ফতোয়া বোর্ডের চল্লিশজন মুফতির নামঃ

আসসালামু আলাইকুম !

সম্মানিত পাঠক,

আজ আপনাদের সামনে ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ -এর ফতোয়া বোর্ডের চল্লিশজন মুফতির নাম তুলে ধরবো। অর্থাৎ, যাদের হাত ধরে হানাফী মাজহাবের সূত্রায়িত হয়েছিল। তার পূর্বে একটি ভিত্তিহীন আপত্তির জবাব দিতে চাই -

১. অনেকের ধারণা যে, হানাফী মাজহাব মানে তাকলীদে শাখসী বা একজন ব্যক্তির অনুকরণ।

ধারণাটিই মোটেও সঠিক নয়। যারা এমন দাবী করেন, তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা কিংবা প্রতিহিংসা থেকে আপত্তি করেন। শারীয়ার ইতিহাস নিয়ে যাদের পড়াশোনা আছে ; তাদের মাথায় নূন্যতম এমন কোন প্রশ্ন আসবে না।

১২০ হিজরী থেকে নিয়ে ১৩০০ হিজরী পর্যন্ত হানাফী মাজহাব মোট সাতটা পর্যায়ে অসংখ্য মুজতাহিদ ফকীহ এর দ্বারা নানান সংযোজন-বিয়োজন বা সংস্কার সাধনের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। বলাবাহুল্য, এতে হানাফী মাজহাবে অনেক পূর্বের-পরের মাস'আলায় পরিবর্ধন এসেছে।

শুধু তাই নয় - কেবল প্রথম পর্যায়ে, অর্থাৎ ইমামে আজম আবু হানিফা রাঃ - এর জীবদ্দশায় হানাফী ফিকহ সংকলনে চল্লিশ জনের একটা বোর্ড গঠন করেন। প্রতিটা নতুন মাস'আলা এই বোর্ডে উত্থাপন করা হতো।

চল্লিশজন মুজতাহিদ মুফতির আলোচনা-পর্যালোচনার পরে সার্বজনীন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। আর এভাবে হানাফী মাজহাবের মাস'আলা সংকলন এর কাজ শুরু হয়।

এবার বুদ্ধিমান কোন পাঠক কি মনে করবেন যে, হানাফী মাজহাব মানে তাকলীদ শাখশী তথা কেবল এক ব্যক্তির অনুসরণ ? নাকি বিরাট একটা মুজতাহীদ জামাতের অনুসরণ ?

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

এ তো গেলো প্রথম পর্যায়ের কথা, দ্বিতীয় থেকে নিয়ে সপ্তম পর্যায়ে রয়ে গেলো আরো কতো শত শত মুজতাহিদ মুফতির সংস্কার কাজ। এসব থেকে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, হানাফী মাজহাব নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তির অনুসরণ করে না বরং হাজার হাজার মুজতাহিদ মুফতির সমন্বিত ইজতেহাদ বা গবেষণাকে অনুকরণ করে।

তাহলে প্রশ্ন হতে পারে - আবু হানীফার নামে মাজহাব হলো কেন ?

এটা তো কমন কথা। সর্বপ্রথম উনার মাধ্যমে ফিকহী সংকলন শুরু হয়েছে। তাই উনার সংকলিত ফিকাহ'কে প্রথমে " ফিকহে হানাফী " বলা হতো। পরবর্তীতে পর্যাক্রমে " ফিকহে হানাফী " থেকে " হানাফী মাজহাবে " রুপান্তরিত হয়ে যায়। আর উভয়টার মাঝে অর্থগত বা উদ্দেশ্যগত কোন ব্যবধান না থাকায় কেউ এটা নিয়ে আপত্তি তুলে নাই।

যাইহোক , আমি এবার ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ - এর ফতোয়া বোর্ডের সেই চল্লিশজন মুজতাহিদ মুফতির নাম তুলে ধরছি। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে গুছানো ও সাজানোভাবে ফিকহে ইসলামী সর্বপ্রথম সংকলিত হয় ।

আল্লাহ তা'লা যেন তাদের সবাইকে মুসলিম উম্মাহের পক্ষ থেকে জাযায়ে খায়র দান করেন - আমীন৷

ইমাম ত্বহাবী রহ. আসাদ ইবনে ফুরাত হতে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করে বলেন - ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ ফিকহের সংকলনের কাজ যাদের দ্বারা সমাপ্ত করেন,তাদের সংখ্যা চল্লিশজন এবং তারা হলেন -

১. কাযী আবূ ইউসুফ

২. ইমাম মুহাম্মাদ

৩. ইমাম যুফার

৪. ওয়াকী ইবন জাররাহ

৫. ইয়াহইয়া ইববে জাকারীয়া

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক

৭. দাউদ ইবনে নুসাইর

৮. হাফস ইবনে গিয়াস

৯. ইউসুফ ইবনে খালিদ

১০. আফিয়া ইবনে ইয়াজিদ

১১. হিব্বান ইবনে আলী

১২. মুনদিল ইবনে আলী

১৩. আলী ইবনে মুসহীর

১৪. কাসীম ইবনে মা’আন

১৫. আসাদ ইবনে আমর

১৬. ফযল ইবনে মুসা

১৭. আলী ইবনে যারইয়ান

১৮. হিশাম ইবনে ইউসুফ

১৯. ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তান

২০. শুআইব ইবনে ইসহাক

২১. হাফস ইবনে আব্দুর রহমান

২২. হাকাম ইবনে আব্দুল্লাহ

২৩. খালিদ ইবনে সুলাইমান

২৪. আব্দুল হামিদ ইবনে আব্দুর রহমান

২৫. আবূ কাসেম যাহহাক ইবনে মাখখাদ

২৬. মাক্কী ইবনে ইবরাহীম

২৭. হাম্মাদ ইবনে দালীল

২৮. আব্দুল্লাহ ইবনে ইদরীস

২৯. ফুজাইল ইবনে ইয়ায

৩০. হাইসাম ইবনে বাশীর

৩১. নূহ ইবনে দাররাহ

৩২. যুহাইর ইবনে মুআবিয়া

৩৩. শরীক ইবনে আব্দুল্লাহ

৩৪. নসর ইবনে আব্দুল কারীম

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

৩৫. মালিক ইবনে মা'ফুল

৩৬. জাবীর ইবনে খাযিম

৩৭. জারীর ইবনে আব্দুল হামীদ

৩৮. হাসান ইবনে যিয়াদ

৩৯. হাম্মাদ ইবনে আবী হানীফা

৪০. আবূ ইসমাতা নূহ ইবনে মারয়াম

[[সূত্রঃ তাজকিরাতুল হুফফাজ → ইমাম জাহাবী রাঃ ১/১৬৮, আল-মাক্কী ৯৬/১৩২, মানাকিবু ইমামে আজম দ্রঃ]]

প্রিয় সত্যানুরাগী,

উপরের সবাই " খাইরে কুরুন " তথা রাসূল সাঃ এর ভাষ্যে " উত্তম সময়কার " মুজতাহীদ মুফতিগণ। যাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ফিকহে হানাফীর যাত্রা শুরু হয়। যারা ফিকাহ'র পাশাপাশি হাদিস শাস্ত্রেও সমান পারদর্শী ছিলেন। অতএব, তারা শুধু ফিকাহ জানতেন আর হাদীস জানতেন না, এ কথা বলার মোটেও অবকাশ নাই।

সর্বশেষ,

আরেকটা আপত্তির জবাব দিয়ে শেষ করছি - অনেকের দাবী যে, ইমাম জুফার - ইমাম মুহাম্মাদ কিংবা ইমাম ইউসুফ রাঃ অসংখ্য মাস'আলায় ইমামে আজমের বিরুধীতা করেছেন। তো আমরা করলে কি হয় ?

তার উত্তর দু'টা দিক দিয়ে বলবো -

১. উনারা সবাই মুজতাহিদ মুতলাক ছিলেন। যে কোন তারা মাস'লায় কারো সাথে দ্বিমত পোষণ করার শার'ঈ অনুমোদন রাখেন । তবে ধার্তব্য যে, উনারা মুজতাহিদ হওয়ার পরেও দিনশেষ অধিকাংশ মাস'আলায় ইমামে আজমের তাকলীদ করেছেন।

২. উনারা সবাই মাজহাবের ফুরু'ই মাস'লায় ইখতেলাফ করেছেন। উসূলি মাস'আলায় নয়। আর শাখাগত মাস'লায় বৈপরীত্য থাকা আহামরি কিছু না। আজও অবধি অনেক শাখাগত মাস'আলায় হানাফী আলেমদের মধ্যকার পারস্পরিক বিরোধ আছে। এটা কোন উল্লেখ্য বিষয়ই না।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

৩) হানাফী মাজহাবের সকল কিতাব ও লেখক নামঃ

আসসালামু আলাইকুম !

সম্মানীত পাঠক!

আজ আপনাদের সামনে হানাফী মাজহাবের সকল কিতাব ও লেখক নাম তুলে ধরবো। সবগুলো বই পড়া বা পাওয়া যাবে না হাতের নাগালে হয়তো। তবে এসব বইয়ের নাম জানা থাকার দরকার, যেসব বইয়ের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত ইলম পৌঁছেছে।

সে'সব লেখকদের নাম জানা থাকার দরকার, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ আমরা ইলম শিখতে পাচ্ছি।

→ হানাফী মাজহাবের সর্বজন স্বীকৃত ও সর্বাধিক গৃহণযোগ্য কিতাব সমূহ -

(সময়কালঃ ১৮৯-১৩০৪ হিজরি)

1 محمد بن الحسن الشيباني ← الأصل -

2محمد بن الحسن الشيباني ← الجامع الصغير -

3 محمد بن الحسن الشيباني ← الجامع الكبير -

4محمد بن الحسن الشيباني ← السير الكبير -

5 محمد بن الحسن الشيباني ← الزيادات -

6 أحمد بن محمد بن سالمة ← مختصر الطحاوي -
أبو جعفر

7الحاكم الشهيد ← الكافي -

8 أبو الحسن الكرخي ← مختصر الكرخي -

9 أحمد بن علي أبو ← شرح مختصر الطحاوي -
بكر الرازي

13 أحمد بن علي أبو بكر ← شرح مختصر الكرخي -
الرازي

- مختارات النوازل ← أبو الليث نصر بن محمد 11
بن أحمد

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

- مختصر القدوري ← أحمد بن جعفر القدوري12

- شرح الكرخي ← أحمد بن محمد بن جعفر بن 13
حمدان القدوري

- النتف في الفتاوى ← علي بن الحسين بن محمد 14
السغدي

- شرح القدوري ← أحمد بن محمد بن محمد 15

- المبسوط ← علي بن محمد بن الحسين بن عبد 16
الكريم

- أصول البزدوي ← علي بن محمد بن الحسين 17
بن عبد الكريم

- المبسوط ← شمس األئمة السرخسي 18

-المبسوط ← ابو بكر محمد بن الحسين 11

- شرح الطحاوي ← علي بن محمد بن إسماعيل 23
السبيجاني

- تحفة الفقهاء ← محمد بن أحمد بن أبي أحمد 21

- لمحيط الرضوي ← رضي الدين محمد رضي 22
الدين السرخسي

- بدائع الصنائع ← علاء الدين أحمد الكاساني 23

- مختارات النوازل ← علي بن أبي بكر فرغاني المرغيناني 24

- بداية المبتدي ← علي بن أبي بكر فرغاني المرغيناني 25

- الهداية ← علي بن أبي بكر بن عبد الجليل فرغاني المرغيناني 26

- المحيط البرهاني ← برهان الدين ابن مازه 27

- الذخيرة البرهانية ← برهان الدين بن مازه 28

- المختار ← مجد الدين 29

- الاختيار لتعليل المختار ← عبد اهلل بن مجد الدين 30

- الوقاية ← تاج الشريعة محمود جمل الدين 31

- بديع النظام ← أحمد بن علي بن ثعلب تغلب32

- مجمع البحرين ← أحمد بن علي بن ثعلب تغلب بن الساعاتي 33

- منية المصلي ← أبو عبد اهلل سديد الدين 34

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

35 الكافي شرح الوافي ← أبو البركات محمود حافظ الدين النسفي -

36 كنز الدقائق ← أبو البركات حافظ الدين النسفي-

37 النهاية شرح الهداية ← الحسين بن حجاج البخاري السغناقي -

38 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ← عبد العزيز بن أحمد -

39 شرح الوقاية ← عبيد اهلل بن مسعود العبادي -

40 نقاية ← عبيد اهلل بن مسعود العبادي المحبوبي صدر الشريعة -

41 كفاية شرح الهداية ← جالل الدين بن شمس الدين الخوارزمي -

42 العناية شرح الهداية ← محمد بن محمد بن محمود -

43 ملتقى البحر ← إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي -

44 رد المحتار على در المختار ← ابن عابدين -

→ হানাফী মাজহাবের মোটামুটি গ্রহণযোগ্য কিতাব সমূহ -

1مقدمة الصالة ← أبو الليث السمرقندي -

- الفتاوى الكبرى ← صدر الشهيد عمر بن عبد 2
العزيز

- الفتاوى الصغرى ← صدر الشهيد عمر بن عبد 3
العزيز

- الفتاوى الولوالجية ← ظهير الدين بن أبي حنفية 4

-الملتقط ← ناصر الدين السمرقندي6

- خالصة الفتاوى ← افتخار الدين البخار5

- الفتاوى الخانية ← فخر الدين حسن بن منصور 7

- التجنيس والمزيد علي بن الفرغاني المرغيناني8

- الفتاوى الظهيرية ← ظهير البخاري9

- الفتاوى ألنقاروية ← أحمد بن الحسن الرازي15

- التوضيح شرح التنقيح ← عبيد اهلل بن 11
مسعودالعبادي

- الفتاوى التاتارخانية ← عالم الدلهوي الهندي12

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

- جامع الفصلين ← محمد بن إسرائيل بن عبد 13
العزيز

-الفتاوى البزازية ← محمد بن محمد بن شهاب14

- رمز الحقائق شرح كنز الدقائق ← أبو محمد 15
محمود بن أحمد

- البنلية شرح الهدية ← أحمد بن حسين 16
الغيتاربي

- فتح القدير ← كمال الدين محمد بن عبد 17
الواحد السيواسي

التحرير ← كمال الدين محمد بن عبد الواحد 18
السيواسي

- درر الحكام شرح غرر األحكام ← علي شهيد بملا 19

- خالصة الكيداني ← لطف اهلل النسفي الكيداني20

- مواهب الرحمن ← برهان الدين أبي إسحاق 21
إبراهيم بن

-. أدب األوصياء ← علي بن محمد الجمالي 22

- شرح كنز الدقائق ← معين الدين محمد بن عبد 23
اهلل الهروي

- الاشباه والنظائر ← زين الدين بن أحمد بن 24
محمد

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق ← زين الدين بن 25
إبراهيم

- منح الغفار في شرح ← محمد بن عبد اهلل 25
التمرتاشي

27 تنوير األبصار جامع البحار ← محمد بن عبد -
أحمد الغزي

28النهر الفائق شرح كنز الدقائق ← سراج الدين -

29 نور الايضاح ← حسن بن عمار بن علي -
الشرنباللي

30 إمداد الفتاح ← حسن بن عمار بن علي -
الشرنباللي

31 مراقي الفالح ← حسن بن عمار بن علي -
الشرنباللي

32 مجمع األنهر في شرح ملتقى البحر ← عبد-
الرحمن بن محمد

33 الفتاوى الخيرية ← خير الدين أحمد بن علي -
زين الدين

34 الدر المنتقى ← محمد بن علي بن محمد -
الحصكفي

36 الدر المختار شرح تنوير األبصار و جامع-
البحار ← محمد بن علي

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

35غمز عيون البصائر ← أحمد بن محمد مكي -

37 الفتاوى العامدية الحامدية ← الحامد أفندي بن -
علي

38 - نهلية المراد شرح هداية ← ابن العماد عبد الغني بن إسماعيل

39 - الطحطاوي على الدر ← أحمد بن محمد بن إسماعيل

40 - الطحطاوي على المراقي ← أحمد بن محمد بن إسماعيل

41 - اللباب في شرح الكتاب ← عبد الغني بن طالب بن حمادة

42 - عمدة الرعاية على شرح الوقاية ← عبد الحي بن محمد اللكنوي

43 - الفتاوى الهندية جماعة من علماء الهند ← برئاسة الشيخ نظام الدين

→ হানাফী মাজহাবের কিতাব ; তবে সঙ্গত কারণে মাজহাবে তা প্রত্যাখ্যাত।

অর্থাৎ, সে'সব বই থেকে ফতোয়া দেওয়া যাবে না। যদিও হানাফী মাজহাবের উপর লিখিত। মূল কারণ জানি না। আল্লাহু আ'লাম!

1 -شرعة الاسلام ← ركن اإلسالم محمد بن أبي بكر الجوغي

- قنية المنية ← مختار بن محمود الزاهدي الزاهدي2

-المجتبى شرح القدوري ← مختار بن محمود 3 الزاهدي

- الحاوي ← مختار بن محمود الزاهدي الزاهدي4

- السراج الوهاج شرح مختصر القدوري ←أبو بكر 6 بن علي الحدادي

- الجوهرة النيرة ←أبو بكر بن علي الحدادي 5 الحدادي

- التسهيل شرح لطائف الشارات ←محمد بن 7 إسرائيل

- شرح النقاية ← أبو المكارم عبد اهلل بن محمد 8

- الخزانة الروايات ← جكن الكجراتي الهندي 9 القاضي

- جامع الرموز في شرح النقاية ← محمد بن 10 حسام الدين

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

- فتاوى ← نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد11

- فتاوى الطوري ← محمد بن الحسين الطوري 12 الطوري

প্রিয় পাঠক,

এই হচ্ছে মোটামুটি ১৮৯ হিজরী থেকে নিয়ে ১৩০৪ হিজরী পর্যন্ত হানাফী মাজহাবের উপর লিখিত কিতাব সমূহ। আমি সর্বশেষ আপনাদেরকে একটা কথাই বলতে চাই -

আদিম যুগে, যেই সময়ে খাতা-কলম কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অস্তিত্বের কল্পনাও ছিলো না। তদুপরি মুজতাহিদ উলামায়ে কেরামের নিরলস পরিশ্রম-সাধনা ও চুলচেরা কোর'আন-হাদিসের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের কাছে এই হানাফী মাজহাব পৌঁছেছে।

সুতরাং, হানাফী মাজহাব নিয়ে কোন ধরণের ভিত্তিহীন আপত্তি তুলার আগে ও সমালোচনা করার পূর্বে অনুগ্রহকরে একটু ভেবেচিন্তে নিয়েন। জাযাকাল্লাহ খাইরান !

৪) ফিকহের উৎপত্তি ও ক্রমবর্ধমানঃ

ফিকহের উৎপত্তি ও ক্রমবর্ধমান নিয়ে আরবীতে চমৎকার একটা লেখা পেলাম।

সালাফ থেকে বর্ণিত, এতে বলা হয়েছে -

((الفقه زرعه عبدالله بن مسعود وسقاه علقمة ، وحصده ابراهيم النخعي ، وداسه حماد و طحنه ابو حنيفة ، وعجنه ابو يوسف و خبزه محمد ، وسائر الناس يأكلون من خبزه))

সরল অনুবাদঃ-

ফিকহের বিজ বপন করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ রাঃ, এতে পানি সেচ করেছেন আলক্বামা রাঃ, ফসল কেটেছেন ইবরাহিম নাখায়ী, মাড়িয়েছেন হাম্মাদ, এবং তা চূর্ণ করেছেন আবু হানীফা, তাল বানিয়েছেন আবু ইউসুফ, সর্বশেষ রুটি বানিয়েছেন মুহাম্মাদ রাঃ এবং সকল মানুষ তাঁর রুটির ভক্ষণকারী।

আরেকটু বুঝিয়ে বলি -

উপরোক্ত লেখাটিতে সু-বিন্যস্ত ফিকাহ এর সূচনা ও প্রস্তুতকারকদের নিয়ে একটা গ্রাফ চার্ট তৈরী করা হয়েছে। ফিকাহকে কোন এক ফসলের সাথে সাদৃশ্য করে বলা হয়েছে যে,

→ ফসলটির বিজ বপন করেছেন ____ জালিল কাদর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ।

→ বিজটিতে পানি সেচ করেছেন ______ বিখ্যাত তাবেয়ী আলক্বামা রাঃ।

→ ফসল কেটে প্রস্তুত করেছেন _______ বিখ্যাত তাবেয়ী ইবরাহীম নাখায়ী রাঃ।

→ কাটার পর ফসলটিকে মাড়িয়ে-গুড়িয়েছেন ____ ইমামে আজম আবু হানীফার উস্তাদ হাম্মাদ রাঃ।

→ অতঃপর ফসলটিকে চূর্ণ করেছেন _____ ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ।

→ ফসলটিকে পূর্ণাঙ্গরুপে তাল বানিয়েছেন ______ আবু হানীফার ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ রাঃ।

→ সর্বশেষ, ফসলটিকে সকলের খাবারের জন্য উপযুক্ত রুটি করেছেন _____ আবু হানীফার ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ রাঃ। (১)

আলোচনাটি একেবারে অবাস্তব নয়। সে'যুগের মনীষাগণ কাল্পনিক বা অবাস্তবিক কিছু লিখতেন না। উপরের সাদৃশ্যপূর্ণ বক্তব্যের সামঞ্জস্য মিলে আরেকটি আরবী কবিতায়।

যেথায় একজন আরবের প্রাচীন কবি হুবহু কবিতার আলোকে শ্লোকে প্রকাশ করেন -

الفقه زرع ابن مسعود و علقمة - حصاده ثم ابراهيم دواس

نعمان طاحنة يعقوب عاجنة -- محمد خابز والاكل الناس

উল্লেখ্যঃ- কবিতাটি উপরের বক্তব্যকে পূর্ণাঙ্গ সমর্থন করায় পুণরায় অনুবাদ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি নাই। (২)

শেষ কথা, যারা ইসলামী শারীয়ার ইতিহাস পড়েছেন, তাদের কারো কাছে এক কথা গোপন নয় যে,

ফিকহের বিন্নাস সূচিত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ থেকে। যিনি ছিলেন কূফার প্রধান মুফতি/মুয়াল্লীম। এছাড়াও আরো অসংখ্য সাহাবাদের বসবাস ছিলো কূফা নগরীতে।

সে'সময়ে কূফা নগরীতে সাহাবাদের শিক্ষা-দীক্ষায় আলোকিত হয়েছিলেন অসংখ্য তাবেয়ী। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও জ্ঞানে বড় ছিলেন আলক্বামা, ইবরাহীম নাখায়ী কিংবা হাম্মাদ রাঃ।

আর সে'সব জালিল তাবেয়ীদের সংস্পর্শে ও সাহচর্যে দ্বীনি জ্ঞান লাভ করেন ইমাম আজম আবু হানিফা রাঃ।

যার মাধ্যমে ইসলামী ফিকাহ সু-শৃঙখলা ফিরে পায়। বিষয় ভিত্তিক সাজানো-গুছানো দেখতে পায়।

অবশেষ, ইমাম আজম আবু হানীফা রাঃ এর সোহবতে ধন্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাঃ এর অক্লান্ত পরিশ্রমে ফিকাহ শাস্ত্র লিপিবদ্ধ হয়ে পরবর্তী উম্মাহ পর্যন্ত পরম্পরায় পৌঁছে। তারা ফিকাহ শাস্ত্রকে জবত করেছিলেন, সংকলন করেছিলেন।সর্বদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়ে উম্মাহের জন্য ফিকাহ শাস্ত্র হাতের-নাগালে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন।

তাহলে আমরা সর্বশেষ ফিকাহ শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত চার্ট দেখে নেই।

স্থান - ইরাকের কূফা নগরী

সূচনা -

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ (সাহাবী)

↓

আলক্বামা রাহিমাহুল্লাহ (বড় তাবেয়ী)

↓

ইবরাহীম নাখায়ী (তাবেয়ী)

↓

হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান (তাবেয়ীঃআবু হানিফার উস্তাদ)

↓

ইমামে আজম আবু হানীফা (তাবেয়ীঃ মতানৈক্য)

↓

ইমাম আবু ইউসূফ (আবু হানীফার ছাত্র)

↓

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (আবু হানীফার ছাত্র)

টীকাঃ-

(১) আদ্দুর-রুল মুখতার - ১/৮

(২) ইমাম নাসাফী রাঃ -এর আল,মুসফা ১/বা

৫) ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ - এর নিকটতম ও সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ চারজন শিষ্যঃ

ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ - এর নিকটতম ও সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ চারজন শিষ্য ছিলেন।

তারা হলেন -

১. ইমাম জুফার

২. ইমাম আবু ইউসুফ

৩. ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান

৪. হাসান ইবনু জিয়াদ (১)

ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাঃ সম্পর্কে মোটামুটি সবার জানা থাকলেও ইমাম জুফার রাহিমাহুল্লাহ - নিয়ে অনেকের হয়তো অনেক কিছু অজানা আছে। উনার সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করবো ইনশা আল্লাহ !

ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ - এর শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে নিকটতম ও সবার বড় ছিলেন ইমাম জুফার রাঃ।

© পূর্ণ নামঃ- আবুল হুজাইল জুফার ইবনু আল -হুজাইল ইবনু কাইস আল-আনবারী রাহিমাহুল্লাহ ।

© জন্মঃ- ১১০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। (২)

ইমাম জুফার রাঃ -নিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা -

ইমাম আবু হানীফা রাঃ - থেকে হানাফী মাজহাবের উসূল ও ফুরুয়ী মাস'আলা অধীক হারে প্রসিদ্ধতা ও বিস্তার লাভ করেছিল ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাঃ এর মাধ্যমে। এতে অনেকের ধারণা যে, উনারা দু'জনই সর্বাপেক্ষা ফিকহে ও হাদিসে ইমাম জুফার থেকে এগিয়ে বা ইমাম আজমের ছাত্রদের সবচেয়ে মেধাবী ছিলেন।

কিন্তু, বাস্তবতা হলো - ইমাম জুফার রাঃ আবু হানীফা রাঃ এর ছাত্রদের মাঝে ফিকাহ, হাদিস ও সর্বক্ষেত্রে অনন্য ছিলেন। ফিকহী ইজতিহাদে অসাধারণ ভূমিকা স্বরুপ ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ এর প্রায় মাস'আলায় তিনি দ্বিমত পোষণ করেছিলেন।

ইলমে, হিলম এর পাশাপাশি তিনি ইবাদতেও অধীক এগিয়ে ছিলেন।

ইমাম জুফার রাঃ সবচেয়ে বেশী ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ এর শিষ্যত্ব ও সাহচর্য লাভ করেছিলেন। জীবনের দীর্ঘ একটা সময় ইমামে আজমের সাহচর্যে থেকে ফিকাহ, উসূল ও হাদিসে শিক্ষা লাভ করেছেন।

ইমাম জুফার রাঃ - বলেন -

" আমি ইমাম আবু হানীফা রাঃ এর সাথে প্রায় বিশ বছর কাটিয়েছি। আমি উনার চেয়ে মানুষের জন্য অধীক উপদেশ দাতা আর কাউকে দেখিনি এবং মানুষের প্রতি উনার অনুগ্রহের চেয়ে বেশী অন্য কাউকে দেখিনি।" (৩)

তিঁনি ইমাম আবু হানীফা রাঃ এর এতোই ঘনিষ্ঠজন ছিলেন যে, তাঁকে সে'সময়ে "اصلب أصحاب الإمام " ভূষিত করা হয়। এমনকি ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ ও তাকে অধিকাংশ সময় শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার দিতেন। বর্ণিত আছে, ইমাম আজম বলেন -

"সে তো জুফাইর ইবনু হুজাইল। মুসলিম ইমামদের একজন। তাদের জ্ঞান, চিন্তা ও মর্যাদায় অন্যতম এক ব্যক্তি। " (৪)

ইমাম আজম আবু হানীফা রাঃ এর মৃত্যুর পরেও ইমাম জুফার রাঃ- এর সুনাম অক্ষুণ্ন থাকে। বরঞ্চ আরো বেশী বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফিকাহ ও হাদীসে সর্বক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ে। কূফা, বসারা ও ইরাক্বের আনাচে-কানাচে ইমাম জুফার এর সুনাম আলোর মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়তে থাকে।

ইরাক্বের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস ও সিক্বাহ রাবী " আবু সুফিয়ান ওয়াকী' ইবনুল জাররাহা ইবনুল মুলীহ " রাঃ বলেন -

" সমগ্র প্রশংসা-স্তুতি সেই মহান সত্ত্বার, যিনি আমাদেরকে ইমাম আজম আবু হানীফা রাঃ এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ইমাম জুফারকে চয়ন করেছেন। "

এমনকি অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন -

" ইমাম জুফার রাহিমাহুল্লাহ এর মাজলিস থেকে আমি যে পরিমানে উপকৃত হয়েছি, অন্য কারো থেকে এতোটা উপকৃত হইনি। " (৫)

ইমাম জুফার - রাহিমাহুল্লাহ - জীবনের শুরু-শেষ দ্বীনি ইলমের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। ফিকাহ, হাদিস ও আকিদার অসাধারণ পান্ডিত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন। জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত ফিকাহ ও হাদিসের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গিত করেছিলেন।

শেষ বয়সে এসে তিঁনি বাসারার কাজী (বিচারপতি) নিয়োজিত হয়েছিলেন।

অবশেষ, আটচল্লিশ বছর বয়সে ১৫৮ হিজরী তথা ইমামে আজমের মৃত্যুর আট বছর (১৫০) পর বাসারায় ইহকাল ত্যাগ করেন। ইন্না-লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহী রাজিউন। জাযাহুল্লাহু আন্না আহসানাল জাযা! (৬)

টীকাঃ-

(১) ড. আবুল কায়জান এর ডক্টরেট থিসিস প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাঠ দ্রষ্টব্য ।

(২) ইবনে খালকান এর " ওয়াফায়াতুল আ'য়ান - ৩১৮ পৃঃ

(৩) ইমাম মাক্কী রাঃ এর " মানাকিবু ইমাম আবি হানফী ৪১০ পৃঃ

(৪)ইমাম মাসরী রাঃ এর " আখবারু আবি হানিফা ১০৩ পৃঃ

(৫) ইমাম তামিমী রাঃ এর " তাবাকাতুস সুন্নিয়াহ ২৫৬ পৃঃ

(৬) ইমাম ইবনু আব্দুল বার রাঃ এর " ইনতিকা ১৭০ পৃঃ

৬) হানাফী মাজহাব কি ইমাম আবু হানীফার মৃত্যুর চারশত (৪০০) বছর পর প্রতিষ্ঠিত ?

অনেকগুলো প্রোপাগাণ্ডা আর মিথ্যা ছড়ানো হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুক।

এরকম আজগুবি / অসঙ্গতিপূর্ণ অনেক প্রশ্ন পেয়ে খুব বিব্রত হচ্ছি। কেননা, এসব মিথ্যা-বানায়োটি তথ্য ছড়াচ্ছেন একদল স্কলার/দায়ী ব্যক্তিবর্গ, যাদের অন্ধ অনুসারীগণ না বুঝে / না পড়ে / না জেনে চোখ বন্ধ করে উম্মাহের শ্রেষ্ট সালাফদের প্রতি কুৎসা রটাচ্ছেন। আল্লাহ এসব অবুঝ বান্দাদের ক্ষমা করুক !

এই প্রশ্নটা প্রায়ই আমি পেয়ে থাকি যে -

" হানাফী মাজহাব ইমামে আজমের মৃত্যুর ৪০০ বছর পর প্রতিষ্ঠিত । "

আবার এই প্রশ্নটাকে অনেকেই ঘুরিয়ে আরেক অর্থে বলেন যে -

" আবু হানীফার মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে আর হানাফী মাজহাব প্রতিষ্ঠিত ৪০০ হিজরীর পরে "

প্রশ্ন দেখেই বাহ্যত বুঝা যায় যে, হানাফী মাজহাব আর ইমামে আবু হানফীরা সাথে কোন সম্পর্ক নাই। যেহেতু, মাঝখানে বিশাল একটা সময়ের তফাৎ রয়েছে। এটা একটা সহীহ ব্লাক মেইল ধরা যায়!!

আসলেই কি তাই?? আজ বিষয়টা ক্লিয়ার করবো ইনশা আল্লাহ ।

উত্তরঃ-

মূল লেখাটা পড়ার আগে একটা বিষয় বুঝতে হবে যে, মাজহাব প্রতিষ্ঠা বলতে কি বুঝায় ?

মাজহাব প্রতিষ্ঠা বলতে দু'টা বিষয় বুঝায় -

১. কোর'আন হাদীস থেকে মাসালা-মাসাইল বর্ণনার পদ্ধতি ও মূলনীতি সর্বস্ব জ্ঞান বিদ্যমান থাকা।

২. মাজহাবের ইমামের ছাত্র থাকা, মাজহাবের বই পুস্তক থাকা, অতঃপর মাজহাবটা মানুষের মাঝে ব্যাপক প্রচার পাওয়া। ধীরে ধীরে মাজহাবটা অনুসরণীয় হয়ে উঠা।

আর এভাবেই একটা মাজহাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে, গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো - মাজহাবের নির্ধারিত মাসালা-মাসাইল ও উসূলের বই-পুস্তক থাকা।

এবার আমরা জানবো যে, তাহলে হানাফী মাজহাবের বই-পুস্তক বা প্রচার-প্রসার কবে থেকে শুরু হয়েছে ?? যদি দেখা যায়, সত্যি ইমামে আজমের মৃত্যুর ৪০০ বছর হানাফী মাজহাবের বই লিখা হয়েছে, তবে ধরে নিব উপরোক্ত প্রশ্ন সত্য।

ইমাম আজম আবু হানীফা রাঃ মৃত্যু বরণ করেন ১৫০ হিজরীতে। তিনি অসংখ্য ছাত্র রেখে যান, তন্মধ্যে উল্লেখ্য তিন জন ছিলেন -

১. ইমাম আবু ইউসুফ

২. ইমাম মুহাম্মাদ

৩. ইমাম জুফার

(রাহিমাহুমুল্লাহ)

ইমাম আজম রাঃ হানাফী মাজহাবের মাসাইল, মূলনীতি ইত্যাদি উনার ছাত্রদের কাছে শিক্ষা দান করেন। তবে সেই সময়ে লেখালেখির প্রচলন না থাকায় ইমাম আজমের স্ব-হস্তে লিখিত কোন বই পাওয়া যায় না।

তবে উনার সুযোগ্য ছাত্রগণ ইমামে আজমের ইলম বুকে ধারণ করেন। আর সুযোগ্য ছাত্রদের মাধ্যমেই হানাফী মাজহাবের ইলম-কালাম বিস্তার লাভ করে৷

ইমামে আজমের মৃত্যুর পর উনার ছাত্রদের উপর সেই ইলমি দায়িত্ব আরোপিত হয়। তন্মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ দারস-তাদরীস ও বিচার ব্যবস্থাপনার খেদমতে বেশী নিয়োজীত হন। আর ইমাম মোহাম্মাদ ইবনে হাসান শায়বানী রাঃ দারস-তাদরীসের পাশাপাশি লিখালিখির জগতে মনযোগ নিবেশন করেন।

তিনি তার উস্তাদ ইমামে আজমের সকল মাসালা-মাসাইল সংরক্ষণে ১৭৯ হিজরীতে " জাহিরুর রেওয়ায়াহ " নামে গ্রন্থ রচনা করেন। যা মোট ছয়টা কিতাবের সন্নিবেশ ছিলো এবং ইমামে আজমের সকল মাসাইল ও উসূল সংকলিত ছিলো।

সেই বই ছয়টি -

১. মাবসুত

২. জিয়াদাত

৩. জামিউস সাগীর

৪. জামিউল কাবীর

৫. সিয়ারে কাবীর

৬. সিয়ারে সাগীর

এই মোট ছয়টি বই হলো হানাফী মাজহাবের আনুষ্ঠানিক যাত্রার বই, যা থেকে তৎকালীন আলিম-উলামা পড়াশোনা ও পড়ানো সহ বিচারিক কার্যক্রম ইত্যাদি শুরু করেন। খেয়াল করেন, বইগুলা কিন্তু লিখে হয়েছে - ১৭৯ হিজরীতে !!

এবার আপনি বলেন তো, হানাফী মাজহাব কি ৪০০ হিজরীর পরে প্রতিষ্ঠিত?? আবু হানীফার মৃত্যুর ৪০০ বছর পরে প্রতিষ্ঠিত ?? নাকি ইমামে আজমের মৃত্যুর মাত্র ২৯ বছর পর তথা ১৭৯ হিনরীতে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠিত ??

যাইহোক, হানাফী মাজহাব এর বিস্তার মূলত এই ছয়টি কিতাব থেকে বিস্তৃত। এই ছয়টি কিতাবকে আবার একত্র করেন হাকীম আশ-শাহীদ রাঃ " কাফী " নামক গ্রন্থে।

অতঃপর, সেই কাফী নামক গ্রন্থের প্রায় ৩০ খন্ডের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেন ইমাম সারাখসী রাহিমাহুল্লাহ , যা থেকে যুগ যুগ ধরে উম্মাহের ইমামগণ ইলমের সুধা পান করে আসছে।

আমি অতি সংক্ষেপে হানাফী মাজহাবের মূল কিতাবাদী ও সন তুলে ধরছি -

১. জাহিরুর রিওয়ায়াহ (লিখা হয়ঃ ১৭৯ হিজরীতে)

যা ছয়টি গ্রন্থের সমাহার। ইমাম আজমের ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ রাঃ লিখেছেন।

২. কাফী (লিখা হয়ঃ ৩৩৪ হিজরীতে)

যা উপরের ছয়টি গ্রন্থের একত্র সংকলন। সংকলন করেছেন হাকিম শাহীদ রাঃ।

৩. মাবসুত (লিখা হয়ঃ ৪৮৩)

এটা উপরের কাফী গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ, যা মোট ৩০ খন্ডে রয়েছে। লিখেছেন ইমাম সারাখসী রাঃ।

এবার চিন্তা করুন,

হানাফী মাজহাব কখন এবং কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো ?? আর একদল লোক অনুসারীদের মাঝে কি প্রচার করে বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছেন ?? আর অন্ধ অনুসারীরা না পড়ে / না জেনে / না বুঝে কি তুলকালাম করছে ??

সূত্রঃ-

১. উইকপিডিয়া

২. আল-মাজহাবুল হানাফীয়ু

৩. মানাকিবু ইমামে আবি হানিফা

৭) হানাফীরা কি হাদিসের বিরোধিতা করে?

ঈসা ইবনে আবান রহ.।

বিশিষ্ট হানাফী মুহাদ্দিস ও ফকীহ। আজকে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যাবার গল্প শোনাবো।

মুহাম্মদ বিন সামাআহ বর্ণনা করেন, আমরা যে মসজিদে নামাজ পড়তাম অর্থাৎ যেখানে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শায়বানী রহ.নামাজ পড়তেন এবং ফিকহের দরস দিতেন সেখানে ঈসা ইবনে আবানও নামাজ পড়তেন।

আমি তাকে বলতাম যে আসুন মুহাম্মাদ ইবনে হাসান এর দরসে বসুন। তিনি উত্তর দিতেন এই গোষ্ঠী তো হাদিসের বিরোধিতা করে। ঈসা হাদীসে পারদর্শী ছিলেন।

একদিন তিনি আমাদের সাথে ফজরের নামাজ পড়লেন। সেদিন ইমাম মুহাম্মাদের দরস ছিল। সেদিন তাকে দরসে না বসিয়ে আর ছাড়লাম না।

ইমাম মুহাম্মাদের নামাজ শেষ হলে আমি তাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে বললাম"ইনি আপনার ভাতিজা। আবান ইবনে সাদাকার ছেলে। তিনি অনেক মেধাবী ও হাদীসের উপর পারদর্শী।আমি তাকে আপনার মজলিসে আসতে বললে সে বলে যে,আমরা নাকি হাদীসের বিরোধিতা করি।

ইমাম মুহাম্মাদ তার প্রতি মনোযোগী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে বৎস!তুমি কোথায় দেখলে যে আমরা হাদিসের বিরোধিতা করি?

আমাদের কাছ থেকে না শুনে আমাদের উপর অভিযোগ করো না।

এরপর ঈসা ইবনে আবান হাদীসের পঁচিশটি অধ্যায় থেকে প্রশ্ন করলেন।ইমাম মুহাম্মাদ একে একে সবগুলোর উত্তর দিলেন। দেখালেন,কোনটা কোনটা রহিত হয়েছে। সেগুলোর ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ উত্থাপন করলেন।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

মজলিস থেকে বের হবার সময় ঈসা ইবনে আবান আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,(এতদিন)আমার আর আলোর মাঝে একটি পর্দা ছিল যা এখন উঠে গেছে। আমি ভাবতে পারিনি আল্লাহর দুনিয়ায় এমন ব্যক্তিও আছেন।

এরপর তিনি ইমাম মুহাম্মাদের সাহচর্যে থাকতে লাগলেন, একপর্যায়ে বড় ফকীহ হয়ে গেলেন।

(আসারুল হাদীসীশ শরীফ,১২৫-১২৬)

৮) আমরা আবু হানীফা রাঃ- এর কথা মান্য করি নাকি কোর'আন-হাদিসের দলিল এর উপর আমল করি ?

আমরা ইমাম আবু হানীফা রাঃ বা অন্য কারো ব্যক্তিগত কোন কথার তাকলীদ/ অনুসরণ করি না। বরং, উনারা কোর'আন-হাদিসের আলোকে যা বলে গিয়েছেন, তারই অনুসরণ করি। কারো ব্যক্তি কথায় আমল না করে কোর'আন-হাদিসের দলীলের উপর আমল করি।

প্রকৃতপক্ষে, আমরা কোর'আন এবং সুন্নাহেরই অনুসরণ করি। উনাদের প্রতিটা কথায় কোর'আন এবং সুন্নাহের দলীল রয়েছে। আমরা সেগুলার আলোকেই আমল করি।

বস্তুত, আমরা প্রকৃত কোর'আন-সুন্নাহেরেই অনুসারী।

উদাহরণস্বরূপ -

আপনি আমাকে একটা মাস'আলা জিজ্ঞেস করলেন। আমি আপনাকে কোর'আন এবং হাদিস থেকে দলীল সহ সমাধান দিলাম। আপনি সেই অনুযায়ী আমল করলেন।

যেমনঃ একটা মাস'আলা দেখুন

ওজুতে ঘাড় মাসেহ করার বিধান কী ??

ইমামদের ইখতেলাফ আছে । তবে আবু হানীফা রাঃ- এর মতে ওজুতে ঘাড় সহ মাসেহ করা মুস্তাহাব।

উনার দলীল -

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

হযরত ইবনে উমর রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

যে ব্যক্তি অজু করে এবং উভয় হাত দিয়ে গর্দান মাসাহ করে,

তাহলে তাকে কিয়ামতের দিন [আযাবের] বেড়ি থেকে বাঁচানো হবে।

ইমাম আবুল হাসান ফারেছ রহঃ বলেছেনঃ

وَقَالَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ

ইনশাআল্লাহ হাদীসটি সহীহ। [তালখীসুল হাবীর -১/৯৩, দারুল কুতুব প্রকাশনী-১/২৮৮,মুআসসা কুরতুবিয়্যাহ প্রকাশনী-১/১৬৩]

আপনি আমাকে মাসালাটা জিজ্ঞেস করলেন।আমি আপনাকে হাদিস থেকে দলীল দিলাম।আপনি

আশ্বস্ত হয়ে ওজুর সময়ে ঘাড় মাসেহ শুরু করলেন।

এবার ভেবে দেখুন, আপনি কি আমার ব্যক্তিগত কোন কথায় আমল করলেন ? নাকি কোর'আন এন্ড হাদিস এর দলীল অনুযায়ী আমল করলেন ?

এই হচ্ছে, মোদ্দাকথায়, মাজহাব এর বাস্তবতা। কোর'আন - হাদিসের বিদ্যমানে মাজহাবের

ইমামগণ নিজ থেকে সংযোগ করে কিছুই বলেন নি। বরং, প্রত্যেকেই আগে কোর'আন এন্ড সুন্নাহ থেকে বলেছেন।

নৈতিকতাঃ- মাজহাব বলতে বাতলানো পথ। আমরা মাজহাবের ইমামদের দেখানো পথ অনুযায়ী কোর'আন-হাদিসের উপর আমল করার চেষ্টা করি। আমরা কোর'আন-হাদিসের দলীলের উপর আমল করি। এই সহজ বিষয়টা অনেকে না বুঝে মাজহাবের উপর অপবাদ দেন যে, মাজহাব মানে নাকি কারো ব্যক্তি কথার অনুসরণ !!

৯) আমি কেন মাজহাব মানি ?

আমি আগাগোড়া একজন ফিকহুশ শারীয়া'র ছাত্র। অন্য কথায় বলা যায়,

শারীয়াতের মাসালা-মাসাইল নিয়ে পড়াশোনা করা ও ইসলামের প্রসিদ্ধ চার মাজহাবের তুলনামূলক আলোচনা করাই আমার স্টাডি কনসার্ন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় চান্স পাওয়া মাত্রই এই সাব্জ. নিয়ে পড়াশোনার আগ্রহ জাগে। অবশেষ, আল্লাহর রহমতে সেই সুযোগ পেয়ে যাই।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

সম্মানিত পাঠক,

শিরোনাম দেখেই অনেকটা অনুমিত যে, মাজহাবের ছাত্র হিসেবে আমার দাবী - আমি মাজহাব মানতে বাধ্য বা কেন মাজহাব অনুসরণ করি? অনেক ভাইয়ের হয়তো বিষয়টা পছন্দ হবে না। তাই শুরুতেই অনুরোধ করবো যে, পুরা লেখাটি আদ্যপ্রান্ত পড়বেন। আল্লাহ তা'লা আপনাকে জাযায়ে খায়র দান করুক !

আমি মাজহাব মানতে বাধ্য কেন (?)

এ জন্য যে, আমি শারীয়তের মাসালা-মাসাইল নিয়ে স্টাডি করতে গিয়ে অসংখ্য কোরান-হাদিসের নাস বা মূল পেসেজ পাই, যা থেকে সরাসরি বোধগম্য করা বা মাসালা বের করা আমার পক্ষে সম্ভব না ।

→ কোরানের এমন অনেক আয়াত পাই -

যা থেকে সরাসরি মাসালা উদঘাটন এর সক্ষমতা আমার নাই। বাধ্য হয়ে কোন এক মুফাসসিরের ব্যাখ্যা পড়তে হয়।

→ রাসূল সাঃ এর এমন অনেক হাদিস পাই -

যা থেকে সরাসরি মাসালা উদঘাটন এর সক্ষমতা আমার নাই। তাই বাধ্য হয়ে কোন এক মুহাদ্দিসের ব্যাখ্যা জানতে হয়।

[বক্ষমান লেখা হাদিস নিয়ে। একটু নিচে বিস্তারিত জানতে পারবেন ইনশা আল্লাহ]

→ কোরান-হাদিসের অসংখ্য মূল পেসেজ পাই, যা থেকে সরাসরি শারীয়তের মাসালা উদঘাটন করা আমার পক্ষে সম্ভন না। তাই বাধ্য হয়ে আমি কোন এক মাজহাবের সম্মানীত ইমামের ইজতেহাদ বা গবেষণাকে তাকলীদ বা অনুসরণ করতে হয় ।

[চলমান প্রবন্ধের শেষাংশে বিস্তারিত জানতে পারবেন ইনশা আল্লাহ]

চলে আসি মূল কথায়,

সপ্তাহ খানেক আগে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে, কোরানের এমন কিছু বিষয় আছে, যা থেকে সরাসরি মাসালা উদঘাটন করা যায় না। বাধ্য হয়ে মাজহাবের ইমামদের তাকলীদ বা অনুসরণ করতে হয়।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

চলমান প্রবন্ধে এ কথা বুঝিয়ে দিব (ইনশাআল্লাহ) যে, এমন অনেক হাদিস ও আছে, যা থেকে সরাসরি মাসালা উদঘাটন বা আমল করা যায় না। বরং, বাধ্য হয়ে কোন এক মাজহাবের ইমামের তাকলীদ বা অনুসরণ করতে হয়।

(Let's then see the matter - তাহলে চলুন এখনি বিষয়টা বুঝে নেই।)

শারীয়াতের বেচাকেনা অধ্যায়ে একটা প্রসিদ্ধ মাসালা আছে, তার আরবী নাম হলো - التسعير (আত্তাস'ঈর)।

এটার শাব্দিক অর্থ - মূল্য নির্ধারণ করা।

পারিভাষিক অর্থ - সরকার বা বাজার কমিটি কর্তৃক কোন পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া এবং এটার উপর বেচা-কেনার জন্য উভয়পক্ষকে (ক্রেতা-বিক্রেতা) বাধ্য করা।

মাসালা হলো - শারীয়াতে এভাবে পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া জাইজ কি না ?

উত্তর - এই মাসালার সরাসরি কোর'আনে কারীমে কোন কিছু পাওয়া যায় না । তবে হাদীস শরীফে স্পষ্ট একটা নাস পাওয়া যায়।

তা হলো -

((قال النّاسُ يا رسولَ اللهِ ، غلا السِّعرُ فسعِّر لنا ، قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ : إنّ اللهَ هوَ المسعِّرُ القابضُ الباسطُ الرّازقُ ، وإنّي لأرجو أن ألقى اللهَ وليسَ أحدٌ منكم يطالبُني بمَظلمةٍ في دمٍ ولا مالٍ))

মূল সারসংক্ষেপ হলো -

একদা মদীনায় অনেক পণ্যের দাম বেড়ে গেলো। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাঃ কে বললেন - হে আল্লাহর রাসূল ! দাম বেড়ে গিয়েছে। আপনি আমাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দিন।

রাসূল সাঃ জবাবে বললেন - আল্লাহ তা'লা কেবল দাম নির্ধারণ কর্তা, তিঁনিই রিজিক গ্রহীতা, তিঁনিই রিজিক প্রশস্তদাতা এবং রিজিকদাতা।

মোদ্দাকথা, সাহাবাদের অনুরোধে রাসূল সাঃ পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে অনাগ্রহ দেখিয়ে বললেন, আল্লাহ তা'লা রিজিক দাতা, তিনিই রিজিক ফেরতগ্রহীতা, তাই তিনিই সবকিছুর মূল্য নির্ধারণ কর্তা।

[[হাদিসের মানঃ ১০০% সহীহ]]

যাইহোক, হাদিসের স্পষ্ট ভাষ্য ও ফতোয়া হচ্ছে -- সরকার বা বাজার কর্তৃক কোন পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া না-জাইজ। যেহেতু রাসূল সাঃ তা করেন নাই।

অপরদিকে সরাসরি হাদিসের উপর আমল করলে যে প্রশ্ন মাথায় চলে আসে। তা হলো -

১. আল্লাহ তা'লা কোথায় পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন ? চাল, ডাল, গমের দাম কতো ? কোরান-হাদিসের কোন জায়গায় উল্লেখ আছে ?

২. ওহী তো বন্ধ, নিত্যনতুন পণ্যের দাম আল্লাহ তা'লা কিভাবে জানিয়ে দিবেন ?

৩. পণ্যের দাম আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারণ হলে ব্যবসায়ীরা নিজ থেকে দাম নির্ধারণ করে এবং উলামায়ে কেরাম তার বৈধতা দেন কেন ?

৪. আরব বা ইউরোপে বড় বড় সুপার মলে সব পন্যের দাম নির্ধারিত। তা বৈধ হয় কি করে ?

মোদ্দাকথা, সরাসরি হাদিস মানতে গেলে এমন এ

সব অচৈতন্য হাজারো প্রশ্ন মাথায় ভনভন করবে। আমরা বিশ্বাস করি, এসব আজাইরা চিন্তা বা প্রশ্ন করার দরকার নাই। হাদিসের বাহ্যিক অর্থ একটা হলেও উদ্দেশ্যেগত অর্থ অবশ্যই ভিন্নতা রয়েছে। যা তালাশ করলে পেয়ে যাবো ইনশা আল্লাহ।

এই হাদিসের কোন ব্যাখ্যা কোরান বা অন্য কোন হাদিসে পাওয়া যায় নাই। তাই আমরা এবার সরাসরি চলে যাবো মাজহাবের সম্মানীত ইমামদের ইজতেহাদ বা গবেষণাগারে। দেখবো, তারা এই হাদিসের কি ব্যাখ্যা দেন বা উপরোক্ত মাসালার কি ফতোয়া দিয়ে থাকেন ।

→ হাদিসের বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা না -জাইয। কেননা, রাসূল সাঃ তা করেন নাই।

→ ইমামদের ঐক্যমতে সরকার বা বাজার কমিটি কর্তৃক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা জাইজ ।

তাহলে আপাততঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূল সাঃ এর হাদিস ও ইমামদের ফতোয়ায় বৈপরীত্য রয়েছে। নাহ, আসলে কোন বৈষম্য না। বরং, আমাদের বোধগম্যের অপ্রতুলতা। আমরা তাদের ভাষ্য দেখবো এবং তার পর বুঝতে পারবো যে, আসলেই তাদের গবেষণা হাদিস মোতাবেক ও একদম বাস্তবতার সাথে যথোপযুক্ত ।

সরকার কর্তৃক পণ্যের দাম নির্ধারণ করা জাইজ কি না এই প্রশ্নে ফোকাহায়ে কেরাম ঐক্যবদ্ধ বলেন, সম্পূর্ণ জাইজ এবং তা বর্তমানে ইসলামী শারীয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

ফোকাহাদের দাবী ও তাঁদের দলীল -

১. হাদিসের এসেছে আল্লাহ তা'লা দাম নির্ধারক তার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'লা প্রত্যেকটা পণ্যের আলাদা আলাদা করে দাম নির্ধারণ করে দিবেন। আর এটা আল্লাহ তা'লার শানে যায় না।

বরং, হাদিসের উদ্দেশ্যগত ব্যাখ্যা হচ্ছে - আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক মানুষকে পরিপক্ক আক্কল ও মেধা দিয়েছেন। অপরদিকে, সবাইকে ইনসাফ বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে মানুষ তার আকল, মেধা দ্বারা প্রত্যেক কিছুতে ইনসাফ পালন করবে। বেচা-কেনায় সম্পূর্ণ আদালত বা ন্যায়বিচার পোষণ করে। আর আল্লাহ তা'লা ন্যায়বিচারকারীদের পছন্দ করেন। কারণ, তিঁনি নিজেই ন্যায়বিচারকারী।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

২. রাসূল সাঃ এর অপর একটা হাদিস হলো এবং এটা ইসলামী শারীয়ার মূলনীতিভুক্ত -

((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام))

অর্থাৎ, ইসলামে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া বা কাউকে ক্ষতি করার সুযোগ নাই ।

[[হাদিসের মানঃ হাসান]]

ফোকাহায়ে কেরাম বলেন -

সরকার কর্তৃক যদি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে না দেওয়া হয় ; তাহলে সময়-সুযোগ বুঝে কিছু অসাধু বা সিন্ডিকেট ব্যবসায়ী পণ্যের দাম বৃদ্ধি করে সাধারণ জনকে কষ্টে ফেলে দিবে। যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ !

৩. সরকার কর্তৃক উল্লেখ্য পণ্যের দাম নির্ধারিত না হলে স্থান ভেদে মূল্যে ভিন্নতা থাকতে পারে। যা সম্পূর্ণ বৈষম্য ও বে-ইনসাফী। আর ইসলামে বে -ইনসাফী বা বৈষম্যের জায়গা নাই ।

ইত্যাদি সব কারণে ও উম্মাহের ব্যাপক কল্যাণ স্বার্থে (যেটাকে শারীয়ার একটা মূলনীতি ধরা হয় - عام مصلحة الناس) ইসলামের সম্মানীত চার মাজহাবের ইমামগণ সরকার বা বাজার কমিটি কর্তৃক পণ্যের দাম নির্ধারণ করাকে জাইজ বা বৈধতা দিয়েছেন। যদিও তা হাদিসের বাহ্যিকতার সাথে সাংঘর্ষিক ; কিন্তু ইসলামের মূলনীতি ও হাদিসের উদ্দেশ্যগত অর্থের সাথে সম্পূর্ণ যৌক্তিক !

শেষকথা ,

লেখাটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেশ লম্বা হয়ে গেলো। তাই আর বেশী কিছু না লিখে একথা বলবো যে, আমি একজন শারীয়াতে ইসলামীয়ার নৈমিত্তিক ছাত্র হয়ে উপরোল্লিখিত ইত্যাদি সব কারণে মাজহাব মানতে বাধ্য !

ফালিল্লাহিল হামদ, পূর্ণাঙ্গ শারীয়া মানতে গিয়ে মাজহাবের অনুসরণ করে আমি কখনো বিপকে পড়িনি বা কিয়ামত পর্যন্ত বিপকে পড়ার কোন সুযোগই নাই। কেননা, মাজহাবের সম্মানীত ইমামগণ উম্মাহের জন্য কোরান-হাদিসের আলোকে কিয়ামত অবধি সকল সমূহ সম্ভাবনাময় সমস্যার সমাধান ও তার মূলনীতি প্রণয়ন করে গিয়েছেন। যা থেকে মানুষ কোরান -হাদিসে সরাসরি কোন কিছু না পেলে, মাজহাবের মূলনীতির আলোকে সমস্যার সমাধান করতে পারে । সুবহানাল্লাহ

অনেক কষ্ট করে অগুছালো / অপরিপক্ক কিংবা অ-সাহিত্যপূর্ণ আগাছাময় লেখা পড়ায় আপনার জন্য অন্তর থেকে দোয়া রইলো - জাযাকাল্লাহ খাইরান!

১০) হানাফী মাজহাব বলতে কি তাকলীদে শাখসী বা একজন ব্যক্তির অনুসরণ বুঝায় ?

[[এই প্রশ্নের উত্তরটাও সবার জানার দরকার । নতুবা যে কেউ আপনাকে ভুলভ্রান্তি বুঝিয়ে বিপদগামী করতে পারে]]

অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, যারা হানাফী মাজহাব অনুসরণ করেন, তারা একজন ব্যক্তি তথা ইমাম আবু হানীফা রাঃ তাকলীদ করেন।

ধারণাটি মোটেও সঠিক নয় । হানাফী মাজহাব সূচনা লগ্নে চল্লিশজন মুজতাহিদীন ফোকাহায়ে কেরামের সমন্বয়ে চয়িত হয়েছে। তারপর থেকে, মোট সাতটা পর্যায়ক্রম পার হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে।

প্রতিটা ক্রমে যুগের মুজাদ্দীদ,মুহাক্কীক, মুজতাহিদ ফোকাহায়ে কেরাম অনেক কিছু রদবদল ইত্যাদি করেছেন।কোরান-সুন্নাহের নিকটবর্তী বিশুদ্ধতম মতটি গ্রহণ করেছেন।

সুতরাং, হানাফী মাজহাব মানে শুধু ইমাম আবু হানীফার মাজহাব না।

হানাফী মাজহাবের সূচনাতেই অসংখ্য মাসালায় ইমামে আ'জমের মতকে রহিত করে ভিন্ন মত গৃহীত হয়েছে। তারপর থেকে ইমাম আবু ইউসূফ, ইমাম মোহাম্মাদ, ইমাম জূফর, ইমাম আবুল হাসান শায়বানী, ইমাম তাহাবী রাহিমাহুল্লাহ - সহ অসংখ্য ইমামের অগণিত ইজতেহাদ বা মত হানাফী মাজহাবে অনুপ্রবেশ করেছে। যারজন্য, আমাদের মাজহাবের নাম আবু হানীফা মাজহাব না হয়ে হানাফী মাজহাব হয়েছে। অর্থাৎ, ইমাম আবু হানীফা রাঃ থেকে সূচনা, তবে তার পরবর্তীতে অসংখ্য মুজতাহিদ ফোকাহাদের ইজতেহাদ ও গবেষণার সংমিশ্রণ ঘটেছে।

অতএব, যারা বলেন হানাফীরা তাকলীদে শাখসী বা এক ব্যক্তির অনুসরণ করে, তাদের কথা ভ্রান্ত ও মিথ্যা অপবাদ। এসব কথার কোন ভিত্তি নাই। হানাফী মাজহাব মূলত যুগে যুগে শ্রেষ্ট মনীষাদের গবেষণার চূড়ান্ত ফসলের নাম। কোন একক মতামত বা গবেষণার নাম না।

এই সুক্ষ্ম কথা অনেকেই জানেন না, আবার অনেকে জেনেই কেবল প্রতিহিংসা বশতঃ হানাফী মাজহাবের উপর অপবাদ দিয়ে থাকেন যে, হানাফী মাজহাব কেবল এক ব্যক্তির অনুসরণ / তা'আসসুব করে।

বিস্তারিত জানতে - মানাকিবুল ইমাম আবু হানীফা রাঃ বইয়ের ৬/৭/৮ পৃষ্ঠা মুতালা'আ করুন। বই পড়ুন, ইতিহাস জানুন, ইনশাআল্লাহ সব সন্দেহ ও অপবাদ ধুলিমাখা হয়ে যাবে।

১১) আবু হানিফা রাঃ -এর হাদিসগুলা কি আসলেই জঈফ বা দূর্বল ?

পর্বঃ এক

[[সবার জন্য বিষয়টি জানা থাকা জরুরী]]

==============================

→ ভূমিকা -

অধুনা সময়ে এসে উম্মাহ একটা বিশাল ঝামেলায় আপতিত। চার মাজহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম, আবু হানিফা রাঃ মাসালা-মাসাইলে যে হাদিসগুলা রেফার করেছেন, সেগুলোর অধিকাংশ নাকি জঈফ বা দূর্বল এমন একটা বিশাল অজ্ঞতাপূর্ণ তুহমত দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। যারা ছড়াচ্ছেন, তারা নিঃসন্দেহে সত্য জানা সত্যেও কেবল হিংসার বশবর্তী হয়ে মিথ্যা - অপবাদ ছড়াচ্ছেন৷ আল্লাহ সবাইকে হেদায়ত দান করুক ,আমীন!

যাইহোক, আজকের লেখায় হাদিসে সনদ নিয়ে আলোচনা করব। যদিও বিষয়টি আহলে ইলমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; তথাপি আশাকরি সবাই সহজপাঠ্য হিসেবে লেখাটি পাবেন৷

→ মূল কথা -

আমরা জানি, হাদিসের দূর্বলতা দু'দিক থেকে হয়। এক, রাবী বা বর্ণনাকারীর দিক থেকে। দুই, মতন বা মূল হাদিসের দিক থেকে। আমার পর্যালোচনা সনদের দিক থেকে।

আমরা তাও জানি, ইমাম বুখারী রাঃ এর জন্মের প্রায় শতাধিক বছর আগে ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ দুনিয়ায় আগমন করেছেন। এবং তাও জানি যে, ইমাম আবু হানীফা অধিকাংশ মুহাদ্দিসিনদের মতে একজন তাবেয়ী।

কারো মতে চারজন, আবার কারো মতে সাতজন সাহাবীর সান্নিধ্য সহ শিক্ষা নিয়েছেন।

ধরুন,

ইমাম আবু হানীফা একজন তাবেয়ী। তাহলে বলা যায়, তিনি কারো থেকে হাদিস গ্রহণ করলে রাবী এবং রাসূল সাঃ পর্যন্ত সর্বোচ্চ দুই স্তর থাকে। তাবেয়ী → সাহাবী → রাসূল সাঃ।

ধরুন,

ইমাম বুখারী রাঃ একজন তাবেয়ে তাবেয়ী। তাহলে বলা যায়, তিনি কোন হাদিস গ্রহণ করলে রাবী এবং রাসূল পর্যন্ত অন্তত চার স্তর থাকে। রাবী → তাবেয়ে তাবী → তাবী → সাহাবী → রাসূল সাঃ।

এবার একটা চার্ট পর্যালোচনা দেখুন,

আচ্ছা,মনে করুন একটা হাদিস বর্ণিত হচ্ছে এভাবে পর্যায়ক্রমে -

রাসূল সাঃ

↓

উমর ইবনু খাত্তাব রাঃ

↓

আলক্বামা বিন ওয়াকক্বাস

↓

ইয়াহয়া বিন সাঈদ

↓

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা

↓

মু'আম্মাল ইবনে ইসমাইল

↓

ইমাম বুখারী রাঃ

আশাকরি, চার্ট দেখে বুঝতে পারছেন যে, একটা হাদিস রাসূল সাঃ থেকে ইমাম বুখারী পর্যন্ত পৌঁছেছে।

এবারে ইমাম আবু হানীফা ও বুখারীর নিকট এই হাদিসের মান নিয়ে আলোচনা করি -

সংক্ষেপে বলি,

হাদিসটি ইমাম আবু হানীফা রাঃ এর নিকট সহীহ এবং বুখারী রাঃ এর নিকট জঈফ। এবং উভয়ের তাহকীম সহীহ বা বিশুদ্ধ।

বলবেন কিভাবে?

জ্বী, তাহলে এবার গভীর মনযোগ দিয়ে বুঝার চেষ্টা করুন।

ইমাম আবু হানীফা রাঃ এর নিকট হাদিসটি সহীহ বা বিশুদ্ধ -

কারণ, তিনি হাদিসটি গ্রহণ করেছেন - আলকামা রাঃ থেকে । কেননা, আবু হানীফা রাঃ উনাকে উনার জীবদ্দশায় পেয়েছেন এবং শিক্ষাদীক্ষা নিয়েছেন। আর সর্বসম্মতিক্রমে, আলক্কামা রাঃ একজন সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবি। তাই আবু হানীফার হাদিস গ্রহণ সহীহ বা বিশুদ্ধ। কারণ, উনার পর্যন্ত হাদিসের সনদে বা রাবীদের মাঝে কোন সমস্যা নাই।

ইমাম বুখারীর নিকট হাদিসটি জঈফ বা দূর্বল -

কারণ, তিনি হাদিসটি গ্রহণ করেছেন মু'আম্মাল ইবনে ইসমাইল থেকে। আর, মু'আম্মাল যেহেতু স্মৃতি শক্তির ব্যাপারে সমালোচিত, তাই ইমাম বুখারী রাঃ উনার বর্ণিত হাদিসটা " সহীহুল বুখারীতে " স্থান দেন নাই। " উমার ইবনে খাত্তাব " থেকে নিয়ে " সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা " পর্যন্ত সকল রাবী সিকাহ হওয়া সত্ত্বেও কেবল " মু'আম্মাল ইবনে ইসমাইল " এর কারণে ইমাম বুখারী রাঃ হাদিসটি " সহীহুল বুখারীতে " স্থান দেন নি।

→ এবার গভীরভাবে চিন্তা করে বলুন,

ইমাম আবু হানীফার হাদিস গ্রহণ কি অশুদ্ধ? মোটেও না! কারণ, ইমাম বুখারী রাঃ যে রাবীর

কারণে হাদিসটি জঈফ বলেছেন, ইমাম আবু হানীফা তো উনাকে তথা মু'আম্মালকে পানই নাই। মু'আম্মাল এর জন্মের বহু আগে আবু হানীফা রাঃ মৃত্যু বরণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি তো একজন সীকাহ রাবী তথা আলক্বামা থেকে হাদিসটা গ্রহণ করেছেন। তাই নিশ্চিন্তে, আবু হানীফার হাদিস গ্রহণ সহীহ।

তাই সারাংশে উক্ত হাদিসের পর্যালোচনায় বলা যায় -

এই হাদিসটি ইমাম আবু হানীফার গ্রহণ বিশুদ্ধ। কারণ, তিনি একজন সিকাহ রাবী তথা আলক্বামা থেকে হাদিসটি গ্রহণ করেছেন।

আবার একই হাদিস ইমাম বুখারীর গ্রহণ অশুদ্ধ। কারণ, তিনি হাদিসটি একজন জঈফ রাবী তথা মু'আম্মাল থেকে শুনেছেন।

শেষ কথা,

নতুন দ্বীনে আসা প্রেক্টিসিং মুসলিম ভাইদের অনুরোধ করে বলব, কোন হাদিসের ব্যাপারে জঈফ শব্দ শুনলেই নাক ছিটকাবেন না। জঈফ মানেই পরিত্যাজ্য বা নাক ছিটকানো না। জঈফ হাদিস এর প্রকার মোট -৪৯ টা রয়েছে। সব ক'টি জঈফ হাদিস পরিত্যক্ত বা আমলের অনুপযুক্ত ___ ব্যাপারটা এমন না।

তন্মধ্যে কিছু হাদিস আছে, যা আমলের যোগ্য এবং অনেক মুহাদ্দিসীনে কেরাম থেকে উক্ত জঈফ হাদিসের উপর আমলের বর্ণনা রয়েছে।

যেমন, ইমাম তিরমিজী রাঃ উনার " জামিউল কাবীর " গ্রন্থে বলেন -

আমি উক্ত হাদিসের কিতাবে সহীহ, হাসান, জঈফ ইত্যাদি হাদিস উল্লেখ করেছি। তবে যে হাদিসগুলা এনেছি, তার উপর কোন না কোন মুহাদ্দিসের আমল দেখেছি / শুনেছি, তারপর আমার কিতাবে স্থান দিয়েছি।

ইমাম তিরমিজী রাঃ এর উক্তি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, তখনকার সময়ে মুহাদ্দিসীনদের মাঝে সঙ্গত কারণে কিছু কিছু জঈফ হাদিসের উপর ও আমল ছিল।

তাই আমি আমার দ্বীনি ভাইদের বলব, জঈফ হাদিস শুনলেই আঁতকে উঠবেন না। হাদিসটির ব্যাপারে উলামায়ে কেরামদের তাহকীম জানবেন। তারপর, সিদ্ধান্ত নিবেন ইনশা আল্লাহ ! আল্লাহ আপনাদের প্রচেষ্টাতে বারাকাত দান করুক ___ আমীন!

আব্দুল কারীম চৌধুরী,

ইসলামিক আইন ও বিচার বিভাগ,

মদীনা ইসলামীক বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।

আবু হানিফা রাঃ - এর দলিলকৃত হাদিসগুলা কি আসলেই জঈফ বা দূর্বল ?

পর্বঃ দুই

[[সকলের জন্য জানা থাকা জরুরী]]

==============================

→ ভূমিকা,

হিজরির চতুর্থ শতাব্দী তথা আব্বাসী যুগ থেকে চার মাজহাবের পূর্ণাঙ্গতা, প্রসিদ্ধতা, অনুসরণ-অনুকরণ পুর দম্পে শুরু হয়। সেই থেকে নিয়ে প্রায় এক যুগ মাজহাব চর্চা হয়। প্রত্যেক মাজহাবের উপর স্বতন্ত্র বই রচনা করা সহ বিশাল খেদমত হয় ।

আল্লাহ সেসব উলামাদেরলে জাযায়ে খায়র দান করুক ,আমীন!

হিজরির বারো তম শতাব্দীতে এসে মাজহাবের বিরুদ্ধে তুলকালাম শুরু হয়। যদিও উনাদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল। বিশেষত, আবু হানীফা রাঃ যে সব মাসালা রেফার করেছিলেন,

সেগুলোকে দূর্বল বা জঈফ হাদীস প্রমাণে উঠেপড়ে লাগেন।

এর পিছনে মেইন কারণ ছিল ______ উসূলুল হাদিস ও উসূলুল ফিকাহ ((হাদিস ও ফিকার মূলনীতি)) এর মধ্যকার সমন্বিত জ্ঞান না থাকা। যারা একদম হাদিস নিয়ে গবেষণা ও উসূলুল ফিকাহ উপেক্ষা করেছেন। মূলে তারাই মাজহাবী ইমামদের হাদিসগুলা জঈফ বা দূর্বল প্রমাণে লেগেছিলেন।

বস্তুত, জ্ঞানের প্রত্যেক শাখার একটা মূলনীতি আছে। হাদিসের যেমন মূলনীতি আছে, ফিকাহ এর ও তেমন আছে। যারা উভয়ের মূলনীতি সামনে রেখে হাদিসের তাহকীম বা বিচার করেন, তাদের কাছে বিরোধ লাগার কথা না। আর যারা উভয়ের সমন্বিত তাহকীম করেন নাই, তাদের কাছে খটকা লাগারই কথা।

তারই একটা উৎকৃষ্ট প্রমাণ নিয়ে সাজানো আজকের পোস্ট। এটা হানাফী মাজহাবের অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়, তথাপি মনযোগ সহকারে পড়লে আশাকরি বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাওফীক দাতা !

→ টপিক্স - মাজহুল (সিফাত) রাবীর হাদীস

মনে করুন, একজন রাবীর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার সকল গুণাবলী বিদ্যমান। কেবল, আদালত নিয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে।

অর্থাৎ, তিনি আদিল নাকি ফাসিক তা জানা যায়নি। আদিল হলে উনার হাদিস গ্রহণযোগ্য; আবার ফাসেক হলে উনার হাদিস পরিত্যাজ্য এটা সর্বসম্মতি ব্যাপার। কিন্তু, প্রশ্ন হলো উনার আদালতের ব্যাপারে কোন কিছু জানা না গেলে কি হুকুম হবে ??? অন্য কোন হাদিস না পাওয়া গেলে এই ক্ষেত্রে এমন রাবীর হাদিস গ্রহণযোগ্য হবে কি না?

[[অনুগ্রহ করে, প্রশ্নটা না বুঝে থাকলে উপরের প্যারাটা আবার পড়ুন]]

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

এই ব্যাপারে, ফুক্বাহায়ে কেরাম দু'ভাগে বিভক্ত -

১. আবু হানীফা রাহিঃ, কিছু সংখ্যক শাফেয়ী রাহিঃ ও উনার সাথীবৃন্দের মতে, এমন রাবীর খবর / হাদীস ফিকহী মাসালায় গ্রহণযোগ্য।

(সূত্র - ইরশাদু তুল্লাবিল হাকাঈক ১১২)

২. ইমাম শাফী, কিছু সংখ্যাক মালেকী ও হাম্বলী ইমামদের মতে, এমন রাবীর খবর / হাদিস ফিকহী মাসালায় অগ্রহণযোগ্য।

(সূত্র - মুসতাসফা ১ / ১৯)

এমন রাবীর - যার আদালতের ব্যাপারে অস্পষ্টতা রয়েছে - হাদীস গ্রহণে উসূল বিদদের মাঝে দু'ভাগ রয়েছে। এক দলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হলে ও অপর পক্ষের জন্য অগ্রহণযোগ্য ছিল। তবে উভয়ের পক্ষে শক্তিমান দলীল বা প্রমাণ রয়েছে -

১. ইমাম আবু হানীফা রাহিঃ ও উনার সাথীবৃন্দের দলীল। উনারা মোট পাঁচটা দলিল পেশ করেছেন ; আমি সেখান থেকে দু'টা তুলে ধরছি -

(ক) একবার মদীনায় রাসূল সাঃ একজন গ্রাম্য লোক থেকে চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন। অথচ, রাসূল সাঃ ঐ গ্রাম্য লোকের ব্যাপারে মুসলিম ছাড়া অন্য কোন গুণের ব্যাপারে জানতেন না।

[[সূত্র : হাদিসটি আবু দাউদে -২৩৪০, তিরমিজিতে - ২৯১, নাসায়ীতে -২১১১ ও ইবনে মাজায় -১৬৫২ নাম্বারে রয়েছে]]

উনারা বলেন, দেখুন - যদি আদালতের ব্যাপারটা জানা থাকা একান্ত আবশ্যক হতো ; তাহলে রাসূল সাঃ কখনো ঐ গ্রাম্য লোকের আদালত না জানা সত্ত্বেও তার চাঁদের ব্যাপারে সাক্ষী গ্রহণ করতেন না।

(খ) রাসূল সাঃ এর মৃত্যুর পরে সাহাবায়ে কেরাম রাঃ অসংখ্য গ্রাম্য লোক, গোলাম ব্যক্তি ও নারীদের থেকে হাদিসের রেওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। অথচ, সাহাবায়ে কেরাম উনাদের আদালতের ব্যাপারে তেমন কিছু জানতেন না।

[[সূত্রঃ রাওজাতুন নাজীর - ১৩৮]]

২. ইমাম শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী ইমামদের রাঃ দলীল। উনারাও মোট পাঁচটা দলীল পেশ করেছেন, তন্মধ্যে আমি দু'টা তুলে ধরলাম -

(ক) খবরে ওয়াহীদ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ঐক্যমত হলো ___ রাবী আদীল হতে হবে। আর উক্ত রাবীর আদালতের ব্যাপারে যেহেতু কিছুই জানা যায়নি, তাই উনার খবরে ওয়াহিদ বা হাদিসটি গ্রহণ করা যাবে না।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

(খ) এমন রাবী যেমনিভাবেই আদালতে বা কোর্টে সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নায় ; তেমনি হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে ও গ্রহণযোগ্য নায় ।

মোদ্দাকথা, উভয়ের পক্ষে শক্তিমান দলিল থাকায় এক পক্ষের জন্য এমন রাবীর হাদিস গ্রহণযোগ্য হলেও অপর পক্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর বিষয়টি এতই দুর্বোধ্য যে, " রাওজাতুন নাজীর " এর মুসান্নীফ রাহিঃ কোন মতকেই তারজীহ বা প্রাধান্য দেননি ।

তাই, এমন রাবী থেকে হাদিস নিয়ে দলিল পেশ করলে দলিলের আলোকে হানাফী মাজহাবে বিশুদ্ধ হবে এবং বাকিদের মাজহাবে অশুদ্ধ হবে। কোনটাকে খাটো করা বা কোন মতকে অশুদ্ধ বলা যাবে না।

→ এবার আসি মূল আলোচনায় -

আপনার উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টত বুঝতে পেরেছেন যে, উভয় পক্ষের দালিলিক আলোচনা মজবুত ।

এখন যদি ইমাম আবু হানীফা রাহিঃ এমন কোন রাবীর খবরে ওয়াহিদ হাদিসটা কোন মাসালায় ইস্তেদলাল বা দলীল হিসেবে পেশ করেন, তাহলে কি হাদিসটা জঈফ হবে? পরিত্যক্ত হবে? আমলের অযোগ্য হবে?

[বিচারের দায়ভার পাঠক মহলে ছেড়ে দিলাম]

শেষ কথা, এরকম কিছু মূলনীতির সাথে পরিচিত না থাকায় অথবা উনারা ভিন্ন মাজহাবের হওয়ায় কিছু সংখ্যক ভাইয়েরা হানাফী মাজহাবের ইস্তেদলালকৃত হাদিসগুলা গণহারে জঈফ বা দূর্বল বলে থাকেন।

আর আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক ভাইয়েরা না বুঝে বিষয়টাকে ডামাডোল পিটিয়ে প্রচার করে থাকেন। দোয়া করি, রাব্বে কারীম যেন আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করেন।

[[বিস্তারিত জানতে, ইমাম গাজালী রাহিঃ এর ' মুস্তাসফা ' পড়বেন। ইবনে কুদামা রাহিঃ এর ' রাওজাতুন নাজীর ' পড়বেন। পৃষ্ঠা নং যথাক্রমে - ১/২৯ ও ১৩৬]]

১২) তাকলীদঃ

" তাকলীদ " মানে নাকি অন্ধ বিশ্বাসের নাম? তাই কারো তাকলীদ করা হারাম !

আমি বললাম -

কোর'আন-হাদিসের কোথায় লেখা আছে যে, তাকলীদ মানে অন্ধ বিশ্বাস ? আর এটা হারাম ?

তিনি বললেন -

কোর'আন হাদিসের এটা লেখা নায় ঠিক। তবে অমুক অমুক শায়খ বলেছেন।

আমি বললাম -

তাকলীদের অর্থ অন্ধ বিশ্বাস না হলেও আপনি যে আপনার শায়খের কথা চোখ-কান বন্ধ রেখে বিশ্বাস করে নিয়েছেন, সেটার নাম হলো " অন্ধ বিশ্বাস " । তাই তাকলীদকে হারাম বলার আগে নিজের অন্ধ বিশ্বাসকে হারাম বলুন!

পরে দেখি ভাইটা উধাও (সে অনেক আগের কথা)

নৈতিকতাঃ কিছু শায়খ আছেন, যারা আপনাদেরকে এই বলে বুঝাবেন তাকলীদ মানে অন্ধ বিশ্বাস।

তাই তাকলীদ করা হারাম। বস্তুত, তাকলীদ মানে যে অন্ধ-বিশ্বাস _ এরকম কোন ধারণা কোর'আন-হাদিসের কোথাও বর্ণনা নাই। এটা তাদের মুখে বানানো কথা। যদিও তারা মুখে বলে আমরা সবকিছুতে কোর'আন-হাদিস মানি।

তারা যখন আপনাকে বলবে তাকলীদ মানে অন্ধ বিশ্বাস।

আপনি তখন নির্ভয়ে বলবেন যে, ঠিকাছে ভাই - আপনার কথাটা মানলাম। তবে তাকলীদ

মানেই যে অন্ধ বিশ্বাস এই সংজ্ঞাটার কোর'আন-হাদিস থেকে দলীল দিন।

দেখবেন মোটামুটি আপনার থেকে আপদ দূরে সরে গেছে !

১৩) প্রসঙ্গঃ মাজহাব পরিবর্তন করা যাবে কি ?

আজকের বিষয় খুবই গুরুত্ববহ। মাজহাব পরিবর্তন করা যাবে কি না? অর্থাৎ, কেউ হানাফী মাজহাবের হলে, সে কি মালেকী / শাফেয়ী বা হাম্বলী হতে পারবে ?

এই বিষয়ে আমাদের দেশে যেমন বাড়াবাড়ি আছে, তেমনই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপলব্ধির অভাব আছে । কেউ যদি হানাফী হয় এবং অন্য মাজহাবে পরিবর্তন হতে চায় তাহলে কোন আলেম বা বিশেষত হানাফী কেহ তা সাপোর্ট করেন না । বরং, চরম মাত্রায় ধমক দেন।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ! মাজহাব বিষয়ে এতো কঠোরতা কখনো কাম্য না। প্রাজ্ঞা ও সহনশীলতার সাথে মাজহাবকে ডিল করতে হবে। নতুবা, ফেতনা-ফাসাদ কখনো অন্ত পাবে না।

যাইহোক, মাজহাব পরিবর্তন করা যাবে কি না এই প্রশ্নের সোজা উত্তর হলো -

জ্বী, মাজহাব পরিবর্তন করা যাবে। অর্থাৎ, আপনার হানাফী মাজহাব এর উপর ইতকান বা পরিতৃপ্তি না আসলে আপনি অন্য মাজহাব অনুসরণ করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে শারীয়াহ যেমন বাঁধা দেয় না ; তেমনি চার মাজহাবের উসূল ও মানা করে না।

দলীল -

মাজহাবের ক্রমবিকাশ হয়েছে প্রত্যেক ইমামের ছাত্রদের থেকে। আমরা ইতিহাস পড়লে দেখতে পাই, এমন অসংখ্য ইমামদের ছাত্র রয়েছেন ; যারা আপন ইমামের মাজহাব ত্যাগ করে অন্য ইমামের মাজহাব গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শা'রানী রাঃ - মাজহাব পরিবর্তন করার ব্যাপারে ইমাম কারাফী রাঃ থেকে বর্ণনা করেন -

[[يجوز الانتقال من جميع المذاهب إلى بعضها بعضا]]

অর্থাৎ, প্রত্যেক মাজহাবেই এক মাজহাব থেকে অন্য মাজহাব পরিবর্তন হওয়া জাইজ করেছে। ((সূত্রঃ - আল-মিজানুল কোবরা /৩৯))

চার মাজহাবের সম্মানীত ইমামগণের ছাত্ররা পরবর্তীতে আপন ইমামের মাজহাব পরিবর্তন করার ব্যাপারে ইমাম সুয়ুতী রাঃ বেশ কিছু আলেমের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন -

১. শায়খ আব্দুল আজীজ আল-খাজা'ঈ রাঃ প্রথমে মালেকী মাজহাবের অনুসরণ করতেন। পরবর্তীতে, ইমাম শাফী রাঃ যখন বাগদাদে আগমন করেন ; তখন তিনি শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী হয়ে যান ।

২. ইবরাহীম আল -বাগদাদী রাঃ প্রথমে হানাফী মাজহাবের ছিলেন। পরবর্তীতে, ইমাম শাফী রাঃ যখন বাগদাদে আগমন করলেন ; তখন তিনি শাফেয়ী মাজহাবের অনুরাগী হয়ে যান।

৩. ইমাম তাহাবী রাঃ প্রথম দিকে শাফেয়ী মাজহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম ও অনুরাগী ছিলেন।

পরবর্তীতে, তাহাবী রাঃ তাঁর আপন মামা ইমাম মুজনী রাঃ থেকে হানাফী মাজহাবের শিক্ষাদীক্ষা পেলে তিঁনি শাফেয়ী মাজহাব ছেড়ে হানাফী মাজহাবের ইমাম বা অনুসারী হয়ে যান।

৪. একইভাবে, শাফেয়ী মাজহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম খতীব আল-বাগদাদী রাঃ প্রথমে হাম্বলী মাজহাবের ছিলেন। পরবর্তীতে তিঁনি শাফেয়ী মাজহাবের হয়ে যান।

৫. একইভাবে, প্রসিদ্ধ গ্রন্থ - আল'মুজমাল এর মুসান্নীফ ইবনে ফারিস রাঃ প্রথমে শাফী মাজহাবের ছিলেন। পরবর্তীতে, তিঁনি মালেকী মাজহাবের অনুসারী হয়ে যান।

[[সূত্র - আল'মিজানুল কোবরা / ৪০]]

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

প্রিয় ভাইয়েরা!

মাজহাব কোন কোরান-হাদিসের সরাসরি স্পষ্ট উদ্ধৃত বিষয় না । বরং, সম্মানীত ইমামগণের ইজতেহাদী বিরাট এক ইলমি খেদমত ও বিরোধপূর্ণ কিংবা অদৃশ্য মাসালার সুবিন্যস্ত সুরাহা মাত্র । যার বিস্তার-বিকাশ সম্মানিত ইমামগণের ছাত্রদের মাধ্যমে হয়েছে।

অতএব, মাজহাব পরিবর্তন করা যাবে কি না এর দলিল কোরান-হাদিস থেকে না দিয়ে যাদের দ্বারা মাজহাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তথা সম্মানীত ইমামগণের ছাত্রদের মাজহাব পরিবর্তনের ইতিহাস তুলে ধরলাম। যা থেকে স্পষ্টত বোধগম্য হয় যে, মাজহাব পরিবর্তন করতে শারীয়া কিংবা মাজহাবের উসূলের দৃষ্টিতে কোন রকম বাঁধা নাই।

কিন্তু, আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

সম্মানীত ভাইয়েরা, যারা মাজহাব পরিবর্তন করা যাবে না -- এই প্রশ্ন আমাকে বারবার করে যাচ্ছেন। আপনাদের তরে আমার দু'টি কথা -

দ্বীনি ভাই!

দেখুন - মাজহাব আমাদের পর্যন্ত বিরাট একটা দ্বীনি সেবার মাধ্যমে এসেছে । হাজার হাজার আলিম-উলামার লেখালেখি, পড়াপড়ি ও বয়ানের মাধ্যমে আমাদের উপমহাদেশে হানাফী মাজহাব এসেছে। তাই আমরা অগত্যা এই মাজহাব মানি।

উপরের আলোচনা থেকে মাজহাব পরিবর্তন এর বৈধতা প্রমাণিত হলেও এই না যে, আপনি চাইলেই মাজহাব পরিবর্তন করে নিলেই মুক্তি পেয়ে যাবেন। মাজহাব পরিবর্তন করার আগে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী আপনাকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে -

আপনি যে মাজহাবের অনুসরণ করতে যাচ্ছেন, আপনার দেশে/জেলায় কিংবা এলাকায় সেই মাজহাবের -

(১) কোন আলিম আছেন কি না ?

[[যাতে ঠেকে গেলে তাদের জিজ্ঞাস করতে পারেন]]

(২) কোন মুফতি আছে কি না ?

[[যাতে তাদের থেকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে পারেন]]

(৩) কোন মাদ্রাসা/প্রতিষ্ঠান আছে কি না ?

[[যাতে আপনি শিখতে চাইলে পড়তে পারেন]]

(৪) কোন বই/পুস্তক/ফতোয়ার গ্রন্থ আছে কি না ?

[[যাতে নিজে নিজে স্টাডি করতে চাইলে পেতে পারেন]]

প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা,

সম্মানীত কোন এক ইমামের মাজহাব পরিবর্তন করার আগে যাচাই করে নিবেন যে, উপরোক্ত চারটি বিষয় আপনার আশেপাশে এভেইলেবল কি না। নতুবা, হিতে বিপরীত কাহিনি হতে পারে।

কেননা, উপরের আলোচনায় যাদের মাজহাব পরিবর্তন নিয়ে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ; চিন্তা করে দেখুন, তাঁরা ঠিক তখনই মাজহাব পরিবর্তন করেছেন ; যখন সেই মাজহাবের কোন ইমামের সান্নিধ্য পেয়েছেন। তাছাড়াও, তাঁরা সবাই মোটামুটি ইজতেহাদের পর্যায়ের ছিলেন।

মনে করুন,

আপনি হানাফী থেকে মালেকী মাজহাবে পরিবর্তন হতে চাচ্ছেন। তাহলে আপনাকে ভেবে দেখতে হবে আমাদের দেশে মালেকী মাজহাবের -

→ কোন আলিম আছেন কি না ?

→ কোন মুফতি আছেন কি না ?

→ কোন প্রতিষ্ঠান আছে কি না ?

→ কোন ফতোয়ার বই আছে কি না ?

যদি পান, তাহলে আপনি নির্দ্বিধায় মালেকী মাজহাবে পরিবর্তন হতে পারেন। নতুবা, আপনার জন্য মহৎ ও কল্যাণ হলো সেই মাজহাবের উপর থাকা ; যেই মাজহাব আপনার দেশে প্রচলিত রয়েছে। যেই মাজহাবের আলিম-উলাম / বইপুস্তক ইত্যাদি আপনার দেশে রয়েছে। জাযাকাল্লাহ খাইরান !

১৪) মাজহাব মানা কি ?

•

এমন প্রশ্নের ঐক্যবদ্ধ উত্তর হচ্ছে - যে শরীয়তের বিষয়ে মুজতাহিদ নয় ; তাঁর জন্য মাজহাব মানা ওয়াজীব।

মাজহাব মানা কি এমন প্রশ্নের উত্তরে মুতাক্কাদ্দিমীন/মুতা'আখখিরীন উলামাদের কেউই দ্বীমত পোষণ করেন নি। কারণ, আগেরকার সময়ে উলায়ে কেরাম দু'শ্রেণীর ছিলেন।

১. যারা নিজস্ব জ্ঞান দ্বারা কোরান-হাদিসের মানদন্ডে শারীয়ায় পন্ডিত্ব লাভ করে অস্পষ্ট / অমিমাংসিত বিষয়ে গবেষণা / ইজতেহাদ করার যোগ্যতা রাখতেন।

২. যারা উপরোক্ত পর্যায় তথা ইজতেহাদের গুণে পৌঁছাতে পারেন নাই, তারা কোন না কোন মুজতাহিদ ইমামের ছাত্র/অনুসরনকারী বা মুকাল্লীদ হিসেবে জীবন পার করেছেন।

তখনকার সময়ে কোন তৃতীয় পক্ষ ছিল না। তাই মুকাল্লীদ ও গাইরে-মুকাল্লীদ প্রশ্নে কোন বিবাদ ছিল না। ঝামেলা বাঁধল উনবিংশ শতাব্দীতে এসে।

কতেক আলেম দাবী করলেন, মাজহাব মানা যাবে না।কারণ, কোরান-হাদিসে সরাসরি মাজহাব মানার কোন নির্দেশিকা নাই। মাজহাব মানার কোন তাগিদ নাই!

ওয়েল! মাজহাব পন্থী উলামায়ে কেরাম অনেক ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করলেও তাদের এক দাবী - কোরান হাদিসে সরাসরি কোন নির্দেশ না থাকায় মাজহাব মানা যাবে না। আর এ পর্যন্তই বিবাদ রয়ে গেলো।

মাজহাব মানা ওয়াজীব এই উত্তরের স্বপক্ষে অনেক প্রমাণাদি কোরান-হাদিস থেকে সাব্যস্ত হলেও আমাদের কতিপয় ভাইদের পেট ভরে নাই। তাদের দাবী, শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাঃ সহ প্রমুখ আলেম বলেছেন যে, ফরজ/ওয়াজীব এগুলো হয়তো আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত হতে হবে, নতুবা রাসূল সাঃ কর্তৃক!

বড় জটিল বিষয়!

কোরান ও হাদিসের বাহিরা তারা কোন আদেশ-নিষেধ মানবে না। কিন্তু, প্রশ্ন থেকে যায় -

যেসব বিষয়ে কোরান-হাদিসে আদেশ বা নিষেধ সরাসরি আসে নাই বা উল্লেখ হয় নাই (যেমন: সমসাময়িক অনেক মাসালা) , সে বিষয়ে তাদের বক্তব্য কি হবে ?

তন্মধ্যে, একটা মাস'আলা বলি।

আরবী ভাষা শিক্ষা করা কি?

নিঃসন্দেহে মাজহাবী / লা -মাজহাবী সবাই বলেন ওয়াজীব। কারণ কি? বা দলীল কী ?

যাইহোক, আমি উত্তর না দিয়ে 'আরবী ভাষা শিক্ষার্জন করা ওয়াজীব " এর পক্ষে ইবনে তাইমিয়া রাঃ যে দলীল পেশ করেন, তাই উদ্ধৃতি দিচ্ছি -

শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাঃ এর মতে, আরবি ভাষা শিক্ষার্জন করা ওয়াজীব। তিনি দলিল আলোচনায় বলেন, যেহেতু হাদিসের আলোকে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। আর দ্বীনি জ্ঞান যেহেতু আরবী ভাষা শিক্ষার্জন ছাড়া সম্ভব না, তাই আরবী ভাষা শেখাটাও ফরজ মতান্তরে ওয়াজীব।

কেননা, একটা উসূল বা মূলনীতি হলো -

((مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب))

অর্থাৎ, যে কাজ ছাড়া ওয়াজীব পরিপূর্ণ হয় না, সেই কাজটাও ওয়াজীব হয়ে যায়।

অর্থাৎ, আরবী ভাষা শিক্ষা ছাড়া যেহেতু দ্বীনি শিক্ষার্জন সম্ভব না। তাই আরবী ভাষাটাও শেখা ওয়াজীব৷ (বিস্তারিত : ১৫ মুকাদ্দিমাতু রাওজাতিন নাজির ওয়াজুন্নাতুল মানাজীর)

আমরা ইবনে তাইমিয়া রাঃ এর দলীল থেকে স্পষ্টত দু'টি বিষয় বুঝলাম -

১. আরবী ভাষা ওয়াজীব।এটা সরাসরি কোরান-হাদিসে বর্ণিত নয়। তবে কিয়াসের আলোকে ওয়াজীব।

২. কোরান-হাদিসে বর্ণনা ছাড়াও কোন কিছু ওয়াজীব হতে পারে। ((এই নীতি আবার আমাদের ভাইদের বিপরীত ; যদিও ইবনে তাইমিয়াকে রাঃকে তারা গুরু মানেন))

এবার আসি মূল আলোচনায় -

আমি মূলেই বলেছি, মাজহাব মানা ওয়াজীব এই উত্তরের স্বপক্ষে কোরান-হাদিসের অসংখ্য ব্যাখা থাকলেও আমাদের ভাইদের মন তুষ্ট হয় নাই।

তাই আমি চাই, আজকে তাদেরকে এই প্রশ্নের জবাব তাদেরই উসূল বা মূলনীতির আলোকে দেই, যেই মূলনীতির আলোকে আরবী ভাষা শেখাটাও ওয়াজীব সাব্যস্ত হয়েছিল ; বস্তুত এটা কোরান-হাদিসে সরাসরি আসে নাই।

আমরাও বলি -

প্রসিদ্ধ চার মাজহাব থেকে কোন একটি মাজহাব মানা ওয়াজীব। কারণ,

→ কোরানের এক আয়াতের সাথে অপর আয়াতের বিরোধ

→ কোরানের নাসেখ-মানসূখ নিয়ে বিরোধ

→ কোরান-হাদিসের তা'আরুজ বা বৈপরীত্য

→ সহীহ/ জঈফ হাদিস নিয়ে বিরোধ

→ সম্ভাবনাময় বা কোরান-হাদিসে অবর্ণিত মাসালার সমাধান নিয়ে অস্পষ্টতা

উপরোক্ত বিষয়াবলী ছাড়াও অসংখ্য হেতু রয়েছে, যার কারণে একজন সাধারণ মুসলমান কখনো একা একা কোরান-হাদিস থেকে সরাসরি মাসালা ইস্তেনবাত বা আবিস্কার করে আমল করতে পারে না।

তারজন্য প্রয়োজন, কোন না কোন সু-শৃঙখল পথ (মাজহাব) বা নীতিমালা অনুসরণ করা , যার আলোকে সে সহীহ-সুন্নাহ মোতাবেল আমল বা ইবাদত করবে।

আর যেহেতু একজন সাধারণ মুসলমানের পক্ষে সরাসরি কোরান-হাদিস থেকে আমল করা কঠিন বা অসাধ্য, সে'ক্ষেত্রে অবশ্যই কোন না কোন মাজহাবের বর্ণিত পথে চলতেই হবে৷

অতএব, যেহেতু নিজের ইজতেহাদি অক্ষমতা বা দূর্বলতার কারণে সহীহ সুন্নাহের আমলের ক্ষেত্রে মাজহাবের সাহায্য নিতেই হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি সুন্নাহের উপর আমল করা যেমন ওয়াজীব ; তেমনি মাজহাবের পথ ধরাও ওয়াজীব। কেননা, বাস্তবতার আলোকে বলা যায় -

নির্ভেজাল ও নিরংকুশ সহীহ সুন্নাহের উপর আমল করতে হলে আপনাকে মাজহাবের কোন না কোন মাসলাক মেনে নিতেই হবে। কারণ, এটা ছাড়া আপনি বিশুদ্ধ ও মিমাংশিত কোন বিষয়ে পৌঁছতে পারবেন না। যেমনি উসূলে বলা হয়েছে,

((ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب))

অর্থাৎ, মাজহাব ছাড়া যেহেতু সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমল একজন সাধারণ মুসলমানের জন্য সম্ভব না, তাই সহীহ সুন্নাহ এর উপর আমল করা যেমন ওয়াজীব ; তেমনি মাজহাব এর পথ ধরাও ওয়াজীব।

উল্লেখ্য : মুজতাহিদ ছাড়া বাকি সকলের জন্য মাজহাব মানা ওয়াজীব ; এই মর্মে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় এর মা'হাদ সিলেবাসের আল কিরা'আহ নামক গ্রন্থের " التمسك بالكتاب والسنة " পাঠে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

চলমান ছাত্র ভাইয়েরা পড়ে নিতে পারেন। আর ইবনে তাইমিয়া রাঃ এর আরবী ভাষা বিষয়ক ফতোয়া বিস্তারিত জানতে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় এর শারীয়াহ ফেকাল্টির মেজর সাব্জেক্ট " روضة الناظر وجنة المناظر " গ্রন্থের মুকাদ্দীমা পাঠ করবেন।

১৫) ফোকাহায়ে কেরাম ফিকাহ বা ইসলামী আইনকে চার ভাগে বিভক্ত করেন -

১. ইবাদাত। যেমনঃ নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত ইত্যাদি।

২. মু'আমালাত ইনসানিয়্যাহ। যেমনঃ বিবাহ, তালাক ইত্যাদি।

৩. মু'আমালাত মালিয়াহ। যেমনঃ ক্রয়বিক্রয়, ব্যাংক ইত্যাদি।

৪. মু'আকাবাত। যেমনঃ হুদুদ, জেল, শাস্তি ইত্যাদি।

ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে তরুণ প্রফেসার ড. শামরানী [হাফিজাহুল্লাহ] ক্লাসে এসে ধড়ফড় লেকচার শুরু করে উপরোক্ত চার প্রকারের বিষয়টি পরিস্কার করলেন। এবং বললেন -

" তোমরা এযাবৎ প্রথম দু'প্রকার তথা ইবাদাত ও বিবাহ-তালাক নিয়ে বিস্তারিত আইন-কানুন জেনেছো।

এই সেমিস্টারে তোমরা জানতে যাচ্ছ, বিজনেস কনসেপ্ট / কারেন্ট বিজনেজ পলিসি / ব্যাংকিং এন্ড ফিনেন্স ইত্যাদি সহ সমসাময়িক সকল ব্যবসায়ীক ধারণা ইত্যাদি। এসবের সকল শারয়ী সমাধান জানতে যাচ্ছ।

তবে, তোমরা কেয়ারফুল ! ইবাদাত / বিবাহ /তালাক ইত্যাদিতে কোরান-হাদিসের সরাসরি অধিকাংশ প্রামাণ্য পেলেও এই চাপটারে এতো কিছু পাবে না। বরং, অল্প কিছু সংখ্যাক মূলনীতি আছে - যা চার মাজহাবের ফোকাহায়ে কেরাম আবিস্কার করে গিয়েছেন - সেগুলোর উপর নির্ভর করে পুরা ব্যবসা-পলিসি জানতে হবে।

তিনি আরো বললেন, রাসূল সাঃ বা সাহাবায়ে কেরাম এর যুগে যে ব্যবসা পদ্ধতি ছিল, তা এখনকার ব্যবসার সাথে নূন্যতম মিল নাই। তাই সরাসরি কোন প্রমাণ কোরান-হাদিস থেকে খুঁজে পাবেন না। তবে কিছু মূলনীতি আছে, যার আলোকে শারয়ী সমাধান দিতে পারো। "

আর মূলনীতি হলো চারটি -

١ الأصل في البيع الحل -

٢ العبرة في العقود المقاصد والمعاني -

٣ الأصل في الشروط الإباحة -

٤ الخراج عن الضمان -

তরুণ প্রফেসার পুরা দু'ঘন্টা এই চার মূলনীতির উপর আলোচনা রেখে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন -

" তোমরা কখনো ফোকাহায়ে কেরাম ছাড়া স্বয়ংক্রিয় হতে পারো না। তাঁদের দেখানো বা রেখে যাওয়া মূলনীতি ছাড়া বর্তমান বিজনেস পলিসির শারয়ী সমাধান দিতে পারো না । তাই মাজহাবের ফোকাহাদের মূলনীতি আগে ভালো করে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করো। দ্যান, শাখাগত মাসালা-মাসাইল নিয়ে অগ্রসর হও। "

নীতিকথা -

সুবহানাল্লাহ !

আমি ফিকাহ বা ইসলামিক আইন যতো পড়তেছি, ততো প্রতিটা মাজহাবের প্রতি বেশী শ্রদ্ধাশীল হচ্ছি। যতো জানি, ততো মাজহাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। যতো মাজহাবের উসূল বা মূলনীতি নিয়ে গবেষণা করি, ততো মাজহাবের প্রতি আশ্চর্য বোধ করি !

অথচ, যখন আমাদেরই কিছু দ্বীনি ভাই মাত্র ইবাদাতে দু'চারটা সহীহ হাদিসের দোহাই দিয়ে পুরা মাজহাবের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন কিংবা মাজহাবকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখান ; তখন বুকে খুব কষ্ট ও মনে আফসোস লাগে। আপাততঃ মেনে নিলাম, কেবল সহীহ হাদিস মানতেই হবে ! মাজহাব মানা যাবে না। মাজহাব বলতে কিছু নাই।

তাহলে আমার প্রশ্ন হলো -

সহীহ হাদিস বা অধিকাংশ সরাসরি কোর'আন-হাদিসের নাস দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হলো শুধু - ইবাদাত।

এছাড়া, নিকাহ / তালাক / ব্যবসা / ব্যাংকিং /শাস্তি ইত্যাদিতে প্রায় ৬০% মাসালায় দেখা যায় সরাসরি কোন দলিলই নাই।ফিকহের মূলনীতি, ইজতেহাদ, কিয়াস ইত্যাদি মেনে সমাধান দিতে হয়। এই ক্ষেত্রে আপনারা -যারা মাজহাব অস্বীকার করেন বা মাজহাবকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখান - কি করেন ?

আমরা তো মোটামুটি পার হয়ে যাই। কারণ, মাজহাবের সম্মানীত ইমামগণ উম্মাহের চিরন্তন ফায়দার বা ফেতনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য যে মৌলিক মূলনীতি তৈরি করে গিয়েছেন। আমরা সেগুলোকে ফলো করে সমাধান পেয়ে যাই। এ ক্ষেত্রে আপনারা কার দিকে তাকিয়ে থাকেন ?

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

আমাদের যেসব ভাইয়েরা গাইরে মুকাল্লীদ দাবী করেন, তারা বস্তুত মাজহাবটাকে বা তাদের পড়াশুনাকে কেবল ইবাদতে সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন। ফলে কে রাফয়ে য়াদাইন করলো না / কে আমীন বলল না / কে ফাতিহা পড়লো না -- এ নিয়ে ঝগড়াঝাটির শেষ নাই।

অথচ, মাজহাব তো কেবল ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়াবলির জন্য আসে নাই। বরং, বর্তমান বিজনেস ইত্যাদি সম যতো বিষয়াবলিতে সরাসরি কোন নাস বা কোরান-হাদিসের দলীল নাই, সেগুলোর কিয়াসী বা মূলনীতির আলোকে সু-স্পষ্ট সমাধানকল্পে মাজহাব এসেছে। যেসব বিষয়ে সরাসরি নস/দলীল এসেছে, সেগুলোর জন্য মাজহাব আসে নাই ।

বরং, মতবেদপূর্ণ বিষয় বা দলীলের অনুপস্থিত - এমন বিষয়ে ইজতেহাদী সমাধান নিয়ে মাজহাব এসেছে। আল্লাহ আমাদের ভাইদেরকে সঠিক বুঝার তাওফীক দান করুক !

১৬) নির্দিষ্ট মাযহাব মানা না মানাঃ

আমি নির্ধারিত কোন মাজহাব মানি না, কোর'আন-হাদিসের অধীক নিকটবর্তী যা তা মানি!!

জ্বী, হ্যাঁ !

কথা সত্য ; তবে বাস্তবায়ন কঠিন। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে, তা হলো - To say is easy but to do is hard

যাইহোক , যারা উপরোক্ত শিরোনামের প্রবক্তা তাদের কথা সুন্দর । তবে তা মুখেই ইতি থাকবে, বাস্তবায়নে কস্মিনকালেও সম্ভব না।

তার দু'টি কারণ -

১. অস্পষ্ট ও জঠিল বিষয়ে কোর'আন-হাদিসের অধীক নিকটবর্তী মতটা আবিস্কার করার জন্য তো মতানৈক্য বা মাজহাব এসেছে। তো আপনি আবার নতুন করে কি আরেকটা মাজহাব আবিষ্কার করবেন ?

২. মাজহাব সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত যুগ যুগ ধরে আলিম-উলামারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন যে, চার মাজহাব ছাড়া কোর'আন-সুন্নাহের অধীক নিকটবর্তী বলে কোন মাজহাব তৈরী করা যায় কি না। কিন্তু, আজ পর্যন্ত কেউ পারেন নাই। সুতরাং, আপনি নিশ্চিত থাকেন যে আপনিও পারবেন না।

মোদ্দাকথা, কোর'আন-সুন্নাহের অধীক

নিকটবর্তীটা আমল করি এ কথা মুখে বলা যতোটা সহজ ; কাজে বাস্তবায়ন এতো সহজ না।

যেমনঃ এর একটা উদাহরণ দেখি আমরা।

ফরজ নামাজে ইমাম সাহেবের পিছনে সূরায়ে ফাতেহাহ পড়ার হুকুম। ??? এই ব্যাপারে কোর'আন-হাদিসে বহু আলোচনা আছে।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

→ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন

" وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون "

অর্থ: আর যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক। যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয়।

® এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর বক্তব্য তাফসীরে তাবারী (৯খ. ১০৩পৃ.) ও তাফসীরে ইবনে কাসীরে (২খ. ২৮পৃ.) এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে-

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " يعني في الصلاة المفروضة

অর্থ : যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে

তোমাদের প্রতি করুণা করা হয় অর্থাৎ ফরজ নামাযে।

® হযরত ইবনে মাসঊদ রা. এর মতও তাই। তাফসীরে তাবারীতে বলা হয়েছে:

صلى ابن مسعود، فسمع أناسا يقرءون مع الامام، فلما انصرف، قال: أما آن لكم أن تفقهوا ؟ أما آن لكم أن تعقلوا ؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসঊদ রা. নামায পড়ছিলেন, তখন কতিপয় লোককে ইমামের সঙ্গে কেরাত পড়তে শুনলেন। নামায শেষে তিনি বললেন : তোমাদের কি অনুধাবন করার সময় আসেনি, তোমাদের কি বোঝার সময় হয় নি? যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং নীরব থাকবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন। (৯ খ. ১০৩ পৃ.)

® যায়দ ইবনে আসলাম ও আবুল আলিয়া র. বলেছেন:

كانوا يقرأون خلف الإمام فنزلت : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون }

অর্থাৎ তাঁরা (সাহাবীগণ) ইমামের পেছনে কেরাত পড়তেন, তখন অবতীর্ণ হয়

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون

® ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল র. বলেছেন:

أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة

অর্থাৎ এবিষয়ে সকলেই একমত যে, উক্ত আয়াত নামায সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (মাসাইলে আহমদ লি আবী দাউদ, পৃ. ৪৮)

মোদ্দাকথা, উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেলো যে, নামাজে ইমাম সাহেবের পিছনে কিরা'আত পড়া যাবে না।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

এবার আমরা বিপরীত মতটা দেখি।

প্রসিদ্ধ হাদীস -

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

অর্থাৎ - যে ব্যক্তি নামাজে সূরায়ে ফাতেহাহ পড়লো না, তার নামাজই হলো না।

এটা একটা প্রসিদ্ধ হাদীস, যার ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ নাই। তো ভাইয়েরা, এবার চিন্তা করে দেখুন। উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণ করে যে, নামাজে ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়া লাগবে না। আবার নিচের হাদিসে প্রমাণ করে যে, সূরায়ে ফাতেহাহ না পড়লে নামাজই হবে না।

এবার বলুন, এই যে কঠিন একটা পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়, যার মধ্যে সমন্বয়ে করে কোর'আন-সুন্নাহের অধীক নিকটবর্তী মতটা কি আবিস্কার করা আপনার পক্ষে সম্ভব ?

আহারে ভাই, মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে কোর'আন-সুন্নাহের অধীক নিকটবর্তী মতটা যদি সু-স্পষ্ট পাওয়া যেতো, তাহলে তো ইসলামে চার মাজহাবের প্রয়োজনই হতো না।

শেষকথা, ইসলামে কোর'আন-সুন্নাহের অধীক নিকটবর্তী মত বলতে কিছু নাই। চার মাজহাবের সকল মতই কোর'আন-সুন্নাহের অধীক নিকটবর্তী। তাই তো আহলে সুন্নাহ ওয়াল-জামাতে চার মাজহাবই বিশুদ্ধ ও স্বীকৃত । যে কোন একটা মানলেই চলে।

আপনি যতোই মুখে বলুন আমি কোর'আন-সুন্নাহের অধীক নিকটবর্তী মত মানি, অন্তরে কিন্তু নিজস্ব শায়খদের মত মানেন ঠিকই। কোর'আন-সুন্নাহের অধীক নিকটবর্তী মত যাচাই-বাছাই করার মতো যোগ্যতা আপনার-আমার নাই। সুতরাং, চুপসে যে কোন একটা মত মেনে নেওয়াতেই কামিয়াবী।হুদাই মুখে মুখে এ কথা যে না বলি -" আমি কোর'আন-সুন্নাহের অধীক নিকটবর্তী " মত মানি।

১৭) একজন ভাই প্রশ্ন করলেন মাজহাবের ইমামগণ কি তাদেরকে অনুসরণ করতে বলেছেন ?

উত্তরঃ -

ধরুন, আপনি কোন এক ইসলামীক মাহফিলে গেলেন। সেখানে একজন বক্তা প্রায় দেড় ঘন্টা লেকচার দিলেন। আপনি খুব মনযোগ দিয়ে সব শুনলেন। বক্তার আলোচনা থেকে বেশ কয়েকটা পয়েন্ট নোট করলেন। যেগুলার উপর আপনি আমল করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

বাড়িতে ফিরে সেগুলার উপর আমল করার চেষ্টা করলেন। পাশের বাড়ির ভাই/বন্ধু এসে যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করলো - কি রে, এসব নতুন আমল আবার কোথায় পেলে? ?

আপনি বললেন -

একজন বড় হুজুরের ওয়াজে শুনেছি। ভালো লাগছে, তাই মানার চেষ্টা করছি।

সে তখন প্রশ্ন করলো -

আরে, হুজুর কি তোরে এগুলা মানার জন্য বলছে ??

আপনি তখন বললেন -

আরে বোকা, হুজুর উনার মতো করে বলে গিয়েছেন। আমার পছন্দ হয়েছে, আমি মানা শুরু করছি। এতে অসুবিধা কী ? কেউ কিছু বলার পর এ কথা বলে কি যে, আমাকে মানতেই হবে ?

তাহলে এবার মূল প্রশ্নের উত্তরটা কি কিছুটা আঁচ করতে পেরেছেন ?

মাজহাবের সম্মানীত ইমামগণ কোর'আন - হাদিসের আলোকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে ফিকাহ বিন্ন্যাস্ত করে গিয়েছেন। পরবর্তীতে, মুসলিম উম্মাহের পছন্দ লেগেছে তাদের কাজ। তাই তাদের ফিকাহকে অনুসরণ করা শুরু হয়েছে।

এতে ইমামগণ তাদেরকে অনুসরণ করার কথা বললেন কি না, এই প্রশ্নের কি আছে ?

এই উপলক্ষে একটা মজার ঘটনা মনে হয়ে গেলো -

একদিন ভারসিটির একজন জুনিয়র জিজ্ঞেস করলো - ভাই, মাজহাবের ইমামগণ তো কোথাও তাদেরকে অনুসরণ এর কথা বলেন নাই । তাহলে আপনারা উনাদেরকে অনুসরণ করেন কেন?

আমি বললাম - তারা যে অনুসরণ এর কথা বলেন নাই, এ কথা কে বলছে?

সে বললো - শায়খ...... সাহেব বলেছেন।

আমি বললাম - উনি কি উনার কথা বিশ্বাস করতে বলেছেন?

সে বললো - না, তা বলেন নাই। কিন্তু আমি উনাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করি। তাই বিশ্বাস করলাম।

পরে আমি বললাম - সেইম ব্যাপার। ইমামগণ তাদেরকে অনুসরণ এর কথা বলেন নাই ঠিক। তবে তাদেরকে অনুসরণযোগ্য মনে করি। তাই অনুসরণ করি।

পরে আর ছেলেটির দেখা পাইনি!

১৮) মাযহাব মানতে হবে কেন?

একজন ভাই খুব সাদামাটা প্রশ্ন করলেন -

তিনি বললেন -

মাজহাব মানতেই হবে কেন ?

আমি বললাম -

মাজহাব ছাড়তেই হবে কেন?

তিনি পুণরায় বললেন -

রাসূল সাঃ তো মাজহাব মানতে বলেন নাই!

আমি বললাম -

রাসূল সাঃ নিশ্চয় মাজহাব ছাড়াতেও বলেন নাই।

তিনি এবার একটু বিরক্ত নিয়ে বললেন -

আরে ভাই, রাসূল মাজহাব মানতে সরাসরি কোথাও নিষেধ করেন নাই ঠিক, তবে কোর'আন-হাদিস মানতে তো বলেছেন।

আমি বললাম -

মাজহাব মানেই তো কোর'আন-হাদিস। মাজহাব তো কোর'আন হাদিসের বাহিরা কিছুর নাম না।মাজহাব মানলে কোর'আন-হাদিস মানা হয়। তো অসুবিধা কী ?

তিনি বললেন -

ভালো করে বুঝি নাই বিষয়টা। একটু ক্লিয়ার করবেন ?

আমি বললাম -

তাহলে খেয়াল করেন -

আল্লাহ তা'লা পবিত্র কোর'আনে সূরাতুল আম্বিয়ার সাত নং আয়াতে বলেন -

(فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)

অর্থাৎ, তোমরা যদি কোন বিষয়ে না জানো, তাহলে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের থেকে জেনে নাও।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

দেখুন, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'লা বিষয়ে বিষেজ্ঞদের থেকে জেনে নিতে বলতেছেন। আর এ কথা

স্বীকৃত যে, ফিকহী বিষয়ে ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ চারজন ব্যক্তিই (চার মাজহাবের নাম) ।

ফিকহী মাসালা-মাসাইলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা প্রতিটা মূমীনের উচিত !

এবার আমরা তাদেরকে কিভাবে জিজ্ঞেস করবো? তারা তো মৃত্য! তাই না ? ভয় নাই, তারা মৃত হলেও তাদের ইলম-কালাম, ফতোয়া ও মাসালা-মাসাইল এখনো জীবিত ।

আমরা তাদের বই-পুস্তক পড়ব। তাদের বই-পুস্তক থেকে অজানা বিষয়ে জেনে নিবো। অতঃপর, কোর'আন হাদিসের দালিলিক কথাগুলা গ্রহণ করবো । আর এটার নামই মাজহাব। সরাসরি না বললেও পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'লা এরুপ কিছু মানার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

পরবর্তীতে ভাইটি একটা অবাক ( ) রিয়েক্ট দিয়ে বললেন - আজ থেকে আর কখনো কাউকে মাজহাব মানতে হবে কেন, এই প্রশ্ন করবো না।

ধন্যবাদ!

অনেকেই জিজ্ঞেস করেন আপনি মাজহাব মানেন কেন?

আমার উত্তর -

উত্তরটা একটা ঘটনা দিয়ে শুরু করি। একদিন ক্লাসে এসে শিক্ষক একজন ছাত্রকে বললেন, এই যে তুমি কোন মাজহাব অনুসরণ করো ?

সে নিশ্চুপ ছিলো !

বুঝাতে চেষ্টা করলো যে, সে কোন মাজহাব মানে না।

শিক্ষক তখন বললেন,

তুমি যদি মাজহাব নাই বা মানো, তাহলে তাদের বই-পুস্তক পড়ছো কেন ?

ছেলেটি তখন একেবারে জীবনের চরম শিক্ষা পেয়ে মাথা নিচু করে রইলো। আর উত্তর দেওয়ার কিছু থাকলো না।

আশাকরি, আমার উত্তরটা পেয়ে গেছেন। ফিকাহ মানেই মাজহাবের বই-পুস্তক।আর বই-পুস্ত অধ্যায়ন মানেই মাজহাব মানা। মাজহাব আলাদা কোন বস্তুর নাম নয় যে, এটাকে পুঁজা করতে হবে। আপনি যদি ফিকাহ বুঝতে চান, তাহলে চার মাজহাবের বই-পুস্তক পড়তেই হবে। এর বাহিরা ইতিহাসে কেউ বিকল্প কিছু আবিস্কার করতে পারেন নাই।

ধরুন আপনি,

→ তাফসীর পড়তে চাচ্ছেন, দেখবেন ফিকহী মাসালায় মুফাসসিরগণ চার মাজহাবের বর্ণনা দিয়েছেন।

→ আপনি হাদিস পড়তে চাচ্ছেন, দেখবেন মুহাদ্দীসগণ ফিকহি মাসালায় চার মাজহাবের বর্ণনা দিয়েছেন।

→ আপনি আকিদা পড়তে চাচ্ছেন, দেখবেন ফিকহী মাসালায় আকিদা বিশারদগণ চার মাজহাবের বর্ণনা দিয়েছেন।

→ আপনি উসূল পড়তে চাচ্ছেন, দেখবেন ফিকহী মাসালায় উসুলবিদগণ চার মাজহাবের বর্ণনা দিয়েছেন।

অর্থাৎ, আপনি দ্বীন শারীয়াতের যে কোন অংশেই যান, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় প্রচলিত চার মাজহাবের সাক্ষাত পেতেই হবে। আর মরহুম সালাহ উদ্দীন কাদের সাহেবের ভাষায় আমার কথা হলো -

সবদিক দিয়ে মাজহাবের সাক্ষাত যখন নিশ্চিত, তাহলে মেনে নেওয়াটাই শ্রেয়।

উত্তরটা বুঝতে পেরেছেন?

১৯) হাতে সময় থাকলে গভীর মনোযোগে পড়তে পারেন। ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে মূল হাতিয়ারটা কি, তা জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ !

১.

কেউ যদি কোর'আন বুঝতে চায় বা কোর'আনে পূর্ণাঙ্গ পারদর্শী হতে চায় তাহলে তাকে প্রাথমিকভাবে অনুবাদ পাঠে মনোযোগ দিতে হবে। অনুবাদ পাঠকালে কোর'আনের বেশ কিছু দুর্বোধ্য বিষয় সামনে আসবে, তখন মনে হবে কেবল অনুবাদ'ই যথেষ্ট নয় বরং তাফসীর বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ আবশ্যকীয় পড়তে হবে। অতঃপর, তাফসীর গ্রন্থ অধ্যায়নকালে কিছু Terminology বা পরিভাষা দুর্বোধ্যতা আসবে কিংবা এমন কিছু আলোচনা আসবে, যা সহজে বোধগম্য হচ্ছে না, তখন আপনাকে তাফসীরের হাতিয়ার হিসেবে " উলূমুত তাফসীর " বা " তাফসীরের মূলনীতি " গ্রন্থ পড়তে হবে।

অর্থাৎ, আপনি যখন কোর'আনকে পরিপূর্ণ রুপে বুঝতে যাবেন, তখন আপনাকে পরম্পরায় অনুবাদ → তাফসীর → ও মূলনীতি আবশ্যকীয় পড়তে হবে। নতুবা, আপনার কোর'আন হৃদয়াঙ্গমে পরিপক্কতা আসবে না। এজন্য প্রতিটা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে "কোর'আন ডিপার্টমেন্টে " অনুবাদ, তাফসীর এর পাশাপাশি উলুম কোর'আন বা কোর'আনের মূলনীতি গ্রন্থ মেজর বা আবশ্যকীয় সাব্জেক্ট হিসেবে পড়ানো হয় ।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

২.

আপনি যখন হাদিস স্টাডি করতে যাবেন, তখন ফার্স্ট লেভেলে অনুবাদ পঠনে মনযোগ দিবেন। পড়তে পড়তে এমন কিছু হাদিস সামনে আসবে, যার বাহ্যিক অর্থ আপনার বুঝে আসবে না। তখন বাধ্য হয়ে আপনাকে হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ পড়তে হবে । প্রতিটা হাদিসের ব্যাখ্যা অধ্যায়ন শেষ উক্ত হাদিসের মান ইত্যাদি নিয়ে বেশ পর্যালোচনা আসবে। সেগুলা আবার আপনার বুঝতে চরম কঠিনতা পোহাতে হবে। তখন আবার আপনাকে " উলুমুল হাদিস " বা হাদিসের মূলনীতি গ্রন্থ পড়তে হবে।

অর্থাৎ, আপনি যদি হাদিসে পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণ করতে চান, তাহলে হাদিসের অনুবাদের পাশাপাশি হাদিসের ব্যাখ্যাও জানতে হবে। সর্বশেষ, পরিপক্বতার জন্য হাদিসের মূলনীতি ও সমহারে জানতে হবে। নতুবা, হাদিসের মান যাচাই-বাছাই ও পরস্পর বিরোধপূর্ণ বিষয়ে অগ্রাধিকার কায়দা না জানার কারণে ভুলভ্রান্তি চলে আসতে পারে। এজন্য প্রতিটা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে "হাদিস ডিপার্টমেন্ট " হাদিসের ব্যাখ্যার পাশাপাশি উলুমুল হাদিস বা হাদিসের মূলনীতি নামে একটা সাব্জেক্ট বাধ্যতামূলক রাখে।

৩.

আপনি যদি এবার ফিকাহ বুঝতে চান, তাহলে নির্ধারিত কোন মাজহাবের বা চার মাজহাবের মোকারান এর পাঠ্যপুস্তক পড়তে হবে। ফিকাহ অধ্যায়ন কালে আপনি যখন প্রতিটা মাজহাবের দালিলিক পর্যালোচনা পড়বেন, তখন দেখবেন অনেক কথা চলে আসছে, যা আপনি আগে জানেন নাই। তখন বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হবে উসুলুল ফিকাহ বা ফিকাহের মূলনীতিতে (এযাবৎ আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন সাব্জেক্ট মনে হয়েছে) । একজন ইমাম যখন কোন দলীলের তারজীহ দেন, তখন তিনি উসূল বা মূলনীতিকে সামনে রেখেই দেন।

অর্থাৎ, আপনি যদি ফিকাহ এর পরিপূর্ণ জ্ঞান

পেতে চান, তাহলে মাসালা-মাসাইল পাঠের পাশাপাশি উসুলুল ফিকহ বা ফিকাহের মূলনীতি বুঝতে হবে। নতুবা, একজন ইমাম কোন মূলনীতির ভিত্তিতে তিনি দালিলিক আলোচনা করলেন, তা বুঝতে পারবেন না। আর না বুঝার কারণে মনে করবেন যে, আবু হানীফা রাঃ এখানে ভুল করেছেন!! আবু হানীফার কাছে হাদিস'ই পৌঁছেনি!! আবু হানীফা তো হাদিস'ই জানতেন না!! এক্সেট্রা....

এজন্য, প্রতিটা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিকাহ ডিপার্ট্মেন্টে মাসালা-মাসাইল এর পাশাপাশি উসূলুল ফিকহ বা ফিকাহের মূলনীতি বাধ্যতামূলক পড়ানো হয়। আমাদের ডিপার্টমেন্টে তো পুরা বিশ্ববিদ্যালয় লাইফ'ই এই সাব্জেক্ট পড়ায় !

৪.

এবার আপনার কোর'আন, হাদিস ও ফিকাহ অধ্যায়ন সব শেষ। ইচ্ছা জাগলো, আপনি মুফতি হতে চান। তখন আপনার জন্য উপরোক্ত কোর'আন, হাদিস ও ফিকাহের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আরো গুরুত্বপূর্ণ দু'টা মানদণ্ড আয়ত্ত করতে হবে।

তা হলো -

ক. কাওয়াইদে ফিকহিয়া (قواعد الفقهية) বা ফিকহার নিয়মাবলি ভালো করে আত্মস্থকরণ করতে হবে। কারণ, বিশেষায়িত নিয়মের ভিত্তিতে অনেক মাসালার সমাধান করা হয়।

খ. মাক্বাসিদে শার'ঈয়াহ (مقاصد الشريعة) বা শারীয়ার উদ্দেশ্যনিহীত কথা নিয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা থাকতে হবে। নতুবা, সমসাময়িক যে কোন বিষয়ে ফতোয়া দিয়ে আপনাকে দুর্বোধ্য পোহাতে হবে।

মোদ্দাকথায়, একজন বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ মুফতী হতে হলে আপনাকে কোর'আন, হাদিস ও ফিকাহের জ্ঞানের পাশাপাশি উপরোক্ত দু'টি বিষয় তথা " কাওয়াইদে ফিকহিয়া ও মাকাসিদে শারীয়া " সম্পূর্ণ জানতে হবে। এজন্য প্রতিটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিকাহ বা ইফতা বিভাগে কোর'আন, হাদিস, ফিকাহের পাশাপাশি উপরোক্ত দু'বিষয় মেজর সাব্জেক্ট হিসেবে পড়ানো হয়।

৫.

ফতোয়া দিতে তার অন্যতম শর্ত হলো - মাক্বাসিদে শারীয়াহ জানতে হবে। কেবল, পূর্বেকার ইমামদের মাসালা বলে দেওয়ার নাম'ই ফতোয়া না।

বরং, পরিস্থিতি বিবেচ্যে মাকাসিদে শারীয়াকে সামনে রেখে কোর'আন-হাদিসের দালিলিক আলোচনার নাম'ই ফতোয়া।

যারা এক্সট্রিম মাজহাব অনুসরণ করেন, তারাও কখনো কখনো আপন মাজহাবের মত থেকে সরে আসতে হয়। কারণ, পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় এমন সিদ্ধান্তে যেতে হবে। তবে একমাত্র উদ্দেশ্য হয় ____ মাকাসিদুশ শারীয়া বা শারীয়ার উদ্দেশ্যকথা।

শেষ পর্বে, মাকাসিদে শারীয়াহ নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। আমাদের দেশে এই বিষয়ে অনবিজ্ঞ থাকার কারণে অনেকেই এমনভাবে ফতোয়া দেন যে, সাথে সাথে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। বস্তুত, মাকাসিদে শারীয়াহকে সামনে রেখে ফতোয়া দিলে কখনো এমন বিতর্ক সৃষ্টি হতো না।

মাকাসিদে শারীয়াহ কি ? মাকাসিদে শারীয়ার প্রয়োজনীয়তা কি ? এই দু'টি বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করে লেখাটি সমাপ্ত করবো ইনশা আল্লাহ।

ক. মাকাসিদে শারীয়াহ কি ?

ইবনে রাজাব রাঃ বলেন - শরীয়ত প্রণেতা যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে হুকুম-আহকাম আরোপ করেছেন, তাই হচ্ছে মাকাসিদে শারীয়া। (১)

ইমাম শাতিবী রাঃ বলেন - সর্বসম্মত যে, শারীয়ত আমাদের উপর যে হুকুম-আহকাম আরোপ করেছে, তার একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। আর তা হলো, আমাদের ব্যাপক উপকার সাধন (ইহকাল-পরকাল) । আর এটাই হচ্ছে মাকাসিদে শারীয়াহ। (২)

খ. মাকাসিদে শারীয়াহ প্রয়োজনীয়তা কী ?
ইমাম শাতিবী রাঃ বলেন - মানুষ যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, সে শারীয়াতের প্রতিটা ক্ষেত্রে শারে বা শরীয়ত প্রবেণতার উদ্দেশ্যকথা বুঝতে পারে,

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

প্রত্যেকটা হুকুম-আহকাম এর পিছনের রহস্য উদঘাটন করতে পারে। তাহলে সে এমন একটা গুণ অর্জন করলো, যার দ্বারা সে ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে রাসূল সাঃ এর প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। (৩)

এছাড়াও মাকাসিদে শারীয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ড. ফায়সাল বিন সাউদ (হাফিজাহুল্লাহ) তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ (علم مقاصد الشريعة الإسلامية) তে উল্লেখ করেন -

→ এটা এমন একটা ইলম যে, যার থেকে কখনো একজন মুজতাহিদ কিংবা মুফতি অমুখাপেক্ষী হতে পারেন না। কারণ, মুজতাহিদ কিংবা মুফতি তার ইজতেহাদের ক্ষেত্রে মাকাসিদে শারীয়াকে সামনে রাখতে হয়।

আর মাকাসিদে শারীয়াকে ঘিরেই ফতোয়া দিতে হয়। শারীয়ার খেলাফ মেজাজ কোন কথা কখনো গ্রহণযোগ্য না।

→ এটা এমন একটা ইলম , যারা দ্বারা প্রতিটা দালিল-আদিল্লার বাস্তবতা জানা যায়, উদ্দেশ্য বুঝা যায়। বিশেষত, বিরোধপূর্ণ বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে মাকাসিদে শারীয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য ।

→ এটা এমন একটি জ্ঞান , যার দ্বারা একজন ফিকাহ বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকের ফিকহী অভিজ্ঞতা দৃঢ় ও মজবুত হয়।

→ এটা এমন একটি জ্ঞান , যার দিকে প্রত্যেক বিচারক / প্রশাসক / অভিভাবক প্রত্যাবর্তন করতে হয়। কারণ, তারা বিচার কার্যকালে মাকাসিদে শারীয়াহকে সামনে রেখে আম-মুফসিদাহ বাতিল করে আম-মুসলিহাহ প্রতিষ্ঠা করতে হয় ।

→ এটা এমন একটা ইলম , যার দ্বারা আল্লাহর উপর ইয়াকীন-বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বুঝা যায়। (৪)

এছাড়াও, মাকাসিদের শারীয়া আরো বেশ কিছু প্রয়োজনীয়তা ও উপকারীতা তুলে ধরেন, যার থেকে একজন দ্বীনি লেভেলের শিক্ষক-শিক্ষার্থী কখনো অমুখাপেক্ষী হতে পারেন না। বিশেষত, যারা দাওয়াতি ময়দানে কাজ করেন এবং

সমাজে ফতোয়া বিস্তার করেন, তাদের জন্য মাকাসিদে শারীয়া পড়া কাল-ফারজ। যা না পড়লে নয়!

খিতামাল মিসক, দীর্ঘ আলোচনা পড়ে অনেকে বিব্রত হয়ে বলতে পারেন যে, দ্বীন সহজ। বাংলা অনুবাদ আর এপলিকেশন এর মাধ্যমে হাদিস পড়লেই তো ফতোয়া দেওয়া যায়। এসব আবার কী ? রাসূল তো কোর'আন-হাদিস মানতে বলেছেন। এসব নয় ?

ভাইদের একটা কথা বলবো, বক্ষমান লেখায় যেসব বিষয়ের আলোচনা এসেছে, তার একটাও কোর'আন-হাদিসের বাহিরা কিছু নয়। বরং, কোর'আন-হাদিসকেই পরিপূর্ণ জ্ঞানে বুঝতে এতোসব আয়োজন। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান !

---

(১) মুনতাহাল উসুলি ওয়াল আমালে ১৮৪

(২) আল-মুওয়াফাকাত ১৩৯

(৩) আল-মুওয়াফাকাত ১০৬

(৪) মাকাসিদে শারীয়াহ ৫৪

২০) সালাফদের মধ্যে যারা এক দিনে কোর'আন খতম করেছেন,তাদের সংক্ষিপ্ত একটা লিস্ট -

- عثمان بن عفان
- ابن مسعود
- عبدالله بن عمرو
- معاذ بن جبل
- تميم الداري
- مجاهد بن جبر
- سعيد بن المسيب
- سعيد بن جبير
- عطاء بن السائب
- الأسود بن يزيد
- النخعي

- يحيى القطان

- أبو حنيفة

- الشافعي

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

- البخاري

(তাহজীবুল কোর'আন দৃষ্টব্য)

সালাফদে অন্যতম একটা বড় আমল ছিলো পবিত্র কালামুল্লাহ শারীফ তিলাওয়াত করা। আর 'রমজান' মাসে তো কোন বিকল্প কথাই নাই। পুরা রমজানই কোর'আন তিলাওয়াতে কাটিয়ে দিতেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক সালাফ'ই কোর'আন তিলাওয়াতে এগিয়ে ছিলেন। তবে বিশুদ্ধ সূত্রে উপরে বর্ণিত সালাফগণ এক দিনে কোর'আন খতম করার কথা রয়েছে।

শেষ কথা, তাঁরা ইলম-আমল ও সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে ছিলেন। আমরা তাদের অনুসারী হিসেবে ইলমে পাল্লা না দিতে পারলেও আমলে চেষ্টা করতে পারি। বিশেষত, আসন্ন রমজানে কোর'আন তিলাওয়াতকে লাজিম করে নেই।

আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দান করুক!

২১) আল-কোর'আনের যুগ শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার যারা তারা কে কোন তাফসীর লিখেছেন এবং কে কোন মাহহাবের অনুসারীঃ

.

আজকে আপনাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য শেয়ার করতে চাই, যা আমাদের প্রত্যেকের জানা থাকা একান্ত কর্তব্য । আল্লাহ তা'লার মনোনীত ও সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় ধর্ম - ইসলাম, যা আমাদের রাসূল সাঃ এর উপর অবতীর্ণ কোর'আনে কারীমের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

সেই মহাগ্রন্থ আল-কোর'আনের যুগ শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার যারা, তারা কে কোন তাফসীর লিখে গিয়েছেন এবং প্রত্যেকে স্বতন্ত্র কোন মাজহাবের অনুসারী ছিলেন তা আজকের পোস্টে উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ !

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

[[ব্রেকেটে তাদের তাফসির গ্রন্থনাম দেওয়া হলো]]

→ যে সকল মুফাসসিরগণ " হানাফী মাজহাবের " অনুসারী ছিলেন -

[[বয়সানুপাতে সিরিয়াল দেওয়া হলো]]

১. ইমাম আবু বাকর আল-জাসসাস -৩৭০
(তাফসিরুল জাসসাস)

২. ইমাম নসর ইবনে মুহাম্মাদ - ৩৭৩
(তাফসিরে সমরকন্দি)

৩. ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ - ৭০১
(তাফসিরে নাসাফী)

৪. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মুস্তাফা - ৯৫২
(তাফসিরে আবিস সাউদ)

৫. ইসমাঈল হাক্কী - ১১২৭ (রুহুল বায়ান)

৬. কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি - ১২২৫
(তাফসিরে মাজহারী)

৭. শিহাবুদ্দীন মাহমুদ আলুসী - ১২৭০ (রুহুল মা'আনী)

৮. আশরাফ আলী থানবী - ১৩২৬ (বায়ানুল কোর'আন)

৯. মুফতী মুহাম্মাদ শফী - ১৩৯৬ (মা'আরিফুল কোর'আন)

১০. ইদ্রীস কান্দলভী - ১৩৯৪ (মা'আরিফুল কোর'আন)

→ যে সকল মুফাসসিরগণ " শাফেয়ী মাজহাবের " অনুসারী ছিলেন -

১. ইমাম তাবারী - ৫০৪ (তাফসিরে তাবারী)

২. হুসাইন বাগাবী - ৫১০ (তাফসিরে বাগাবী)

৩. ইমাম রাজী - ৬০৬ (তাফসীরে কাবীর)

৪. ইমাম বায়জাবী - ৬৮৫ (তাফসীরে বাইযাবী)

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ - ৭৪১ (তাফসীরে খাযেন)

৬. ইসমাইল ইবনে আমের আদ্দামেশকী - ৭৭৪ (তাফসিরে ইবনে কাসীর)

৮. জালালুদ্দীন মাহাল্লী - ৮৬৪ (তাফসীরে জালালাইন)

৯. জালালুদ্দিন সুয়ূতী - ৯১১ (জালালাইন ও আদ্দুর-রুল মানসূর)

১০. মুহাম্মাদ ইবনে শিবরীন - ৯৭৭ (তাফসীরে খাতীব)

→ যে সকল মুফাসসিরগণ " মালেকী মাজহাবের " অনুসারী ছিলেন -

১. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আন্দালুসী - ৫৩৪ (আহকামুল কোর'আন)

২. আব্দুল হক্ব ইবনে গালেব - ৫৪৬ (তাফসীরে ইবনুল আতিয়্যাহ)

৩. আব্দুর রাহমান আস-সা'লাবী - ৮৭৬ (আল-জাওয়াহিরুল হিসান)

৪. ইমাম কুরতুবী - ৬৭১ (তাফসিরে কুরতুবী)

৫. মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আন্দালুসী - ৭৪৫ (আল-বাহরুল মুহীত)

→ যে সকল মুফাসসিরগণ " হাম্বলী মাজহাবের " অনুসারী ছিলেন -

১. ইমাম ইবনে আদেল আবী হাফস - ৮৮০ (তাফসিরুল লুবান ফী উলুমীল কোর'আন)

২. ইবনে রাজাব হাম্বলি - ৭৫৯ (তাহকীকু তাফসিরিল ফাতীহাহ)

সম্মানিত পাঠক,

আমরা তারীখুশ শারীয়া বা ইসলামী শারীয়ার ইতিহাস পাঠ করলে পাই যে, কোর'আনে কারীমের প্রখ্যাত মুফাসসিরগণ কোন না কোন মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। এবং ইতিহাস থেকে তাও জানতে পারি যে, অধিকাংশ তাফসীর গ্রন্থ প্রণেতা হানাফী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন।

শেষকথা, উপরোক্ত প্রত্যেকটা তথ্যের যথোপযুক্ত সূত্র আছে এবং অধিকাংশ মুফাসসিরগণ নিজেদের মাজহাবের ব্যাপারে প্রসিদ্ধতা রয়েছে। সুতরাং, আশাকরি এ নিয়ে কারো কোন সন্দেহ থাকার কথা না। তদুপরি, তাহকীকে কারো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে অনুগ্রহকরে জানাবেন। ইনশাআল্লাহ , কারেকশন করে নিবো।

আলহামদুলিল্লাহ !

আমি একজন ক্ষুদ্র তালীবে ইলম হিসেবে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করি এ জন্য যে, সালফে সালিহীনের প্রকৃত পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বীকৃত কোন এক মাজহাবের মূলনীতিতে আছি, যা আজকের সমাজে অনেকেই দেখা যায় বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে চলছেন। অথচ, আফসোসের কথা হচ্ছে - উম্মাহের শ্রেষ্ঠ মনীষাগণ মাজহাবের অনুসরণ নিয়ে দ্বিধা না করলেও কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ের অল্পবিদ্যার কিছু মুসলিম মাজহাব নিয়ে তুলকালাম করছেন। আল্লাহ সবাইকে হেদায়ত দান করুক!

২২) রাসূল সাঃ " আহলুস সুন্নাহ " হতে উৎসাহিত করেছেন ; " আহলুল হাদীস " হতে নয়ঃ

শিরোনাম বলে দিচ্ছে দু'টি পরিভাষা - হাদিস ও সুন্নাহ।

এ দু'টি টার্ম হাদিস শাস্ত্রের খুব প্রাথমিক লেভেলের ও প্রসিদ্ধ দু'টি নাম। আশাকরি, সকলের মৌলিকভাব এ নিয়ে মোটামুটি জানাশোনা আছে।

তদুপরি, মূল বিষয়টি ফুটিয়ে তুলার সুবিধার্থে আমি প্রথমে হাদিস ও সুন্নাহ এর মাঝে মৌলিক পার্থক্য তুলে ধরছি -

→ হাদীস

রাসূল সাঃ এর প্রতিটা কথা, কাজ ও মৌন স্বীকৃতিকে হাদীস বলে। হাদিসের মৌলিক দু'টা বৈশিষ্ট্য -

১. চাই সেটা রাসূল সাঃ এএ জন্য একক নির্দিষ্ট বিষয় হোক (যেমনঃ একাধীক বিবাহ) কিংবা উম্মাহের জন্য পালনীয় বিষয় হোক।

২. চাই সেটা মানসুখ (রহিত হুকুম) বিষয় হোক, কিংবা নাই হোক। সবগুলাকে হাদীস বলে।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

→ সুন্নাহ

রাসূল সাঃ এর প্রতিটা কথা, কাজ ও মৌন স্বীকৃতিকে সুন্নাহ বলে। তবে সুন্নাহের ভিন্ন দু'টা মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে -

১. এমন বিষয় হতে হবে, যা রাসূল সাঃ এর জন্য নির্দিষ্ট ছিলো না, বরং উম্মাহের জন্য পালনীয়ও ছিলো।

২. এমন বিষয় হতে হবে, যা রাসূল সাঃ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার উপর আমল করে গিয়েছেন। অর্থাৎ, এমন বিষয় হলে হবে না, যা রাসূল সাঃ প্রথমে আমল করেছেন, পরে আবার বাদ দিয়ে দিয়েছেন। এক কথায়, বিষয়টা মানসুখ (রহিত হুকুম) হতে পারবে না।

মোদ্দাকথায়, উপরের আলোচনা থেকে আমরা দু'টা বিষয় জানতে ও বুঝতে পারলাম -

১. হাদিস ও সুন্নাহ প্রায় একই । তবে সকল হাদিস উম্মাহের জন্য পালনীয় না। তবে প্রত্যেক সুন্নাহ উম্মাহের জন্য পালনীয়।

২. প্রত্যেক সুন্নাহই হাদীস, তবে প্রত্যেক হাদিস সুন্নাহ নয়। হাদিস হবে আ'ম (ব্যাপক) আর সুন্নাহ হবে খাস (নির্দিষ্ট) বিষয় ।

এবার চলে আসি মূল কথায় -

অত্যন্ত সম্মানের সাথে আমাদের দেশের শ্রদ্ধেয় ' আহলে হাদীস ' মতাদর্শী ভাইদের প্রসঙ্গে বলছি। তাঁরা নিজেদেরকে ' আহলুল হাদীস ' নামে ভূষিত করতে পছন্দ করেন। কারণ, তাদের দাবী -

" তারা সর্বক্ষেত্রে রাসূল সাঃ এর বিশুদ্ধ হাদীসের উপর আমল ও পালন করেন। সে'জন্য তাঁরা আহলুল হাদীস "

বিষয়টি চমৎকার ! মোটেও খারাপ কোন দিক না। তবে ছোট্ট একটা জায়গায় খটকা লেগে যায়। আমরা উপরের বিশুদ্ধ আলোচনা থেকে জেনেছি যে, রাসূল সাঃ এর প্রতিটা হাদিস আমাদের জন্য পালনীয় নয় ; বরং প্রত্যেকটা সুন্নাহ পালনীয় ।

যেমনঃ - দু'টা উদাহরণ দেই

১. ইফতার না করে ধারাবাহিক রোজা রাখা। এটাও একটা হাদিস ; তবে সুন্নাহ নয়। কারণ, এটা রাসূল সাঃ এর জন্য খাস ছিলো। উম্মাহের জন্য বৈধ নয়।

২. চারের অধিক বিবাহ করা। এটাও হাদিস ; তবে সুন্নাহ নয়। কারণ, চারের অধিক বিবাহ কেবল রাসূল সাঃ এর জন্য খাস ছিলো। উম্মাহের জন্য বৈধ নয়।

আশাকরি এবার স্বাবলীল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও অকাট্য যুক্তি থেকে বুঝতে পেরেছেন যে, যে কোন মুসলিম সকল ' সুন্নাহ ' পালন করতে পারে। তবে সকল ' হাদিস ' পালন করতে পারে না।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

অতএব, একজন মূমীন-মুসলমান সকল সুন্নাহ পালনের বৈধতা নিয়ে সে " আহলুস সুন্নাহ " হতে পারে , তবে " আহলুল হাদীস " হতে পারে না। যেহেতু, রাসূল সাঃ এর সকল হাদিস উম্মাহের জন্য পালনীয় না।

(মুহাদ্দিসীনদেরকেও আহলুল হাদিস বলা হয়, তবে তারা হাদীসের পারদর্শী হিসেবে ; আমলকারী হিসেবে নয়। তারা রাসূলের হাদিস-সুন্নাহ সব নিয়ে গবেষণা করতেন। তাই তাদেরকে আহলুল হাদিস বলা হয়)

আসুন !

এবার জেনে নেই যে, রাসূল সাঃ হাদিস পালনে নাকি সুন্নাহ পালনে উৎসাহিত করেছেন -

১. মুসলিম শরীফের হাদিস, রাসূল সাঃ এরশাদ করেন - " তোমরা যদি তোমাদের নবীর সুন্নাহ তরক করো, তাহলে নিশ্চিত গোমরাহ হবে "
(মুসলিমঃ২৫৭)

২. আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ এরশাদ করেন - " ছয় ব্যক্তির উপর আমি লা'নত করেছি। আল্লাহ তা'লা ও সকল সকল নবী লা'নত করেছেন। তন্মধ্যে এক শ্রেণী হলো - যারা আমার সুন্নাহকে তরক করে। "
(তিরমিজীঃ ২১৪৫)

৩. রাসূল সাঃ বলেন - " তোমরা আমার সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আকড়ে ধরো। " (আবু দাউদঃ ৪৬০৭)

৪. রাসূল সাঃ বলেন - " যে আমার সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করলো, সে আমাকে মহব্বত করলো। আর যে আমাকে মহব্বত করলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (তিরমিজিঃ ২৬৭৮)

৫. রাসূল সাঃ বলেন - " উম্মাহের বিপর্যয়ের সময় যে আমার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে, সে একজন শহীদের সওয়াব পাবে। " (মুজমা'উল আওয়াসাতঃ ৫৪১৪)

৬. রাসূল সাঃ বলেন - " সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে রাখা বিদ'আত উদ্ভাবন করা থেকে উত্তম। "
(মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২০২)

৭. রাসূল সাঃ বলেন - " আমার মৃত্যুর পর, যে আমার কোন সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করবে আর ঐ সুন্নাহের উপর যারা আমল করবে, সে তাদের সম পরিমাণ সওয়াব পাবে। "
(তিরমিজিঃ ২৬৭৭)

প্রিয় পাঠক,

আরো অসংখ্য-অগণিত হাদীস আছে, যেখানে রাসূল সাঃ সুন্নাহ পালনে ও আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করেছেন। যেহেতু সকল হাদীস আমাদের জন্য পালনীয় না ; তাই আমাদের জন্য " আহলুল হাদীস " বলা এতোটা মানায় না । বরং " আহলুস সুন্নাহ " বলা একদম যুৎসই ও যথাযথ । কারণ, আমরা সকল সুন্নাহ মানতে বাধ্য।

শেষ করছি একটা কথা দিয়ে, রাসূল সাঃ এর বিশুদ্ধ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, এই উম্মাহ তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। তবে একটা দল কেবল জান্নাতে যাবে। আর তা হলো - যারা আহলুস সুন্নাহ ছিলো।

চলুন, আমরাও সকল চিন্তা-মতাদর্শের উর্ধে গিয়ে - আহলুস সুন্নাহ হই। নাজাত প্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হই। আল্লাহ তা'লা সবাইকে সঠিক আহলুস সুন্নাহ এর মতাদর্শি হওয়ার তাওফীক দান করুক !

ওয়াল্লাহু আ'লাম বিস-সাওয়াব!

২৩) অনেক ভাই আছেন, যারা খিয়ার ফিল মাজহাব বা মন চাহিদা নির্ভর - যখন যে মাজহাব ইচ্ছা ; সেটাই মানেন।

অর্থাৎ, যে মাজহাবের মাস'আলাটা নিজের অবস্থার অনুকূলে হয়, তখন সে মাজহাবের মাস'আলাকেই গ্রহণ করেন। তাদের বেহাল দশা সাদৃশ্য একটা বর্ণনা নিয়ে আজকের পোস্ট।

অনেকেই বলে থাকেন, চার মাজহাব সত্য। তাহলে যে এক সাথে চার মাজহাব বা যখন যেটা ইচ্ছা, সেটা মানলে অসুবিধা কোথায়? চার মাজহাবই তো সত্য !

স্পেশালি, আমি নিজে এই প্রশ্নের অনেক সম্মুখীন হয়েছি। যারা প্রশ্ন করেছিলেন, তাদের সবাইকে জাস্ট বলেছিলাম - প্রত্যেক মাজহাবের মূলনীতি ও মাস'আলা বর্ণনার প্যাটার্ন ভিন্ন। আপনি একাধিক মাজহাব একই সঙ্গে অনুসরণ করতে গেলে অনেক সময় আমল নিয়ে বিপকে পড়তে হবে বা আমল নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে।

আজকের পোস্টে সেটাই বুঝাতে চাইবো যে, এক সাথে দু'মাজহাব বা সুবিধাজনক মাস'আলা অনুসরণ করলে কিভাবে আমল নষ্ট হয়ে যায় -

ধরুন, আলোচনাটা হোক হানাফী ও শাফেয়ী মাজহাবদ্বয়ের ভিন্ন দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে -

শুরুতেই দু'টা মাসআ'লা উল্লেখ করে নেই -

১. শীতের দিনে কারো গায়ে থেকে রক্ত ঝরালে ওজু ভঙ্গ হবে কি না হানাফী মাজহাবের মতে ওজু ভেঙ্গে যাবে। শাফেয়ী মাজহাবের মতে ওজু ভঙ্গ হবে না।

২. কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ যদি গাইরে মাহরাম মহিলাকে পর্দা ছাড়া স্পর্শ করে তাহলে তার ওজু ভঙ্গ হবে কি না হানাফী মাজহাব মতে ওজু ভঙ্গ হবে না। শাফেয়ী মাজহাব মতে ওজু ভঙ্গ হবে।

এবার ধরুন,

একজন সুবিধাজনক ব্যক্তি, যিনি সবসময় সব মাজহাব থেকে সহজ ও অনুকূলে মতের উপর আমল করতে চান। উনার যদি শীতের দিনে কখনো গায়ে থেকে রক্ত ঝরায়, তাহলে তিনি সুবিধাজনক হিসেবে শাফেয়ী মাজহাবের মত গ্রহণ করে বলবেন আমার ওজু ভঙ্গ হয় নাই। এ ক্ষেত্রে হানাফী মাজহাব অনুসরণ করবেন না, কারণ হানাফী মত গ্রহণ করলে শীতের দিনে ওজু পূণরায় করতে হবে!

উনি পরক্ষণেই ভুলে কিংবা যেভাবে হোক - পর্দা ছাড়া কোন গাইরে মাহরাম মহিলাকে স্পর্শ করলেন। এবার চিন্তা করলেন যে, এই অপরাধে ওজু ভঙ্গ হয়ে গেলো কি না? চিন্তা করে দেখলেন, হানাফী মাজহাবের মতে তো এমতাবস্থায় ওজু ভঙ্গ হবে না। তাই হানাফী মত গ্রহণ করলেন। আর শাফেয়ী মত পরিত্যাগ করলেন। কারণ, শাফেয়ী মত গ্রহণ করলে তাঁকে পূণরায় ওজু করতে হবে।

লোকটি প্রথম মাস'আলা তথা রক্ত ঝরার ইস্যুতে শাফেয়ী মত গ্রহণ করেছেন এবং দ্বিতীয় মাস'আলা তথা গাইরে মাহরাম মহিলাকে স্পর্শ করার ইস্যুতে হানাফী মত গ্রহণ করেছেন।

অর্থাৎ, দু'টা পৃথক মাস'আলায় দু'টা ভিন্ন মাজহাবের নিজের সুবিধার মতটা গ্রহণ করেছেন। ফলে উনার আর ওজু করতে হয়নি। রক্ত ঝরা এবং গাইরে মাহরাম স্পর্শ করা সত্ত্বেও নতুন ওজু না করে এমতাবস্থায় নামাজ আদায় করলেন।

নামাজ আদায় করে উনার স্মরণে এলো যে, নামাজ তো পড়ে নিলাম। তবে এবার দু'জন হুজুরকে জিজ্ঞেস করে নেই - আমার নামাজ হলো কি না ?

→ প্রথমে চলে গেলেন হানাফী মাজহাবে দীক্ষিত একজন মুফতির কাছে, গিয়ে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা দিলেন -

মুফতি সাহেব ফতোয়া দিলেন - আপনার নামাজ হয় নাই। কারণ, শরীর থেকে রক্ত ঝরালে ওজু ভঙ্গে হয়ে যায়। আপনার ওজু নামাজের পূর্বেই ভঙ্গ হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি নতুন ওজু করেন নাই। ফলে, আপনি ওজুবিহীন নামাজ আদায় করেছেন। আর ওজুবিহীন নামাজ কখনো হয় না।

হানাফী মুফতির কাছে নিরাশ হয়ে চলে গেলেন ,,,,,

→ শাফেয়ী মাজহাবে দীক্ষিত ও পান্ডিত্বপূর্ণ একজন মুফতি সাহেবের কাছে। গিয়ে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা দিলেন -

শাফেয়ী মাজহাবের মুফতী ফতোয়া দিলেন - আপনার নামাজ হয় নাই। কারণ, আপনি ওজু অবস্থায়

গাইরে মাহরাম মহিলাকে স্পর্শ করেছেন। আর এই স্পর্শের কারণে আপনার ওজু ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু, আপনি নামাজের পূর্বে নতুন ওজু করেন নাই। আর ওজু ছাড়া নামাজ কখনো হয় না।

বেচারা সুবিধাবাদী লোক অবস্থার শিকার হয়ে চরম একটা ধাক্কা খেয়ে ভাবলেন -

গ্রামে-গঞ্জের ময়-মুরব্বীয়ান ঠিকই বলেন - একসাথে দুই নৌকা ছড়তে গেলে মাঝখানে ডুবে মরতেই হয়।। এক সাথে সকল মাজহাবের সুবিধা ভোগ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কারো কাছে আমার ঠাই হলো। কোন মাজহাবের মতেই বুঝি আমার নামাজ হলো না! হায় আল্লাহ!! এবার যাই কই ?

যাইহোক,

প্রিয় ভাইয়েরা!

আলোচিত বিষয়টি দলিল-আদিল্লা সহ পেশ করলে অনেক লম্বা লেখার দরকার।

তাই আকার-ইঙ্গিতে অতি সংক্ষেপে বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করলাম। আশাকরি, সুবিধাজনক বা যখন যে মাজহাব ইচ্ছা ; সে মাজহাব মানার চেষ্টা করবেন না। মাজহাব মানলে একটা মাজহাবকেই পূর্ণাঙ্গভাবে মানবেন।

না মানলে টুটালি আহলে হাদীস মতাদর্শ মানবেন। কিন্তু, মাজহাব মানার নামে নতুন আরেকটা পথ - খেয়ার ফীল মাজহাব বা মাজহাবে স্বেচ্ছাচারীতা আবিস্কার করবেন না।

একটা কথা দিয়ে শেষ করছি -

এভাবে খেয়ার ফীল মাজহাব বা যখন যেটা ইচ্ছা, সেটা মানা যাবে কি না এরকম একটা প্রশ্ন একদিন আমাদের ক্লাসে একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করেছিলো -

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ ফিকা'হের শায়খ, শারীয়া বিভাগের উচ্চপদস্থ শিক্ষক ড. আল-বিলাদী হাফিজাহুল্লাহ স্পষ্ট করে বললেন যে, শারীয়াতে খেয়ার ফীল মাজহাব বা মাজহাবে যখন যেটা ইচ্ছা, সেটা মানার সুযোগ নাই।

মানলে সম্পূর্ণভাবে একটা মাজহাবের মূলনীতির আলোকে মাসালা-মাসাইল অনুসরণ করতে হবে।

ফতোয়াটার কোন দলীল নাই। ক্লাসে রেকর্ড বা অন্য কোন ব্যবস্থা নাই। তবে ক্লাসে আমার দেশী দুইজন সহপাঠী ছিলেন। তারা চাক্ষুষ সাক্ষী ও আমরা এখনো বিষয়টাকে মাঝেমধ্যে স্মরণ করি। তন্মধ্যে আমাদের প্রিয় Habibullah Al Mamun আল-মাদানী সাহেব ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন। আরেকজন ছিলেন, আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত হাফেজ - এহসান উদ্দীন নোমান ভাই। বারাকাল্লাহু ফীকুম!

২৪) স্থানীয়/ নিজ এলাকার নির্দিষ্ট মাযহাবকেই মানতে হবে, যদিও তা মারজুহ (তুলনামূলক কম গ্রহণযোগ্য) বা দুর্বল হয়-

((শায়খ আমের বাহজাত))

[সুবহানাল্লাহ ! অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পোস্টটি লিখেছেন --- মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় এর ডক্তরেট শিক্ষার্থী, শ্রদ্ধেয় মাসুম বিল্লাহ ফিরুজী ভাই]

→ যদিও এবিষয়ে অনেক লেখালেখি, বলাবলি হয়েছে।তবুও তাজা ইলম ফিল্ডে ছাড়ার মজাই আলদা।

গত শনিবার পিএইচডি স্তরের ছাত্রদের নিয়ে একটি ঘরোয়া প্রোগ্রাম ছিলো। আলোচক ছিলেন:

ফিকহ ও উসূলে ফিকহ বিষয়ক মদীনার প্রসিদ্ধ তরুণ আলেম শায়খ আমের বাহজাত -

((সহযোগী অধ্যাপক- তায়বা ইউনিভার্সিটি, শিক্ষক - মসজিদে নববীর হাই এডুকেশন ইনস্টিটিউট ও কিং আব্দুল আজীয ইউনিভার্সিটি, জেদ্দা))

ফিকহের আধুনিক মাস'আলা- মাসায়েল বিষয়ক আলোচনা চলছিলো। প্রাসঙ্গিক ভাবে একাধিকবার তাক্বলীদ বা নির্দিষ্ট মাযহাব মানার বিষয় কথা উঠে আসে। তখন শায়খ একাধিকবার নির্দিধায় বলেনঃ

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের এলাকার মাযহাব অনুসরণ করবে, যদিও তা দুর্বল বা মারজূহ হয়। নতুন বক্তব্য দিয়ে মানুষের মাঝে বিভেদ, সংশয় ও দ্বিধা সৃষ্টি করা জায়েয হবেনা"।

আর এটা যুগ যুগ ধরে চলে আসা লক্ষকোটি বিদগ্ধ হক্কানী আলেমদের ইজমা বা ঐক্যমত।তবুও যাঁদের হৃদয়ের জানালা বন্ধ, তাদের বন্ধ দুয়ার খুলবে কি কভু?

আসলে- সত্য উপলব্ধি করে হক্ক মেনে নেয়া, আর দলাদলিতে ডুবে থাকা কখনো এক জিনিষ নয়।

তাছাড়া কারো রিজিকের চাবি যদি কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা এজেন্ডার সাথে সম্পৃক্ত করে রাখা হয়, সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াও (এই অভাব ও ফেতনার যামানায়) দুষ্কর।

আরেকটা কথাঃ

বিশুদ্ধ বা সহীহ আক্বীদার দাবী করা, আর মাযহাব মানা- না মানা কিন্তু এক বিষয় নয়। দুটোকে একাকার করে জ্বল ঘোলা করার কোনো সুযোগ নেই।

আক্বীদা অবশ্যই কুর'আন-সুন্নাহ (সহীহ হাদীছের) আলোকেই হতে হবে। আর তার ব্যাখা হতে হবে আসলাফদের বুঝ অনুযায়ী।

মাসুম বিল্লাহ ফিরোজী

পিএইচডি গবেষক,

মদীনা ইউনিভার্সিটি, সৌদিআরব।

২৫) কে বলেছে মাদীনা ইউনিভার্সিটিতে মাযহাব নেই?

বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ মাদীনা ইউনিভার্সিটি যেখানে বিশ্বের ১৮০টি দেশের প্রায় ২০হাজার ছাত্র নিয়মিত পড়াশোনা করে। হানাফী,শাফেয়ী,মালেকী হাম্বলী,চার মাযহাবের ছাত্ররাই এখানে পড়াশোনা করে।

ইউনিভার্সিটির ফিকহ সিলেবাসে চারমাযহাবের কিতাবাদীর উপর বেশ গুরুত্বারোপ করা হয়। বিশেষত :যেহেতু সৌদিতে হাম্বলী ফিকহ/হাম্বলী মাযহাবের চর্চা বেশী তাই উক্ত মাযহাবের মাসায়েলের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।

মাদীনাসহ অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে ও ফিকহে হাম্বলী পড়ানো হয়। হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিকহের কিতাব রাওজুল মুরবী, ও তুলনামূলক চারমাযহাবের উপর বেদায়াতুল মুজতাহিদ"কিতাবটি মাদীনা ইউনিভার্সিটির পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত এবং অনার্স, মাস্টার্স সহ সকল বিভাগেই তা পড়ানো হয়।

এছাড়া চার মাযহাবের প্রসিদ্ধ চারটি মুতুন / মুলপাঠ কিতাবের হিফজের ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলো কেউ মুখস্থ করলে তার উপর সার্টিফিকেট ও দেয়া হয়।

আলহামদুলিল্লাহ আমি মাদীনায় এসেছি দুই বত্সর রানিং চলতেছে। কুল্লিয়াতুল হাদীস / হাদীসের উপর চার বত্সর মেয়াদী কোর্সে পড়াশোনা করতেছি।এপর্যন্ত কোন একজন উস্তাদকে ও মাযহাবের বিপরীতে কোন কথা বলতে শুনিনি।

সবাই মাযহাবের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও মাযহাবের গুরুত্ব নিয়েই কথা বলেন।

এবং একথা ও বলে দেন। তোমাদের যে দেশে যে মাযহাব প্রসিদ্ধ সেই মাযহাবের বিপরীতে ফতুয়া দিতে যাবেনা। কারণ চার মাযহাবই হক, এবং চার মাযহাবই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

আজকের ঘটনা -

আজ আমাদের হাদীস ডিপার্টমেন্টের

(مدخل الي الحديث التحليلي)হাদীস মুখস্তখর

এর ঘন্টায় আমাদের উস্তাদ সৌদি শায়েখ যিনি অত্যন্ত যোগ্য দক্ষ ও মুহাক্কিক আলেম।

তিনি বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস (انما الاعمال بالنيات)এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফিকহী এখতেলাফের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রায় দীর্ঘ আধা ঘন্টা আলোচনা করেন।

শেষ পর্যায়ে বলেন যে, নিয়তের মাসআলায় ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে বেশ এখতেলাফ রয়েছে, প্রত্যেকের দলীল উপস্থাপন করে তিনি হাম্বলী মাযহাব কে প্রাধান্য দেন।

এক পর্যায়ে তিনি বলেন: তোমরা বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে ইলম অন্বেষণ করতে এসেছে। কে কোন মাযহাবের হাত উচু করে একটু পরিচয় দাও ত দেখি। (আমাদের ব্যাচে আমরা বিভিন্ন দেশের নিয়মিত ৩০জন ছাত্র একসাথে পড়াশোনা করি।)

এবার শায়েখ বললেন তোমাদের মধ্যে কারা কারা হানাফী - হাত উচুঁ করো। একে একে ০৯জন ভাই হাত উচুঁ করে নিজেদের হানাফি বলে পরিচয় দিলেন ।

তারপর শায়েখ বললেন কারা কারা মালেকী মাযহাব হাত উচুঁ করো- একে একে ১২জন ভাই হাত উচুঁ করে নিজেদের মালেকী মাযহাবের বলে পরিচয় দেন।

এরপর বললেন এবার দেখি শাফেয়ী মাযহাব কারা হাত উচুঁ করো- ০৬জন ভাই হাত উচু করে তারা নিজেদের শাফেয়ী মাযহাবের বলে পরিচয় দেন।

সর্বশেষ বললেন এবার দেখিত হাম্বলী মাযহার কারা কারা হাত উচুঁ করো। চীনের এক ভাই হাত উচুঁ করে সে নিজেকে হাম্বলী মাযহাবের বলে পরিচয় দিল।

আমাদের ব্যাচের সর্বমোট ৩০ জনের মধ্যে

১/ হানাফী ০৯জন

২/মালেকী ১২ জন

৩/শাফেয়ী ০৬ জন

৪/হাম্বলী ০১ জন।

মোট ৩০জনের ২৮জনই কোন না কোন ফিকহী মাযহাবের অনুসারী। মাত্র দুজন ভাই হাত উচুঁ করেনি।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

শায়েখ ও তদের হাত উচুঁ না করাটি খেয়াল করেন নি, খেয়াল করলে হয়তো ধরতেন যে, তোমরা নিজেদের পরিচয় কেন গোপন করেছ ?

যাইহোক এরপর শায়েখ মাযহাবের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এবং বলেন যে, চার মাযহাবই সঠিক চার মাযহাবই হাদীসের উপর রয়েছে, তাদের মধ্যকার ইখতেলাফ হচ্ছে ইজতেহাদী এখতেলাফ।

যারা ইজতেহাদের মাক্বামে পৌছেগেছে তারা নিজেরা ইজতেহাদ করে আমল করবে। আর যারা ইজতেহাদের যোগ্যতা রাখেনা তারা অবশ্যই তাকলীদ করবে। তবে মাযহাবের নামে বাড়াবাড়ি সেটা ও কাম্য নয়।

তখন আমি উস্তাদ কে বললাম শায়েখ আমাদের দেশে ইদানীং কিছু লোক দেখা যাচ্ছে (যাদের কেউ কেউ আবার মাদীনা ইউনিভার্সিটির মুতাখাররিজ / ফারেগ) তারা নিজেদের আহলে হাদীস বলে পরিচয় দেয়।

এবং আমাদের দেশের স্বীকৃত হানাফী মাযহাবের বিপরীতে ফতুয়া দেয়। এবং তারা উম্মাহের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিভাজন সৃষ্টি করে, যেমন তারা :

আহলে হাদীস মসজিদ

আহলে হাদীস মাদ্রাসা

এমনকি কোথাও আহলে হাদীস কবরস্থান ও কায়েম করে উম্মাহের মধ্যে চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। একথা শুনে শায়েখ বললেন "ফিহি মুশকিলা" অর্থাৎ এদের মধ্যে সমস্যা রয়েছে।

এরপর শায়েখ সকল ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন পাকিস্তানসহ ভারতবর্ষে এই সমস্যাটা বেশি।

এখানে নিয়মিত মাযহাব ও লামাযহাব নিয়ে সংঘাত হয়। কোন অবস্থাতেই ইসলামের মধ্যে বিভাজন পারস্পরিক সংঘাত করা ঠিক নয়।

ক্লাস শেষে- যে দুইজন ভাই হাত উচুঁ করেনি তাদের একজন আলবেনিয়া থেকে এসেছে-

আমি তাকে বললাম ভাই !

শায়েখ যখন পরিচয় জানতে চাইলেন কে কোন মাযহাবের আপনি হাত উচুঁ করলেন না কেন?

সে বলল আমি আহলুস সুন্নাহ।

আমি বললাম এটি ত কোন মাযহাবের নাম নয়।

তার মানে তুমি কি বুঝাতে চাচ্ছ যে চার মাযহাব এরা কেউ আহলুস সুন্নাহ নয়।

সে সদুত্তর দিতে না পেরে সে বলল আমি সহীহ হাদীসের উপর আমল করি।

আমি বললাম তাহলে চার মাযহাবের সবাই কি হাদীসের বাইরে আমল করে?

উস্তাদ ত ক্লাসেই বলে দিলেন চার মাযহাবের সবাই ই হাদীসের উপর আমল করে, তাদের কেউ হাদীসের বাইরে নয়। আমার কথা শুনে কোন জবাব দিতে না পেরে সে একটু স্তম্ভিত হয়ে গেল।

আমি বললাম আচ্ছা এবার তুমি সত্যি করে বল তুমার দেশে কোন মাযহাব বেশী প্রসিদ্ধ ?

উত্তরে সে বলল -হানাফী।

আমি বললাম আলহামদুলিল্লাহ,

আমি তাকে বললাম ভাই একটি কথা শুনো পৃথিবীতে কেউ মাযহাবের বাইরে নয়। যারা বলে আমরা মাযহাব মানিনা তারা ও কিন্ত কোন কোন শায়েখের ফতুয়া অনুসরণ করে, অতএব সবাই মুকাল্লিদ।

সুতরাং স্বীকৃত মাযহাব ছেড়ে অন্য কোন পথে যাওয়া কে আমি বিপজ্জনক মনে করি।

কারণ মানুষ নফসের পুজারী হয়ে যায়।

লা মাযহাবের নামে আরো একাধিক মনগড়া মাযহাবের সৃষ্টি হয়। যা মোটেও কাম্য নয়। একথা শুনে সে আমাকে আফওয়ান /সরি বলে এখান থেকে কেটে পড়ে।

আজকের এই ঘটনা থেকে যা জানা /বুঝা গেল।

এবং মাদীনা ইউনিভার্সিটিতে যা শিক্ষা দেয়া হয়।

তা হল ......

১/মাদীনা ইউনিভার্সিটির অধিকাংশ/ প্রায় সকল স্কলার ই কোন না কোন মাযহাবের অনুসারী ভারতবর্ষীয় স্বল্পসংখ্যক বাদে

২/ মাদীনা ইউনিভার্সিটির পাঠ্যসূচিতে ফিকহে হাম্বলী ও চার মাযহাবের উপর বেদায়াতুল মুজতাহিদ কিতাব পড়ানো হয়।

৩/উস্তাদগণ মাযহাবের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

৪/ মাযহাবের নামে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন।

৫/ এখানে শিরক ও বেদাতমুক্ত বিশুদ্ধ আকীদা পাঠদান করা হয়।

৬/ যাদের ইজতেহাদের যোগ্যতা আছে তাদের ইজতেহাদ করতে বলা হয়। আর যাদের নেই তাদের কে তাকলীদ করতে বলা হয়।

৭/ নিজ দেশের স্বীকৃত মাযহাবের বিরুদ্ধে না যেতে ও বিরোধী ফতুয়া না দিতে শিক্ষা দেয়া হয়।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

৮/ইসলামের নামে নতুন করে দল উপদল সৃষ্টি না করতে বলা হয়।

৯/ এখানে কোরআন ও সহীহ সুন্নাহর উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।

১০/ সর্বোপরি দ্বীনি কাজে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে বিরত থাকতে বলা হয়।

আল্লাহ্ আমাদের সবাই কে উপরোক্ত সকল বিষয়ের উপর আমলের তাওফীক দান করুন।

মাহফুজ আহমদ

কুল্লিয়াতু হাদীস

মাদীনা ইউনিভার্সিটি সৌদিআরব

তা: ১৫/০২/২০২০ ইং

২৬) কোর'আন ও হাদীস থাকা সত্ত্বেও মাজহাব কেন এসেছিলো ?

[[বিষয়টি জানা থাকা জরুরী]]

কাক ডাকা গ্রীষ্মের ভরদুপুর পড়ন্ত খরাসার বিকেলে হলের চারিপাশে সারিবদ্ধ খেজুর গাছের নিচে বসে সূরায়ে নূরের বঙ্গানুবাদ পড়তেছিলাম। শারীয়াতের বিভিন্ন মাসাইল সমৃদ্ধ এই সূরা পাঠ ও হৃদয়াঙ্গমে চমৎকার লাগে। একবার পড়ে দেখবেন, ভালো না লেগে উপায় নাই !

যাইহোক, সূরায়ে নূরের বঙ্গানুবাদ পড়তে পড়তে এক পর্যায়ে নিচের আয়াতে এসে থমকে গেলাম। মোটেও এগুতে পারলাম না -

((ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ))

[Surat An-Nur 3]

বঙ্গানুবাদ -

[[ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মুমিনদের জন্যে হারাম করা হয়েছে।]]

বঙ্গানুবাদ পড়ে বড় আশ্চর্য হলাম। বারেবারে মাথায় দু'টি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে -

১. একজন জিনাকারী আরেকজন জিনাকারিনীকে আল্লাহ তা'লা বিবাহ করার কথা বলছেন। কিন্তু বিষয়টা কেমন দাঁড়ায়? কে জিনাকারি আর কে পুতপবিত্র, তা বুঝব কি করে ?

২. একজন জিনাকারীকে মুশরিক বিয়ে করার কথা বলছেন। কথাটা কেমন হয়ে গেলো না ?

যেখানে আল্লাহ তা'লা অপর আয়াতে মুশরিকদের সাথে বিবাহ নিষেধ করেছেন - যেমন,

((ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن))

অর্থাৎ, যতক্ষণ না ইমান আনবে, ততক্ষনে মুশরিকদের বিবাহ করা যাবে না।

বড্ড বিপকে পড়লাম! এক আয়াতে আল্লাহ তা'লা মুশরিকদের সাথে বিবাহের কথা বলছেন, অপর আয়াতে নিষেধাজ্ঞার কথা _____ কি ব্যাপার!

মনে তখন ভাবনা এলো,

বাংলা বঙ্গানুবাদ কিনে কোরান বুঝা এতো সহজ না। এই কোরান বুঝতে শত শত তাফসীর এর আবির্ভাব হয়েছে। হাজারো হাদিসে কোরানের ব্যাখ্যা রয়েছে। লাখো মুফতির ফতোয়া রয়েছে। তাই যেনতেন বাংলা পড়ে কোরান পূর্ণাঙ্গ বুঝা আমার পক্ষে সম্ভব না।

ভাবলাম, তাফসিরে ইবনে কাসীরের সহযোগিতা নেই। তাফসির বের করতেই দেখি ইবনে কাসীর রাঃ বলতেছেন -

قال عبدالله ابن عباس : المراد بالنكاح هنا الجماع ليس الزواج

টাস্কিত খেলাম! সারাজীবন পড়ে আসলাম, نكاحএর অর্থ বিবাহ, এবার জানতে পারলাম নিকাহ এর অপর অরর্থ جماع তথা সঙ্গম করা!

যাইহোক, সাহাবা রাঃ এর তাফসীর এটা ; না মেনে উপায় নাই। তাহলে এবার আয়াতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা হলো -

// একজন জিনাকারী অপর জিনাকারিনী মহিলার সাথে খারাপ করবে অথবা কোন মুশরিকের সাথে। কোন ভালো-সালেহ বান্দা এই কাজ করতে পারে না। \\

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

মোটামুটি, একটা হৃদয়াঙ্গমে পৌছলাম। তবে আরো কতো বিষয় আছে, মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। কোথায় এবং কি পড়লে উত্তর পাবো, তাও জানতে পারছি না।

মনে প্রশ্ন জাগলো -

[[আচ্ছা ধরে নিলাম, নিকাহ দ্বারা সঙ্গম করা উদ্দেশ্য। তবে একজন জিনাকারী ও জিনাকারীনীর বিবাহের হুকুম কি হবে??]]

তাফসিরে ইবনে কাসীর উপরোক্ত আয়াতের সব ব্যাখ্যা পড়লাম। সমাধান পেলাম না। ভাবলাম, কোরানেও স্পষ্ট পেলাম না। হাদিসেও পেলাম না। হাদিসে থাকলে ইবনে কাসীর রাঃ উল্লেখ করতেন।এতেও পেলাম না। তাহলে বাকি শুধু ফিকাহ'র কিতাবাদী !

গেজুর বাগান থেকে দৌঁড়ে রুমে ফিরে আসলাম। টেবিলের উপর এলোপাতাড়ি রেখে দেওয়া ফিকাহ'র কিতাব - বিদায়াতুল মুজতাহিদ - হাতে নিলাম !

দাড়াম - করে কিতাবুন নিকাহ বের করলাম। একটা একটা পৃষ্টা উল্টিয়ে উপরোক্ত মাসালাটি খুঁজতে লাগলাম। এক পর্যায়ে দেখতে পেলাম লেখা -

ما حكم نكاح الزاني / الزانية ؟

একজন জিনাকারী / জিনাকারিনীর বিবাহের হুকুম কী ?

মাসালাটি পেয়ে যারপরনাই খুশী হলাম। মাসালাটি আপাততমান দেখতে সহজ বোধ হলেও কোরানের বাহ্যিক বর্ণনায় অনেক জটিল !

অতঃপর সমাধান পেয়ে গেলাম। ইবনে রুশদ রাঃ এর ভাষ্যে -

// একজন সৎ ও পবিত্র লোক কখনো কোন জিনাকারী মহিলাকে বিবাহ করা বিশুদ্ধ হবে না। যেহেতু আল্লাহ তা'লা পবিত্র কোরানে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন - জিনাকারী অপর জিনাকারীনী ছাড়া অন্যা কাউকে বিবাহ করতে পারবে না। তবে ওই মহিলা / পুরুষ যদি খালেসভাবে আল্লাহর কাছে তাওবা করে নেয়, তবে তার সাথে বিবাহ শাদী জাইজ আছে। কেননা, আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেছেন -

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

একজন তওবাকারী খালেস তাওবা করলে এমন হয়ে যায়, যেন তার কোন গুনাহই নাই।

হাদিসের ভাষ্য মতে জিনাকারী/জিনাকারিনী তাওবা করে নিলে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। যার ফলে সে অন্যান্য লোকের মতো সালেহ ও পবিত্র হয়ে যায়। অতএব, জিনাকারি/জিনাকারিনী যদি তাওবা করে নেয়, তাহলে তাদের সাথে বিবাহ শাদী বৈধ।

এবং এই মতটা ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ সহ অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের। \\

চিন্তা করুন,

মুজতাহিদীনে কেরাম একটা কঠিন মাসালাকে কতইনা সহজ করে সমাধান দিয়েছেন। আচ্ছা, এই সমাধান কি উনারা মন গড়া দিয়েছেন ?? নাকি কোরান-হাদিসের আলোকে ??

নিশ্চিত বলবেন যে, ইমামদের মতটা অবশ্যই হাদীস সম্মত। এবার যদি উম্মাহ এই ফতোয়ার উপর আমল করে, তাহলে আবু হানীফার কথার উপর আমল হয় নাকি কোরান ও রাসূল সাঃ এর হাদিসের উপর ?? আপনারা অবশ্যই বলবেন,হাদিসের উপরে!

তবুও দিনশেষে একদল লোক বলবে যে, মাজহাব মানে ব্যক্তির অনুসরণ। কোরান-হাদিসের অনুসরণ না। আল-ইয়াজুবিল্লাহ !

যে সব বিষয়ে প্রত্যক্ষ কোরান-হাদিসের বর্ণনা নাই, সেসব বিষয়ে মুজতাহিদীনে কেরামের গবেষণালব্ধ মতের আলোকে পরোক্ষাভাবে কোরান-হাদিসের অনুসরণকেই মাজহাব বলে।

অথচ, কিছু লোক আছে ; যারা বলে কোরান-হাদিস থাকতে মাজহাব কেন ? আরে ভাই, কোরান-হাদিসের যেসব বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা আছে, সেগুলার জন্য মূলত মাজহাব না।যেসব বিষয়ে স্পষ্ট আলোকপাত আছে,সেগুলাতে ফোকাহাদের ইত্তেফাক বা ঐক্যমত রয়েছে। মাজহাব তো এসেছে -

→ অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট করতে

→ পারস্পরিক বৈপরীত্য বিষয়ে সমাধান করতে

→ কোনটি খাস,কোনটি আম বর্ণনা দিতে

→ কোনটি রহিত আর কোনটি বহাল তা বর্ণনা দিতে

→ নতুন উদ্ভাবনী সকল মাসালার সমাধান দিতে

→ উম্মাহকে এক ও ঐক্য করতে

অনেকে না বুঝে মনে করেন, মাজহাব মানে কোরান,হাদিসের মতো তৃতীয় একটা বিষয় । এটা একটা অমূলক ও ভ্রান্ত ধারণা।

শারীয়াতের মৌলিক উপাদান কোরান ও হাদিস। মাজহাব কেবল কোরান ও হাদিসের সঠিক মত ও পথে চলতে ব্যবহার হয়। এছাড়া অন্য কিছু না।

২৭) সেকাল আর একালের মুহাদ্দিসিনদের হাদিসের শায়খ পরিচিতি ও সংখ্যা তালিকাঃ

আসহাবু কুতুবিস সিত্তাহ এর মুসান্নিফীন সহ প্রসিদ্ধ কোন মুহাদ্দিস -ই নিজে ঘরে বসে থেকে হাদিসের শিক্ষা নেন নাই। সাহাবী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যতো মুহাদ্দিস অতিবাহিত হয়েছেন, সকলেই হাদিসের পিছনে পুরাটা জীবন বিসর্জন দিয়েছেন এবং পরবর্তী মুহাদ্দিসীনদের জন্য একটা শিক্ষা রেখে গেছেন।

এক নজরে দেখে নেই আগের যুগের ও বর্তমান যুগের হাদিস শিক্ষার শায়খ ও পরিচিতি-সংখ্যা -

→ সেকেলের মুহাদ্দীস ও শায়খ সংখ্যা -

. ইমাম বুখারী রাঃ _____ উনি হাদিস শিক্ষা নিয়েছেন ১০৮০ জন মুহাদ্দীস থেকে।

[[সিয়ারু আ'লামিন নুবালা - ৩৯৫]]

. ইমাম মুসলিম রাঃ _____ উনি হাদিস শিক্ষা নিয়েছেন ২১০ জন মুহাদ্দীস থেকে।

[[সিয়ারু আ'লামিন নুবালা - ৫৬১]]

. ইমাম আবু দাউদ রাঃ _____ উনি হাদিস শিক্ষা নিয়েছেন ৩৮৫ জন মুহাদ্দীস থেকে।

[[তাহজীব আত্তাহজীব - ১৭২]]

. ইমাম তিরমিজী রাঃ _____ উনি হাদিস শিক্ষা নিয়েছেন ২৮৫ জম মুহাদ্দীস থেকে।

[[সিয়ারু আ'লামিন নুবালা - ২৭১]]

. ইমাম নাসায়ী রাঃ ______ উনি হাদিস শিক্ষা নিয়েছেন ৩৩৫ জন মুহাদ্দীস থেকে।

[[মাদখাল ইলা সুনানে নাসায়ী - ৩৪]]

. ইমাম ইবনে মাজাহ রাঃ _____ উনি হাদিস শিক্ষা নিয়েছেন প্রায় ২২৫ জন মুহাদ্দীস থেকে।

[[মুকাদ্দামাহ ইবনে মাজাহ - ১৫]]

পুনঃ- প্রত্যেকেই হাদিস বিশারদ ও জারাহ-তা'দীল এর দক্ষ-প্রাজ্ঞ ইমাম ছিলেন। তদুপরি তাঁরা আমৃত্যু কোন না কোন শায়খের কাছে হাদিস শিখেছেন।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

→ বর্তমান যুগের অধুনা মুহাদ্দিসীনদের (!) শায়খ পরিচিতি ও সংখ্যা -

১. শায়খ ইউটিউব।

২. শায়খ গুগল।

৩. শায়খ বাংলা বুখারী-মুসলিম।

৪. শায়খ হাদিস-এপলিকেশন।

৫. শায়খ ফেইসবুক

পুনঃ- অর্থাৎ, আগের যুগের মতো বর্তমান যুগের আপডেট মুহাদ্দিসীনরা (!) আর সরাসরি শায়খ থেকে হাদিস শিক্ষা নেওয়ার দরকার মনে করেন না। উপরোল্লিখিত, পাঁচ প্রকারের শায়খ থেকে রীতিমতো ক্লাস করে আজ-কাল অনেকেই বড় বড় মুহাদ্দীস হয়ে যাচ্ছেন।

শেষ কথা,

বিচার-বুদ্ধি, বিশ্লেষণ ও সঠিক উপলব্ধি সকলের কাছেই সোপর্দ করা হলো। আর বিষয়টা যখন এভাবে চলছে, তাহলে ফেতনা আর বিতর্ক দূর হওয়ার আশা করেন কি করে ??

২৮) "হাদিস সহীহ হলে সেটাই আমার মাযহাব" ইমামগণ এই কথা আসলে কাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন?

ইমাম শাফেয়ী সহ অন্যান্য ইমামগণ থেকে এমন বক্তব্য পাওয়া যায়। আর আসল কথা হল কালিমার অর্থ যিনি বুঝেন এমন প্রতিটি মুসলমানের বক্তব্য এমনই হওয়া উচিত।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে ইমামদের এই বাক্যের ভুল অর্থ করা হচ্ছে এবং এটিকে অপাত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

আজকে আমরা দেখব ইমামগণ আসলে কাদেরকে লক্ষ্য করে এই বক্তব্য দিয়েছেন?

ইমাম নববীর উস্তাদ ইমাম আবু শামা মাকদেসী রহ.এর বক্তব্য দেখুন। তিনি বলেন, এই কাজ তথা সহীহ হাদিস পেলে ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব কে ত্যাগ করে সেটাকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া)এটা কেবল ওই ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব যিনি একজন মুজতাহিদ এবং তার

ইজতিহাদ আহলে ইলমের কাছে স্বীকৃত। তিনি ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্যের প্রকৃত সম্বোধিত বা মুখাতাব।"

আর ইমাম নববী রহ. বলেছেন, ইমাম শাফেয়ী যেই বক্তব্যটি দিলেন এর অর্থ এটা নয় যে কেউ কোনো সহীহ হাদীস দেখবে আর বলে দিবে এটাই ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব, এবং সে সেই হাদীসের উপর আমল করবে। বরং তার এই বক্তব্য তো ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যিনি একধরনের ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

আর এর জন্য শর্ত হলো সেই মুজতাহিদ ব্যক্তির এই ধারণা প্রবল হতে হবে যে ইমাম শাফেয়ী এই হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না অথবা "এই হাদীসটি যে সহীহ "সেটা জানতেন না।আর এটা তখনই জানা সম্ভব হবে যখন ইমাম শাফেয়ীর সমস্ত কিতাব গভীরভাবে অধ্যয়ন শেষ হবে পাশাপাশি তাঁর যারা ছাত্র ছিলেন তাদেরও সমস্ত কিতাব অধ্যয়ন শেষ করা সম্ভব হবে।

বলাবাহুল্য এটি খুবই কঠিন একটি শর্ত। খুব কম সংখ্যক লোকের পক্ষে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব।

(খেয়াল করুন! ইমাম নববীর তাঁর নিজ যুগের কথা বলছেন তখনই এমন যোগ্য আলিমের খোঁজ পাওয়া কঠিন ছিল আজকের যুগের কথা আর কি বলব!)

ইমাম নববী বলেন,আমি যেই শর্তগুলো উল্লেখ করলাম ইমামগণ এই শর্ত আরোপ করেছেন কেননা শাফেয়ী রহ.অনেক হাদিসকে দেখা ও জানা সত্ত্বেও বাহ্যিকভাবে ত্যাগ করেছেন। কেননা তার নিকট সেই হাদিসের কোন সূক্ষ্ম ত্রুটি অথবা সেটি মানসুখ হওয়া অথবা নবীজির সাথে খাস হওয়া ইত্যাদি কোন কারণ বা ব্যাখ্যা ছিল।

ইমাম ইবনুস সালাহ বলেন, ইমাম শাফেয়ী যা বলেছেন তার উপর আমল করাটা সহজ নয়। কেননা কোনো ফকীহের পক্ষেই এককভাবে আমলের জন্য কোন হাদীসকে হুজ্জত হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ নেই।

শাফীয়ীদের মধ্যে থেকে যারা এমনটি করেছেন অর্থাৎ যে হাদীসটিকে ইমাম শাফেঈ কোন কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছেন তারা সেই হাদীসের উপর আমল করেছেন যেমন আবুল ওয়ালিদ ইবনে আবিল জারুদ-যিনি ইমাম শাফেয়ীর ছাত্র ছিলেন- তিনি বলেছেন "শিঙ্গা(কাপিং)যে লাগায় আর যার গায়ে লাগানো হয় উভয়ের রোজা ভেঙে যাবে" এই

হাদীসটি সহীহ সুতরাং ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য অনুসারে সিংগা যে লাগাবে এবং যার গায় লাগাবে উভয়ের রোজা ভেঙে যাবে।

এরপর শাফেয়ী মাযহাবের ইমামগণ ইবনে আবিল জারুদের বক্তব্যকে প্রত্যাখান করেছেন কেননা ইমাম শাফেয়ী এই হাদীসটি সহীহ হওয়া সত্বেও ত্যাগ করেছিলেন মানসুখ হবার কারণে আর ইমাম শাফেয়ী সেই কথা কিতাবে বর্ণনাও করেছেন।"(আলমাজমু শরহুল মুহাযযাব)

তাহলে আমরা ইমামের সেই বক্তব্য অনুযায়ী ফয়সালা দানকারীর যোগ্যতা হিসেবে কয়েকটি বিষয়ে পেলাম। পাশাপাশি এটাও দেখলাম যে এর কোন একটি শর্ত পূরণ না করে ইমাম সাহেবের মত ত্যাগ করাটা ভুল,খোদ ইমাম শাফেয়ীর ছাত্র ইবনে আবিল জারুদের ক্ষেত্রেই যেটা ঘটেছিল।

(শর্তসমূহ)

১.

সেই ব্যক্তি নিজে অন্তত মুজতাহিদ ফিল মাযহাব হতে হবে।

২.

তার ইজতিহাদী যোগ্যতা আহলে ইলমের কাছে স্বীকৃত হতে হবে।(যেমন ইমাম আবু ইউসুফ,ইমাম মুহাম্মাদ রহ.। তাঁদের ইজতিহাদী যোগ্যতা নিজ মাযহাব তো বটেই অন্যান্য মাযহাবের আহলে ইলমগণের কাছেও স্বীকৃত ছিল।)

৩.

তার এটা নিশ্চিত হতে হবে যে ইমাম শাফেঈ হাদীসটি সম্পর্কে জানতেন না অথবা এটা যে সহীহ সে সম্পর্কে অনবগত ছিলেন। এজন্য তার ইমাম শাফেয়ীর সমস্ত কিতাব এবং তার ছাত্রদের সমস্ত কিতাব সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা থাকতে হবে।

৪.

তার কাছে এটা স্পষ্ট হতে হবে যে ইমাম এই বক্তব্যটি আরেকজনের অনুসরণ করে বলেছেন নিজের পক্ষ থেকে কোনো চেষ্টা ব্যয় করেননি এবং ইমাম সাহেব যার বক্তব্য গ্রহণ করেছিলেন সেটি স্পষ্ট ভুল ছিল।

এই শর্তগুলো পাওয়া গেলে তখন ইমামের বক্তব্য ত্যাগ করতে হবে কেননা ইজতেহাদ কেবল সেখানেই করা বৈধ যেখানে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন নস নেই।

তো উপরে আমরা ইমাম আবু শামা,ইমাম নববী,ইমাম ইবনুস সালাহ রহ.এর বক্তব্যে দেখলাম,ইমাম শাফেয়ী রহ.সহ অন্যান্য ইমামগণের ঐতিহাসিক সেই বক্তব্য আসলে মুজতাহিদ ফিল মাযহাব বা এর কাছাকাছি পর্যায়ের আলেমদের লক্ষ্য করে দিয়েছেন।

কয়েক জন সত্যিকারের যোগ্য ইমাম এই বক্তব্যের উপর আমল করতে গিয়ে পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হয়েছেন।(যেমন ইবনু আবিল জারুদের কথা এসেছে।তিনি ছাড়া আরো উদাহরণ আছে)

তাঁদের সাথে আমাদের যুগের আলেমদের তো কোন তুলনাই চলে না।কাজেই এখন আমাদের জন্য ইমামদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করাটা একেবারেই অনুচিত।

(আর যারা (ইলমের প্রথম ধাপ) আরবী জানেন কিন্তু আলিম নন অথবা আরবীও জানেন না। তাদের করনীয় কী সেটা সহজেই অনুমেয়।)

আল্লাহ তায়ালা বুঝার তাওফিক দান করুন।দ্বীনের ব্যাপারে দু:সাহসী হওয়া থেকে রক্ষা করুন।

বি:দ্র:কারো প্রশ্ন হতে পারে তাহলে কি ইমামদের এই বক্তব্যের কোন বাস্তবতা নেই?

এর উত্তর হল,হ্যা, রয়েছে।ইমাম ইবনে হাজার রহ.এবিষয়ে একটি কিতাব লিখেছেন যেখানে ঐধরনের মাসআলাগুলো একত্রিত করা হয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী-যদি এই হাদীসটি সহীহ হয় তাহলে মাসআলা এমন-এই কথা বলে গিয়েছিলেন।(ফাতহুল বারী)

(অবলম্বনে:আসারুল হাদীসীশ শরীফ,৫৮-৭৬)

২৯) ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রাহিঃ বলেন -

ফিকহের জ্ঞান ব্যতীত হাদিস বুঝতে গেলে পথভ্রষ্ট হতে হয়। হাদিসের আক্ষরিক জ্ঞান দিয়ে কখনো ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে বুঝা যায় না।

খাস, আম, মুতলাক, মুকাইয়াদ, মাকাসিদ, নাসেখ, মানসুখ ইত্যাদি জানা থাকা হাদিসের জন্য অপরিহার্য । যারা এসব না জেনেই হাদিসের উপর সরাসরি আমল করতে চান, তারা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছেন।

যার বাস্তব উদাহরণ আজকের বাংলা হাদিস রিডারস। তারা আম, খাস, মুতলাক, মুকাইয়াদ, নাসেখ মানসুখ ইত্যাদি অপরিহার্য বিষয়ের কোন ধার ধারেন না। মোবাইল খুলেই এপ্স অপেন করে সব দলীল খুঁজে বের করে নেন।

এটা ঠিক না। হাদিস পাঠ করা অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং হাদিস অধ্যায়নের রীতিমতো লেগে থাকা অত্যন্ত ভালো কাজ। কিন্তু, হাদিসকে নিজের মতো করে বুঝা কিংবা যেখানে-সেখানে হাদিস দিয়ে দলীল পেশ করা গোমরাহীর আলামত।

বিশ্বাস না হলে সূফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ (উনি একজন হাদিসের সিকাহ রাবী) রাহিমাহুল্লাহ এর কথার ব্যাখ্যা পড়ুন -

قال سفيان ابن عيينة -

" الحديث مضلة إلا للفقهاء "

ومعناه أن الحديث كالقرآن في أنه قد يكون عام اللفظ خاص المعنى وعكسه ومنه ناسخ ومنسوخ ومنه مالم يصحبه عمل ومنه مشكل يقتضى ظاهره التشبيه كحديث ينزل ربنا الخ ولا يعرف معنى هذه إ لا الفقهاء ، بخلاف من لا يعرف الا مجرد الحديث فانه يضل فيه كما وقع لبعض متقدمي الحديث بل ومتأخريهم كابن تيمية وأتباعهم وبهذا يعلم فضل الفقهاء المستنبطين على المحدثين غير المستنبطين ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم "رب مبلغ أوعى

من سامع ورب حامل فقيه ليس بفقيه ورب حامل
فقه الى من هو أفقه منه " وقوله : " وبلغوا عني ولو
آية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج فمستنبطوا
الفروع هم خيار سلف الأمة وعلماؤهم وعدولهم
وأهل الفقه و

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

المعرفة فيهم فهم قوم غذوا بالتقوى وربوا بالهدى
أفنوا أعمارهم في استنباطها وتحقيقها بعد أن ميزوا
صحيح الأحاديث من سقيمها وناسخها من منسوخها
فأصلوا أصولها ومهدوا فروعها فجزاهم الله عن
المسلمين خيرا وأحسن جزاؤهم كما جعلهم ورثة
أنبيائه وحفاظ شرعه وشهود آلائه وألحقنا بهم
وجعلنا من تابعهم باحسان انه الكريم
الجواد الرحمن .

মোদ্দাকথা,

আমার লেখা যেসব দ্বীনি ভাইয়েরা পড়েন, আপনাদেরকে অনুরোধ করবো। কখনো নিজে মনগড়া কোন হাদিসের ব্যাখ্যা করতে যাবেন না। এমনকি মুহাদ্দীস যারা ; তাদেরকেও একই কথা। ফিকহের জ্ঞান বড় জরুরি !

যতক্ষণ না আপনার ফিকহের পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন হয়েছে, ততোক্ষণ ফোকাহাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর মেনে চলুন। বিশেষত, যত্রতত্র হাদিস দিয়ে দলীল পেশ করা থেকে বিরত থাকুন!

৩০) হাদীস থাকতে ফিকহের প্রয়োজন কেন?

প্রশ্নটির উত্তর জানতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে ফিকহ কাকে বলে।

ইমাম ইবনুল মুবারক রহ.ফিকহে হানাফীকে "আবু হানিফার মত" তাচ্ছিল্য করতে শুনে বললেন,"তোমরা (এটাকে)আবু হানিফার মত বলো না। বরং বলো (এটা)হাদীসের ব্যাখ্যা।"(ফাজাইলে আবু হানিফা,১০১)

সুতরাং ফিকহ হল মূলত কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট বিধানাবলী ও ইসলামী ইবাদতসমূহের নিয়ম-কানুনের সুবিন্যস্ত রূপ যা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের শিখিয়েছিলেন: তাঁরা তাবেয়ীগণকে এবং তাঁরা তাদের পরবর্তীদের শিখিয়েছেন। যেখানে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রের মাসায়েল বিভিন্ন অধ্যায়ে ও পরিচ্ছেদের অধীনে এক জায়গায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। (নির্বাচিত প্রবন্ধ,মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফি:।)

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।আমরা প্রতিদিন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি তার তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম পর্যন্ত মাসালাসমূহ যদি আপনি হাদিসের কিতাব থেকে সংগ্রহ করতে চান তাহলে হাদিসের একটি-দুটি নয় ,দশ-বিশ কিতাবেও তা একসাথে পাবেন না।

নামাজের বিবরণ সংক্রান্ত হাদিস যেগুলো একশরও অধিক কিতাবে বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে তা যদি আপনি এক জায়গায় একত্র করেন তারপরও এ সংক্রান্ত মাসআলা জানার জন্য আপনাকে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হবে।

হাদীসগুলোর সহীহ-যয়ীফ নির্ণয় করা, সেগুলোর সঠিক মর্ম নির্ধারণ করা। সেগুলোর মধ্যকার বৈপরীত্য দূর করা। এবং নামাজের প্রতিটি কাজের সুনির্দিষ্ট হুকুম (ফরজ,ওয়াজিব)বের করা।

এগুলো কোন কিছুই হাদীসের কিতাবে নেই এবং এগুলো খুবই স্পর্শকাতর কাজ যা কেবল মুজতাহিদ ফুকাহায়গণের পক্ষেই আন্জাম দেয়া সম্ভব।

সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ.যিনি ছিলেন অনেক উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের দাদা উস্তাদ।

তিনি বলেছেন, الحديث مضلة إلا للفقهاء অর্থাৎ ফকীহগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য হাদীস শরীফ বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (ইবনুল হাজ্জ মালেকী, আল মাদখাল, ১/১২৮) তিনি আরো বলেছেন, التسليم للفقهاء سلامة في الدين অর্থাৎ ফকীহগণের হাতে নিজেকে ন্যাস্ত করাই দ্বীন কে নিরাপদ রাখার নামান্তর। (তারীখে বাগদাদ, ৭/৫৬১)

আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, كذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث অর্থাৎ ফকীহগণ এমনটাই বলেছেন। আর হাদীসের মর্ম সম্পর্কে তারাই সবিশেষ জ্ঞাত।(দলীলসহ নামাজের মাসায়েল)

তো ফুকাহায়ে কেরাম এইসব কাজগুলো করে উম্মতের জন্য সুবিন্যাস্ত ও বিস্তারিত আকারে সংকলন করে গেছেন।

পাশাপাশি যেসকল মাসআলার আলোচনা কোরআন হাদিসের স্পষ্টভাবে নেই শরীয়তের নীতিমালার আলোকে সেই মাসআলাগুলো যুগ যুগ ধরে ফকীহগণ সংকলন করে গেছেন।

জনৈক আলিম খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন,ফিকহকে বপন করেছেন ইবনে মাসউদ রা.এতে পানি সিঞ্চন করেছেন আলকামা,এর ফসল কর্তন করেছেন ইবরাহীম,মাড়াই করেছেন হাম্মাদ,পেষণ করেছেন আবু হানিফা,

খামিরা করেছেন আবু ইউসুফ,রুটি বানিয়েছেন মুহাম্মাদ রহ. আর এখন খাচ্ছে পুরো মুসলিম উম্মাহ।"(রদ্দুল মুহতার)

এই কথা তিনি ফিকহে হানাফীর ক্ষেত্রে বললেও এটি অনুসৃত অন্যান্য ফিকহের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

ফিকহের এই পরিচয় পাওয়ার পর আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম,ফিকহ আসলে হাদিস থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয় বরং হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং হুকুম-আহকামের সুবিন্যস্ত ও সংকলিত রূপ।তাই খোদ হাদিসের জন্য এবং সহজভাবে সঠিক পন্থায় হাদীসের অনুসরনের জন্যই ফিকহের প্রয়োজন।

আজকাল হাদীস অনুসরণের নামে ফিকহে ইসলামী ও হাদীস শরীফকে যেভাবে পরষ্পর বিপরীতমুখী করে দাঁড় করানো হচ্ছে,ফিকহের প্রয়োজনীয়তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে এটা কখনো হাদীসের অনুসরন হতে পারে না বরং এটা একটি ঐতিহাসিক দ্বীনি সিলসিলার বিরুদ্ধাচরণ ও হাদীস অনুসরণের বিদাতী পন্থা।

৩১) আট লক্ষাধিক হাদীস ও আছার সম্বলিত দুই শতাধিক হাদীস ও তাখরীজের বিভিন্ন কিতাব, মুসান্নেফগণের নাম ও তাঁদের মৃত্যু সনঃ

শত শত হাদীসের কিতাবে লক্ষ লক্ষ হাদীস থাকতে কেবল বুখারী-মুসলিমের হাদীস মানাই কি যথেষ্ট?

(খুবই তথ্যবহুল, গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী পোস্ট।একটু সময় নিয়ে পড়লে কাজে লাগবে,/ নিজের টাইমলাইনে রেখে দিতে পারেন।)

আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, বিশেষ করে জেনারেল শিক্ষিত মুসলিম ভাইদের অনেকেই মনে করেন যে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস সমূহ বুখারী ও মুসলিম শরীফেই সব বিদ্যমান রয়েছে। তাই বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস সমূহ মানলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে। এছাড়া আরো কোন হাদীসগ্রন্থ রয়েছে কিনা বা থাকলে সেগুলোতে কী পরিমাণ হাদীস ও আছার রয়েছে, সেগুলোর কোন মানের?

এ সম্পর্কে জানার প্রয়োজনবোধ করেন না। আমি এখানে জেনারেল শিক্ষিত বন্ধুদের দোষ দিব না। বরং যেসকল পণ্ডিত তাদের নিকট সত্য গোপন করছেন এবং সত্য গোপনের উদ্দেশ্য কি তাও এ পোস্টে আলোচনায় আনব না। এখানে শুধু রাসূলুল্লাহ সাঃ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের যে লক্ষ লক্ষ হাদীস-আছার শত শত হাদীস, তাখরীজ ও রিজালের কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে তার দিকেই সকলের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দেখুন শত শত কিতাবে লক্ষ লক্ষ হাদীস-আছারের পরিসংখ্যান। আমি মোটামুটি যতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা এখানে উল্লেখ করলাম। এছাড়া আরো অনেক কিতাব রয়েছে, যেগুলোর হিসাব করা সম্ভব হয়নি।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

আট লক্ষাধিক হাদীস ও আছার সম্বলিত দুই শতাধিক হাদীস ও তাখরীজের বিভিন্ন কিতাব, মুসান্নেফগণের নাম ও তাঁদের মৃত্যু সনঃ

হাদীসের কিতাবে হাদীস ও আছার সংখ্যা- ৫,২৩,৯৩৮ (পাঁচ লক্ষ তেইশ হাজার নয়শত আটত্রিশটি।)

তাখরীজের কিতাবে হাদীস ও আছার সংখ্যা- ২,৮৪,২২৯ দুই লক্ষ চুরাশি হাজার দুইশত ঊনত্রিশটি।

মোট হাদীস ও আছার সংখ্যা- ৮,০৮,১৬৭ (আট লক্ষ আট হাজার একশত ষাটষট্টিটি।)

(মুসান্নেফগণের ওফাত তথা মৃত্যুসনের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সিরিয়াল করা হয়েছে)

০১. কিতাবুল আসার লি আবি হানিফা, ওফাত-১৫০ হি. রেওয়ায়াতু আবি ইউসুফ, ওফাত-১৮২ হি., হাদীস সংখ্যা-১০৫৯

০২. কিতাবুল আসার লি আবি হানিফা, ওফাত-১৫০ হি. রেওয়ায়াতু মুহাম্মদ ইবনিল হাসান, ওফাত-১৮৯ হি. হাদীস সংখ্যা- ৯১৩

০৩. জা’মে মা’মার ইবনে রাশেদ, ওফাত-১৫৩ হি. হাদীস সংখ্যা-২১০৩৩

০৪. আল মানাসিক লি ইবনে আবি আরুবা, ওফাত-১৫৬ হি. হাদীস সংখ্যা-১৩০

০৫. আল মাসাহেফ লি ইবনে আবি দাউদ, ওফাত-১৫৯ হি., হাদীস সংখ্যা-৭০১

০৬. হাদীসু সুফিয়ান আস সাওরী, ওফাত-১৬১ হি., হাদীস সংখ্যা-৩২১

০৭. মাশীখাতু ইবনে তুহমান, ওফাত-১৬৮ হি., হাদীস সংখ্যা-২০৬

০৮. মুয়াত্তা ইমাম মালেক/মুহাম্মদ ইবনে হাসানের রেওয়ায়াত, ওফাত-১৭৯ হি. হাদীস-১০০৮

০৯. মুয়াত্তা ইমাম মালেক/ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া আল আন্দালুসীর রেওয়ায়াত, হাদীস-১৮২৩

১০. আয যুহুদু ওরাকায়েক লি ইবনুল মুবারক, ওফাত-১৮১ হি., হাদীস সংখ্যা-১৬২৭

১১. আল জিহাদ লি ইবনুল মুবারক, ওফাত-১৮১ হি., হাদীস সংখ্যা-২৬২

১২. আদ দুআ লি মুহাম্মদ ইবনে ফুযাইল ওফাত-১৯৫ হি., হাদীস সংখ্যা-১৬০

১৩. আল জা’মে লি ইবনে ওহাব, ওফাত-১৯৭ হি., হাদীস সংখ্যা-৬৯১

১৪. আল মুয়াত্ত্বা লি ইবনে ওহাব, ওফাত-১৯৭ হি., হাদীস সংখ্যা-৫২১

১৫. আল মুয়াত্ত্বা কিতাবুল কাযা ফিল বুয়ু লি ইবনে ওহাব, ওফাত-১৯৭ হি., হাদীস সংখ্যা-৩৩০

১৬. কিতাবুল মুহারাবা লি ইবনে ওহাব, ওফাত-১৯৭ হি., হাদীস সংখ্যা-১৩৮

১৭. আয যুহদ লি ওকী ইবনুল জাররাহ, ওফাত -১৯৭ হি., হাদীস সংখ্যা-৫৩১

১৮. আল খারাজ লি ইয়াহইয়া ইবনে আদম, ওফাত-২০৩ হি., হাদীস সংখ্যা-৬০৭

১৯. মুসনাদু আবি দাউদ ত্বয়ালিসী, ওফাত-২০৪ হি. হাদীস সংখ্যা-২৮৯০

২০. মুসনাদুস শাফেয়ী, তারতীবুস সিন্দী, ওফাত-২০৪ হি. হাদীস সংখ্যা-৭০৯

২১. মুসনাদুস শাফেয়ী, তারতীবু সুনজার, ওফাত-২০৪ হি. হাদীস সংখ্যা-১৮১৯

২২. আস সুনানুল মা’ছুরা লিশ শাফেয়ী, ওফাত -২০৪ হি. হাদীস সংখ্যা-৬২৬

২৩. ইখতিলাফুল হাদীস লিশ শাফেয়ী, ওফাত-২০৪ হি. হাদীস সংখ্যা-২৩৭

২৪. মুসনাদু আব্দির রাযযাক সানআনী, ওফাত -২১১ হি. হাদীস সংখ্যা-২১০৩৩

২৫. মুসনাদুল হুমায়দী, ওফাত-২১৯ হি. হাদীস সংখ্যা-১৩৩৭

২৬. আস সালাত লি ফজল ইবনে দুকাইন, ওফাত-২১৯ হি., হাদীস সংখ্যা-৩০২

২৭. আহাদীসু আফফান ইবনে মুসলিম, ওফাত-২১৯ এর পর, হাদীস সংখ্যা-৩৮২

২৮. কিতাবুল আমওয়াল লিল কাসেম ইবনে সাল্লাম, ওফাত-২২৪ হি., হাদীস সংখ্যা-১৩২৭

২৯. ফাজায়েলুল কুরআন লিল কাসেম ইবনে সাল্লাম, ওফাত-২২৪ হি., হাদীস সংখ্যা-৭৬১

৩০. আন নাসিখ ওয়াল মানসুখ লিল কাসেম ইবনে সাল্লাম, ওফাত-২২৪ হি., হাদীস সংখ্যা-৪৩৭

৩১. আত্ তুহুর লিল কাসেম ইবনে সাল্লাম, ওফাত-২২৪ হি., হাদীস সংখ্যা-৪১৯

৩২. আল খুতাবু ওয়াল মাওয়ায়েজ লিল কাসেম ইবনে সাল্লাম, ওফাত-২২৪ হি., হাদীস সংখ্যা-১৪৫

৩৩. আত তাআ'যী লি আবিল হাসান আল মাদায়িনী, ওফাত-২২৪ হি., হাদীস সংখ্যা-১৭২

৩৪. সুনানু সাঈদ ইবনে মানসুর, ওফাত-২২৭ হি. হাদীস সংখ্যা-২৭৯১

৩৫. আত্ তাফসীর মিন সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর, ওফাত-২২৭ হি., হাদীস সংখ্যা-১১৭৭

৩৬. আল ফিতান লি নুআইম ইবনে হাম্মাদ, ওফাত-২২৮ হি., হাদীস সংখ্যা-২০০১

৩৭. মুসনাদু আলী ইবনুল জা'দ, ওফাত-২৩০ হি. হাদীস সংখ্যা-৩৪৬২

৩৮. জুযয়ু ইয়ালা ইবনে আব্বাদ, ওফাত-২৩০ হি., হাদীস সংখ্যা-৩২৮

৩৯. কিতাবুল ইলম লি যুহাইর ইবনে হারব, ওফাত-২৩৪ হি., হাদীস সংখ্যা-১৬৮

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

৪০. মুসান্নাফু ইবনে আবি শায়বা, ওফাত-২৩৫ হি., হাদীস সংখ্যা-৩৯০৯৮

৪১. আল আদাবু লি ইবনে আবি শায়বা, ওফাত-২৩৫ হি., হাদীস সংখ্যা-৪২১

৪২. মুসনাদু ইবনে আবি শায়বা, ওফাত-২৩৫ হি., হাদীস সংখ্যা-১০০০

৪৩. আল ঈমান লি ইবনে আবি শায়বা, ওফাত-২৩৫ হি., হাদীস সংখ্যা-১৩৫

৪৪. আল কাযা লি সুরাইজ ইবনে ইউনুস, ওফাত-২৩৫ হি., হাদীস সংখ্যা-১০০

৪৫. মুসনাদু ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ, ওফাত-২৩৮ হি., হাদীস সংখ্যা-২৪২৫

৪৬. আদাবুন নিসা লি আব্দিল মালিক ইবনে হাবিব, ওফাত-২৩৮ হি., হাদীস সংখ্যা-২৬৪

৪৭. মুসনাদু খলিফা ইবনে খাইয়াত্ব, ওফাত-২৪০ হি., হাদীস সংখ্যা-১০১

৪৮. মুসনাদু আহমদ, ওফাত-২৪১ হি., হাদীস সংখ্যা-২৭৬৪৭

৪৯. ফাজায়েলুস সাহাবা লি আহমদ ইবনে হাম্বল, ওফাত-২৪১ হি., হাদীস সংখ্যা-১৯৬২।

৫০. আল আহাদু ওয়াল মাসানী লি আহমদ ইবনে হাম্বল, ওফাত-২৪১ হি., হাদীস সংখ্যা-৩৪৯৩

৫১. আয যুহুদু লি লি আহমদ ইবনে হাম্বল, ওফাত-২৪১ হি., হাদীস সংখ্যা-২৪০৭

৫২. আল আশরিবাহ লি আহমদ ইবনে হাম্বল, ওফাত-২৪১ হি., হাদীস সংখ্যা-২৪২

৫৩. আয যুহুদু লি হান্নাদ ইবনুস সারী আল কুফী, ওফাত-২৪৩ হি., হাদীস সংখ্যা-১৪৪২

৫৪. মুসনাদু সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস লিদ দাওরাকী, ওফাত-২৪৬ হি., হাদীস সংখ্যা-১৩৪

৫৫. জুযয়ু ক্বিরাআতিন নবী (সাঃ) লি হাফস ইবনে উমর, ওফাত-২৪৬ হি., হাদীস সংখ্যা-১২৭

৫৬. আল মুনতাখাব মিন মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ, মুস্তফা আল আদাবী, ওফাত-২৪৯ হি., হাদীস সংখ্যা-১৫৯৪

৫৭. আল আমওয়াল লি ইবনে যানজূয়াহ, ওফাত-২৫১ হি., হাদীস সংখ্যা-২৪৭৫

৫৮. সুনানু দারেমী, ওফাত-২৫৫ হি., হাদীস সংখ্যা-৩৫৬৭

৫৯. আল জামিউস সহীহ লিল বুখারী, ওফাত-২৫৬ হি., হাদীস সংখ্যা-আইনী রহ., ইবনুস সালাহ র. এর মতে- পূনরাবৃত্তি সহ ৭২৭৫, ইবেনে হাজার রহ. এর মতে পূনরাবৃত্তি সহ-৭৩৯৭, মাকতাবায়ে শামেলা- ৭৫৬৩, আর ইবনে হাজারের মতে পূনরাবৃত্তি ছাড়া হাদীস হল ২৬০২ টি।

৬০. আল আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারী, ওফাত-২৫৬ হি., হাদীস সংখ্যা-১৩৬৬

৬১. আত তারীখুল কবীর লিল বুখারী, ওফাত-২৫৬ হি., হাদীস সংখ্যা-৩৬৫২

৬২. আত তারীখুস সগীরুল আওসাত লিল বুখারী, ওফাত-২৫৬ হি., হাদীস সংখ্যা-২৯৯৭ (রিজাল শাস্ত্র ও হাদীসের কিতাব)

৬৩. আল ক্বিরা’আতু খালফাল ইমাম লিল বুখারী, ওফাত-২৫৬ হি., হাদীস সংখ্যা-১৮৯

৬৪. খলকু আফআলিল ইবাদ লিল বুখারী, ওফাত-২৫৬ হি., হাদীস সংখ্যা-২৭৮

৬৫. কুররাতুল আইনাইন বি রফয়ীল ইয়াদাইন ফিস সালাত লিল বুখারী, ওফাত-২৫৬ হি., হাদীস সংখ্যা-১১৮

৬৬. আস্ সহীহ লি মুসলিম, ওফাত-২৬১ হি., হাদীস সংখ্যা পূনরাবৃত্তি সহ ১২,০০০, পূনরাবৃ্ত্তি বাদে ৪০০০, মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী বলেছেন পূনরাবৃ্ত্তি বাদে ৩০৩৩, মাকতাবায়ে শামেলা-৩০৩৩

৬৭. আস সুনানুল মা’ছুরা লিল শাফেয়ী, ওফাত -২৬৪ হি., হাদীস সংখ্যা-৬৮২

৬৮. জুযয়ু সা’দান, ওফাত-২৬৫ হি., হাদীস সংখ্যা-১৬৫

৬৯. তারিকাতুন নবী (সাঃ) লি হাম্মাদ ইবনে ইসহাক, ওফাত-২৬৭ হি., হাদীস সংখ্যা-৯৭

৭০. আল মাহাব্বাতু লিল্লাহ, লি আবি ইসহাক আল খাতালী, ওফাত-২৭০ হি., হাদীস সংখ্যা-২৬৪

৭১. জুযয়ুম মিন আহাদীসিল কাযযার, ওফাত-২৭১ হি., হাদীস সংখ্যা-১১২০

৭২. সুনানু ইবনে মাজাহ, ওফাত- ২৭৩ হি., হাদীস সংখ্যা- ৪৩৪১, মাকতাবায়ে শামেলা- ৪৩৪১

৭৩. সুনানু আবি বকর আল আছরাম, ওফাত- ২৭৩ হি., হাদীস সংখ্যা- ১৬৯

৭৪. সুনানু আবি দাউদ, ওফাত- ২৭৫ হি., হাদীস সংখ্যা- ৪৮০০, মাকতাবায়ে শামেলা- ৫২৭৪

৭৫. আয্ যুহুদু লি আবি দাউদ, ওফাত-২৭৫ হি., হাদীস সংখ্যা-৫০২

৭৬. আল মারাসিল লি আবি দাউদ, ওফাত- ২৭৫ হি., হাদীস সংখ্যা-৫১৫

৭৭. আখবারুস শুয়ুওখ ওয়া আখলাকুহুম লি আবি বকর আল মাররুযী, ওফাত-২৭৫ হি., হাদীস সংখ্যা-৩৭৯

৭৮. আল ওয়ারা লি আহমদ রেওয়ায়েতে মারওয়াযী, ওফাত-২৭৫ হি., হাদীস সংখ্যা-৬৩৯

৭৯. আল হাউযু ওয়াল কাউসার লি বাকী ইবনে মাখলাদ, ওফাত-২৭৬ হি., হাদীস সংখ্যা-৪৩

৮০. আয যুহুদু লি আবি হাতেম, ওফাত-২৭৭ হি., হাদীস সংখ্যা-১২৩

৮১. আল জা’মে লিত তিরমিযী, ওফাত-২৭৯ হি., হাদীস সংখ্যা-৩৮১২, ইবনে কাসীর রহ. বলেন, ৪০০০, মাকতাবায়ে শামেলা-৩৯৫৬

৮২. আশ শামায়েলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ওফাত-২৭৯ হি., হাদীস সংখ্যা-৪১৭

৮৩. আর রদ্দু আলাল জাহমিয়াহ লিদ দারেমী, ওফাত-২৮০ হি., হাদীস সংখ্যা-৩৯৯

৮৪. মুসনাদু আবি হানিফা লিল হারেস, ওফাত-২৮২ হি., হাদীস সংখ্যা-১১৩৬

৮৫. ফাজলুস সালাতি আলান নবী (সাঃ, ওফাত-২৮২ হি., হাদীস সংখ্যা-১০৭

৮৬. গারীবুল হাদীস লি ইবরাহীম ইবনে ইসহাক আল হারবী, ওফাত-২৮৫ হি., হাদীস সংখ্যা-১৪৩৬

৮৭. আল বিদায়ু লি ইবনি ওয়াদ্দাহ, ওফাত-২৮৬ হি., হাদীস সংখ্যা-২৮৯

৮৮. আল জিহাদু লি ইবনে আবি আছেম, ওফাত-২৮৭ হি., হাদীস সংখ্যা-৩২১

৮৯. আস সুন্নাহ লি ইবনে আবি আছেম, ওফাত -২৮৭ হি., হাদীস সংখ্যা-১৫৫৮

৯০. আল আওয়ায়িল লি ইবনে আবি আসেম, ওফাত-২৮৭ হি., হাদীস সংখ্যা-১৯১

৯১. আদ দিয়াত লি ইবনে আবি আছেম, ওফাত-২৮৭ হি., হাদীস সংখ্যা-২৬৭

৯২. আস সুন্নাহ লি আব্দিল্লাহ ইবনে আহমদ, ওফাত-২৯০ হি., হাদীস সংখ্যা-১৪২২

৯৩. মুসনাদুল বাযযার, ওফাত-২৯২ হি., হাদীস সংখ্যা-১০৪৩২

৯৪. মুসনাদু আবি বকর, আহমদ ইবনু আলী মারওয়াযী, ওফাত-২৯২ হি., হাদীস সংখ্যা-১৪২

j

৯৫. তা'জীমু ক্বদরীস সালাত লি মুহাম্মদ ইবনে নসর আল মারওয়াযী, ওফাত-২৯৪ হি., হাদীস সংখ্যা-১১০৪

৯৬. আস সুন্নাহ লি মুহাম্মদ ইবনে নসর আল মারওয়াযী, ওফাত-২৯৪ হি., হাদীস সংখ্যা-৩৪৬

৯৭. সালাতুল বিতর লি মুহাম্মদ ইবনে নসর আল মারওয়াযী, ওফাত-২৯৪ হি., হাদীস সংখ্যা -৯০

৯৮. ফাজায়েলুল কুরআন লি মুহাম্মদ ইবনুদ দারীস, ওফাত-২৯৪ হি., হাদীস সংখ্যা-২৯৭

৯৯. কিতাবুল কদর লিল ফিরইয়াবী, ওফাত-৩০১ হি., হাদীস সংখ্যা-৪০৮

১০০. ফাজায়েলুল কুরআন লিল ফিরইয়াবী, ওফাত-৩০১ হি., হাদীস সংখ্যা-১৭৮

১০১. আহকামুল ঈদাইন লিল ফিরইয়াবী, ওফাত-৩০১ হি., হাদীস সংখ্যা-১৬৯

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

১০২. আস সিয়াম লিল ফিরইয়াবী, ওফাত-৩০১ হি., হাদীস সংখ্যা-১৭০

১০৩. সিফাতুন নিফাক ওয়া যম্মুল মুনাফিকীন লিল ফিরইয়াবী, ওফাত-৩০১ হি., হাদীস সংখ্যা -১১১

১০৪. সুনানুন নাসাঈ, ওফাত-৩০৩ হি., হাদীস সংখ্যা- ৫৭৬১, কারো কারো মতে- ৪৪৮২, মাকতাবায়ে শামেলা- ৫৭৫৮

১০৫. আস সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, ওফাত-৩০৩ হি., হাদীস সংখ্যা-১১৯৪৯

১০৬. আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি লিন নাসায়ী, ওফাত-৩০৩ হি., হাদীস সংখ্যা-১১৪১

১০৭. মুসনাদু আবি ইয়ালা লিল মাওসিলী, ওফাত-৩০৭ হি., হাদীস সংখ্যা-৭৫৫৫

১০৮. আল মুনতাক্বা লি ইবনিল জারুদ, ওফাত-৩০৭ হি., হাদীস সংখ্যা-১০৮৬।

১০৯. মুসনাদুর রুওইয়ানী, ওফাত-৩০৭ হি., হাদীস সংখ্যা-১৫৪৫

১১০. আল কুনা ওয়াল আসমা লিদ্ দুওলাবী, ওফাত-৩১০ হি., হাদীস সংখ্যা-২১১৭ (রিজাল শাস্ত্র ও হাদীসের কিতাব)

১১১. সহীহ ইবনে খুযায়মা, ওফাত-৩১১ হি., হাদীস সংখ্যা-৩০৭৯

১১২. আত তাওহীদ লি ইবনে খুযায়মা, ওফাত-৩১১ হি., হাদীস সংখ্যা-৫৭৮

১১৩. আস সুন্নাতু লি আবি বকর ইবনে খাল্লাল, ওফাত-৩১১ হি., হাদীস সংখ্যা-১৮২৫

১১৪. হাদীসুস সার্রাজ, ওফাত-৩১৩ হি., হাদীস সংখ্যা-২৭৪৬

১১৫. মুসনাদুস সার্রাজ, ওফাত-৩১৩ হি., হাদীস সংখ্যা-১৫৭৬

১১৬. মুসনাদু আবি আওয়ানা, ওফাত-৩১৬ হি., হাদীস সংখ্যা-৮৭১৮

১১৭. আল আওসাত লি ইবনিল মুনযির ওফাত -৩১৯ হি., হাদীস সংখ্যা-৩৩৪৫

১১৮. শরহু মাআনিল আছার লি আবী জা'ফর ত্বহাবী, ওফাত-৩২১ হি., হাদীস সংখ্যা-৭৪৬৭

১১৯. শরহু মুশকিলিল আছার লি আবী জা’ফর ত্বহাবী, ওফাত-৩২১ হি., হাদীস সংখ্যা-৬১৭৯

১২০. তাফসীরু ইবনে আবি হাতেম, ওফাত-৩২৭ হি., হাদীস সংখ্যা-১৬৪৬৮

১২১. মাসাবিল আখলাক লিল খারায়িতী, ওফাত-৩২৭ হি., হাদীস সংখ্যা-৮০৯

১২২. মাকারিমুল আখলাক লিল খারায়িতী, ওফাত-৩২৭ হি., হাদীস সংখ্যা-১০৪১

১২৩. আন নাসিখ ওয়াল মানসূখ লি আবি জা’ফর আন নাহহাস, ওফাত-৩৩৮ হি., হাদীস সংখ্যা-৫১৮

১২৪. মু’জামু ইবনিল আ’রাবী, ওফাত-৩৪০ হি., হাদীস সংখ্যা-২৪৬০

১২৫. সহীহু ইবনে হিব্বান, ওফাত-৩৫৪ হি., হাদীস সংখ্যা-৭৪৯১

১২৬. কিতাবুল ফাওয়াইদ (গায়লানিয়াত) ওফাত-৩৫৪ হি., হাদীস সংখ্যা-১১৪২

১২৭. আল মুসনাদুল কবীর লিশ শাসী, ওফাত-৩৫৫ হি., হাদীস সংখ্যা-১৪৫৮

১২৮. আদ দোয়া লিত তবারানী, ওফাত-৩৬০ হি., হাদীস সংখ্যা-২২৫১

১২৯. আল মু’জামুল আওসাত লিত তবারানী, ওফাত-৩৬০ হি., হাদীস সংখ্যা-৯৪৮৯

১৩০. আল মু’জামুস সগীর লিত তবারানী, ওফাত-৩৬০ হি., হাদীস সংখ্যা-১১৯৮

১৩১. আল মু’জামুল কবীর লিত্ তবারানী, ওফাত-৩৬০ হি., হাদীস সংখ্যা-২৩,৬৪২

১৩২. মুসনাদুশ শামিয়্যীন লিত্ তবারানী, ওফাত-৩৬০ হি., হাদীস সংখ্যা-৩৬৩৭

১৩৩. মাকারিমুল আখলাক লিত্ তবারানী, ওফাত-৩৬০ হি., হাদীস সংখ্যা-২৩৫

১৩৪. কিতাবুশ শরীয়াত লিল আজুররী, ওফাত -৩৬০ হি., হাদীস সংখ্যা-২০০৩

১৩৫. আখলাকুল উলামা লিল আজুররী, ওফাত-৩৬০ হি., হাদীস সংখ্যা-১০৫

১৩৬. যমমুল লিওয়াত লিল আজুররী, ওফাত-৩৬০ হি., হাদীস সংখ্যা-৫৪

১৩৭. আখলাকুন নবী লি আবিশ শায়খ আলআসবাহানী, ওফাত-৩৬৯ হি., হাদীস সংখ্যা-৮৩৮

১৩৮. আমছালুল হাদীস লি আবিশ শায়খ আলআসবাহানী, ওফাত-৩৬৯ হি., হাদীস সংখ্যা-৩৩৮

১৩৯. আততাওবীখ ওয়াত তাম্বীহ লি আবিশ শায়খ আলআসবাহানী, ওফাত-৩৬৯ হিজরী, হাদীস সংখ্যা-২৩৬

১৪০. আল মু'জামু লি ইবনিল মুকরী, ওফাত-৩৮১ হি., হাদীস সংখ্যা-১৩৪৮

১৪১. সুনানু দারা কুতনী, ওফাত-৩৮৫ হি., হাদীস সংখ্যা-৪৮৩৬

১৪২. ফাজায়েলুস সাহাবা লিদ্দারাকুতনী, ওফাত-৩৮৫ হি., হাদীস সংখ্যা-৭৫

১৪৩. নাসিখুল হাদীস ওয়া মানসুখিহী লি ইবনে শাহীন, ওফাত-৩৮৫ হি., হাদীস সংখ্যা-৬৭৬

১৪৪. আত্ তারগীবু ফি ফাজায়েলেল আ'মাল লি ইবনে শাহীন, ওফাত-৩৮৫ হি., হাদীস সংখ্যা-৫৮১

১৪৫. শরহু মাযাহিবী আহলিস সুন্নাহ লি ইবনে শাহীন, ওফাত-৩৮৫ হি., হাদীস সংখ্যা-১৯৯

১৪৬. আল ইবানাতুল কুবরা লি ইবনে বাত্তাহ আলআকবারী, ওফাত-৩৮৭ হি., হাদীস সংখ্যা-২৬৪৩

১৪৭. আল মুখাল্লাসিয়্যাত লিল মুখাল্লিস, ওফাত-৩৯৩ হি., হাদীস সংখ্যা-৩১৮৬

১৪৮. আল ঈমানু লি ইবনে মান্দাহ, ওফাত-৩৯৫ হি., হাদীস সংখ্যা-১১১৭

১৪৯. আত্ তাওহীদু লি ইবনে মান্দাহ, ওফাত-৩৯৫ হি., হাদীস সংখ্যা-৩৬১

১৫০. আল মুসতাদরাক লিল হাকেম, ওফাত-৪০৫ হি., হাদীস সংখ্যা-৮৮০৩

১৫১. আল ফাওয়ায়েদু লি তাম্মাম জুনাইদ আল বাজালী আর রাযী, ওফাত-৪১৪ হি., হাদীস সংখ্যা-১৭৯৮

১৫২. শরহু উসুলী ই’তিকাদী আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত লিত্ ত্ববারী আর রাযী লাকলায়ী, ওফাত-৪১৮ হি., হাদীস সংখ্যা-২৮২৩

১৫৩. মুসনাদু আবি হানিফা লি আবি নুয়াঈম আছবাহানী, ওফাত-৪৩০ হি., হাদীস সংখ্যা-৩৬৬

১৫৪. মা’রেফাতুস সাহাবা লি আবি নুয়াঈম আছবাহানী, ওফাত-৪৩০ হি., হাদীস সংখ্যা-৭৪৫৫ (রিজাল শাস্ত্র ও হাদীসের কিতাব)

১৫৫. আত্ তিব্ব আন্ নববী লি আবি নুয়াঈম আছবাহানী, ওফাত-৪৩০ হি., হাদীস সংখ্যা-৯০৫

১৫৬. আল মুসনাদুল মুসতাখরাজ আলা সহীহ মুসলিম লি আবি নুয়াঈম আছবাহানী, ওফাত-৪৩০ হি., হাদীস সংখ্যা-৩৫১৬

১৫৭. সিফাতুল জান্নাতী লি আবি নুয়াঈম আছবাহানী, ওফাত-৪৩০ হি., হাদীস সংখ্যা-৪৫৪

১৫৮. ফাজায়েলুল খুলাফায়ির রাশিদীন লি আবি নুয়াঈম আছবাহানী, ওফাত-৪৩০ হি., হাদীস সংখ্যা-২৩৯

১৫৯. দালায়েলুন নবুয়্যাত লি আবি নুয়াঈম আছবাহানী, ওফাত-৪৩০ হি., হাদীস সংখ্যা-৫৪৯

১৬০. আমালী ইবনে বুশরান, ওফাত-৪৩০ হি., হাদীস সংখ্যা-১৬৫৩

১৬১. আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতানি লিদ্ দানী, ওফাত-৪৪৪ হি., হাদীস সংখ্যা-৭২৫

১৬২. মুসনাদুস শিহাব লিল কাযায়ী, ওফাত-৪৫৪ হি., হাদীস সংখ্যা-১৪৯৯

১৬৩. হজ্জাতুল বিদা লি ইবনে হাযম, ওফাত-৪৫৬ হি., হাদীস সংখ্যা-৫৩০

১৬৪. আল আদাবু লিল বায়হাকী, ওফাত-৪৫৮ হি., হাদীস সংখ্যা-৮৬৭

১৬৫. আস সুনানুস ছূগরা লিল বায়হাকী, ওফাত-৪৫৮ হি., হাদীস সংখ্যা-৪৮৮৩

১৬৬. আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ওফাত-৪৫৮ হি., হাদীস সংখ্যা-২২,৩৪০

১৬৭. আল কাযা ওয়াল ক্বদর লিল বায়হাকী, ওফাত-৪৫৮ হি., হাদীস সংখ্যা-৫৮২

১৬৮. শুআবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ওফাত-৪৫৮ হি., হাদীস সংখ্যা-১১২৬৯

১৬৯. মা’রেফাতুস সুনানে ওয়াল আছার লিল বায়হাকী, ওফাত-৪৫৮ হি., হাদীস সংখ্যা-২০৮৮১

১৭০. দালায়েলুন নবূয়্যাত লিল বায়হাকী, ওফাত-৪৫৮ হি., হাদীস সংখ্যা-৩২৮৬

১৭১. ইসবাতু আযাবিল কবর লিল বায়হাকী, ওফাত-৪৫৮ হি., হাদীস সংখ্যা-২১১

১৭২. আল আসমা ওয়াস ছিফাত লিল বায়হাকী, ওফাত-৪৫৮ হি., হাদীস সংখ্যা-১০২৩

১৭৩. আয যুহুদুল কবীর লিল বায়হাকী, ওফাত-৪৫৮ হি., হাদীস সংখ্যা-৯৯৩

১৭৪. আল মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা লিল বায়হাকী, ওফাত-৪৫৮ হি., হাদীস সংখ্যা-৭০৯

১৭৫. আল বা’ছু ওয়ান নুসুর লিল বায়হাকী, ওফাত-৪৫৮ হি., হাদীস সংখ্যা-৫৯৩

১৭৬. আদ্ দাওয়াতুল কাবির লিল বায়হাকী, ওফাত-৪৫৮ হি., হাদীস সংখ্যা-৬৭১

১৭৭. আল ক্বিরা’আতু খালফাল ইমাম লিল বায়হাকী, ওফাত-৪৫৮ হি., হাদীস সংখ্যা-৪০০

১৭৮. আল ই’তিক্বাদ লিল বায়হাকী, ওফাত-৪৫৮ হি., হাদীস সংখ্যা-৩৬৬

১৭৯. ফাজায়েলুল আওক্বাত লিল বায়হাকী, ওফাত-৪৫৮ হি., হাদীস সংখ্যা-৩০৮

১৮০. হায়াতুল আম্বিয়া ফি কুবুরিহীম লিল বায়হাকী, ওফাত-৪৫৮ হি., হাদীস সংখ্যা-২১

১৮১. জামেয়ু বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী লিল কুরতুবী, ওফাত-৪৬৩ হি., হাদীস সংখ্যা-২৪১৫

১৮২. মানাকিবূ আলী লি ইবনিল মাগাযিলী, ওফাত-৪৮৩ হি., হাদীস সংখ্যা-৪৬৭

১৮৩. তারতীবুল আমালী আল খামিসিয়্যাহ লিস সাজারী, ওফাত-৪৯৯ হি., হাদীস সংখ্যা-৩০২৬

১৮৪. শরহুস সুন্নাহ লিল বাগাভী, ওফাত-৫১৬ হি., হাদীস সংখ্যা-৪৪২২

১৮৫. আত্ তারগীব ওয়াততারহীব লি কিওয়ামীস সুন্নাহ আল আসবাহানী, ওফাত-৫৩৫ হি., হাদীস সংখ্যা-২৫২০

১৮৬. মু'জামু ইবনে আসাকির, ওফাত-৫৭১ হি., হাদীস সংখ্যা-১৬২১

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

১৮৭. আত তুয়ুরিয়াত লি আবিত ত্বাহির আস সালিফী, ওফাত-৫৭৬ হি., হাদীস সংখ্যা-১৩৪৪

১৮৮. আত্ তাহক্বীক ফি মাসায়িলিল খিলাফ লি ইবনিল জাওযী, ওফাত-৫৯৭ হি., হাদীস সংখ্যা-২০৭২

১৮৯. জামেউল উসূল ফি আহাদীসির রাসূল, ইবনুল আসীর, ওফাত-৬০৬ হি., হাদীস সংখ্যা-৯৫২৩

১৯০. আল মুতাহাব্বিন ফিল্লাহ লি ইবনে কুদামাহ, ওফাত-৬২০ হি., হাদীস সংখ্যা-১৬১

১৯১. আল আহাদিসুল মুখতারা (ইমাম বুখারী ও মুসলিম যেগুলো তাদের কিতাবে উল্লেখ করেননি) জিয়া উদ্দিন মাকদিসী, ওফাত-৬৪৩ হি., হাদীস সংখ্যা-৫৪০১

১৯২. আল আমরু বিল মারূফ ওয়ান নাহী আনিল মুনকার, আবূ বকর আল খাল্লাল, হাদীস সংখ্যা-২৫৩

১৯৩. আস সুন্নাহ লি আবি বকর আল খাল্লাল, হাদীস সংখ্যা-১৮৪৯

১৯৪. আল বির্র ওয়াস সিলাহ, হুসাইন ইবনুল হাসান মারওয়াযী, হাদীস সংখ্যা-৩৫১

১৯৫. আযযুররিয়্যাতুত তাহিরাহ লিদ দুওলাভী, হাদীস সংখ্যা-২৩০

১৯৬. আয যুহদু লি আহমদ ইবনে আমর আশ শায়বানী, হাদীস সংখ্যা-২৮৮

১৯৭. আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, হাদীস সংখ্যা-৭৭১

১৯৮. ইসবাতুশ শাফায়াত লিয যাহাবী, ওফাত-৭৪৮, হাদীস সংখ্যা-৬৬

১৯৯. যিকরুন নার লি আব্দিল গণী আল মাকদিসী, ওফাত-৬০০ হি., হাদীস সংখ্যা-১১৪

২০০. আত তারগীব ফিদ দোয়া ওয়াল হাছছী আলাইহী, আব্দিল গণী আল মাকদিসী, ওফাত-৬০০ হি., হাদীস সংখ্যা-১৩৭

কিছু তাখরীজ ও যাওয়াযেদ এর কিতাব

(তাখরীজ হল- কোন নির্দিষ্ট কিতাবের হাদীসগুলোকে হাদীসের মূল কিতাবের দিকে হাওয়ালা দেওয়া এবং হাদীসের মান নির্ণয় করা।)

হাদীস ও আছারের সংখ্যা- দুই লক্ষ চুরাশি হাজার দুইশত ঊনিশটি।

২০১. আত তাহকীক ফি মাসায়িলীল খিলাফ লি ইবনিল জাওযী, ওফাত-৫৯৭, হাদীস সংখ্যা-২০৭২

২০২. খুলাসাতুল আহকাম লিল নববী, ওফাত-৬৭৬ হি., হাদীস সংখ্যা-৩৮৮৩

২০৩. তাহযীবুল আছার লি মুহাম্মদ ত্ববারী, ওফাত-৬৯৪ হি., হাদীস সংখ্যা-২৪৪৪

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

২০৪. আল ইলমামু বি আহাদীসিল আহকাম লি ইবনে দাকীকিল ঈদ, ওফাত-৭০২ হি., হাদীস সংখ্যা-১৬৩২

২০৫. তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতিল আতরাফ, ইউসুফ ইবনে আব্দির রহমান আল মিযযী, ওফাত-৭৪২, হাদীস সংখ্যা-১৯৬২৬

২০৬. আল মুহাররার ফিল হাদীস, শামছূদ্দীন ইবনে আব্দিল হাদী হাম্বলী, ওফাত-৭৪৪ হি., হাদীস সংখ্যা-১৩০৪

২০৭. তানকীহুত তাহকীক, শামছূদ্দীন ইবনে আব্দিল হাদী হাম্বলী, ওফাত-৭৪৪ হি., হাদীস সংখ্যা-৩২৯৬

২০৮. তানকীহুত তাহকীক লিয যাহাবী, ওফাত-৭৪৮ হি., হাদীস সংখ্যা-৮০৩

[

২০৯. তাখরীজু আহাদীসিল কাশশাফ, জামালুদ্দীন যাইলায়ী, ওফাত-৭৬২, হাদীস সংখ্যা-১৫৭০

২১০. জা'মেউল মাসানীদ ওয়াস সুনান, ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর, ওফাত-৭৭৪ হি., হাদীস সংখ্যা-১৩৫৪৭

২১১. তুহফাতুল মুহতাজ ইলা আদিল্লাতিল মিনহাজ, ইবনুল মুলাক্কিন, ওফাত-৮০৪ হি., হাদীস সংখ্যা-১৮২৫

২১২. খুলাসাতুল বদরিল মুনীর, ইবনুল মুলাক্কিন, ওফাত-৮০৪ হি., হাদীস সংখ্যা-২৯৯৫

২১৩. গায়াতুল মাকসাদ ফি যাওয়ায়ীদিল মুসনাদ, নুরুদ্দীন হাইছামী, ওফাত-৮০৭ হি., হাদীস সংখ্যা-৫১৫৩

২১৪. কাশফুল আসতার আন যাওয়ায়ীদিল বাযযার, নুরুদ্দীন হাইছামী, ওফাত-৮০৭ হি., হাদীস সংখ্যা-৩৬৯৮

২১৫. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়েদ, নুরুদ্দীন হাইছামী, ওফাত-৮০৭ হি., হাদীস সংখ্যা-১৮৭৭৬

২১৬. মাওয়ারেদুজ জমআন ইলা যাওয়ায়েদু ইবনে হিব্বান, লিল হায়ছামী, ওফাত-৮০৭ হি., হাদীস সংখ্যা-২৬৪৭

২১৭. ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারাহ বি যাওয়ায়ীদিল মাসানীদিল আশারাহ, শিহাবুদ্দীন আল বূসীরী, ওফাত-৮৪০ হি., হাদীস সংখ্যা-৭৯৬৮

২১৮. মিসবাহুজ যুজাজাহ ফি যাওয়ায়ীদি ইবনে মাজাহ, শিহাবুদ্দীন আল বূসীরী, ওফাত-৮৪০ হি., হাদীস সংখ্যা-১৫৫১

২১৯. ইতহাফুল মাহারাহ লি ইবনে হাজার আসকালানী, ওফাত-৮৫২ হি., হাদীস সংখ্যা-২৫৫১৪

২২০. ইতরাফুল মুসনাদীল মুতাআলী বি আতরাফীল মুসনাদীল হাম্বলী, ইবনে হাজার আসকালানী, ওফাত-৮৫২ হি., হাদীস সংখ্যা-১২৭৮৭

২২১. আত তালখীসুল হাবীর ফি তাখরীজি আহাদীসির রাফেয়ীল কাবীর, ইবনে হাজার আসকালানী, ওফাত-৮৫২ হি., হাদীস সংখ্যা-২৭৪২

২২২. আদ দিরায়া ফি তাখরিজী আহাদীসিল হিদায়া, ইবনে হাজার আসকালানী, ওফাত-৮৫২ হি., হাদীস সংখ্যা-১০৮৫

২২৩. আল জামীউস সগীর লিস সুয়ুতী, ওফাত -৯১১ হি., হাদীস সংখ্যা-১০০৩০

২২৪. আল জা'মেউস সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু, জালালুদ্দীন সূয়ুতী, ওফাত-৯৯১, হাদীস সংখ্যা-১৪০০০

২২৫. জা'মেউল আহাদীস, জালালুদ্দীন সূয়ুতী, ওফাত-৯৯১, হাদীস সংখ্যা-৪৫৭৫৭

২২৬. কানযুল উম্মাল লি আলী আল মুত্তাকী ইবনে হুসামুদ্দীন, ওফাত-৯৭৫, হাদীস সংখ্যা-৪৬৬২৪

২২৭. আল ফাতহুস সামাভী (তাফসীরুল বায়যাভী) আব্দুর রউফ মুনাভী, ওফাত-১০৩১, হাদীস সংখ্যা-১০৫১

২২৮. আল লুউলুউ ওয়াল মারজান ফি মা ইত্তাফাকা আলাইহীস শাঈখান, মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, ওফাত-১৩৮৮ হি., হাদীস সংখ্যা-১৯০৬

২২৯. জমউল ফাওয়ায়েদ মিন জা'মিয়ীল উসূল ওয়া মাজমাউয যাওয়ায়েদ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আর রাদানী আল মাগরিবী আল মালিকী, ওফাত-১০৯৪ হি., হাদীস সংখ্যা-১০১৩১

২৩০. আল মুসনাদুল জা'মে, মাহমুদ মুহাম্মদ খলীল, সমকালীন, হাদীস সংখ্যা-১৭৮০২

মূল কিতাব ও তাখরীজ মিলে মোট হাদীস ও আছারের সংখ্যা- ৮,০৮,১৬৭ আট লক্ষ আট হাজার একশত সাতষট্টিটি।

তথ্যসূত্রঃ

০১. মাকতাবায়ে শামেলা (ছয় হাজার ভার্সন)

০২. মাকতাবায়ে শামেলা (ষোল হাজার ভার্সন)

০৩. আস্ সিহাহ আস্-সিত্তাহঃ পরিচিতি ও পর্যালোচনা- ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান।

মাহফুজ আহমাদ আল মাদানী(হাফিযাহুল্লাহ)

আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মাদীনা মুনাওয়ারা,সৌদিআরব

৩২) মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগঃ

যারা লামাযহাবী (আহলে হাদিস /সালাফি দাবীদার) মতবাদকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারেনি তারাই উদারতা এবং কথিত ঐক্যের দোহাই দিয়ে লামাযহাবী মতবাদের খন্ডন করতে বাঁধা দেয়!

দালীলিকভাবে লামাযহাবীদের খন্ডন করলে কওমী পড়ুয়া কিছু কথিত উদারপন্থী এসে বলবে, ভাই এসব বাদ দেন! এসব বললে উম্মাহর মধ্যে ফাটল ধরবে! অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলুন!

ওরা লামাযহাবী মতবাদ বলতে বুঝে শুধুমাত্র রফয়ে ইয়াদাইন করা আর জোরে আমীন বলাকে!

এজন্য উদারতার সবক দিতে বলে, এসব তো অন্য মাযহাবেও আছে! এগুলো বলে লাভ নাই! এসব ফিকহী ইখতিলাফ!

লামাযহাবী মতবাদ মুসলিম উম্মাহর জন্য কত বিপজ্জনক সেটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন পাহাড়সম ইলমের অধিকারী মনীষীরা।অনুধাবন করতে পেরেছিলেন ইমাম যাহেদ ইবনুল হাসান কাওসারী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি এই মতবাদের খন্ডন এবং জাতিকে এর ভয়াবহতা বুঝাতে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লিখে গেছেন।তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম হলো,

اللامذهبية قنطرة اللادينية

(মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ)

লামাযহাবী মতবাদকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন আল্লামা সাঈদ রমাযান আল বুতী রাহিমাহুল্লাহ। তিনিও একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লিখে এই মতবাদ সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করে গেছেন।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম হলো,

اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية

(মাযহাব ত্যাগ এমন একটি বেদআত যা ইসলামী শরিয়াহকে ধ্বংস করে দেয়)

লামাযহাবী মতবাদের সমস্যা শুধু শাখাগত বিষয়ে না! এই মতবাদের সমস্যা হলো গোড়ায়! ওদের সমস্যা আকীদায়, ওদের সমস্যা হলো, বিচ্ছিন্ন মত বেছে বেছে অনুসরণে! ওদের সমস্যা হলো,সালাফকে গালিগালাজ করাতে! ওরা উমর রা. এর মতো সাহাবীকে বেদআতী বলে! হযরত উসমান রা. কে বেদআতী বলে! ইমামদের সমালোচনা করে! ইমামদের শানে কটুক্তি করে! ভুল ও মনগড়া ফতোয়া দিয়ে ইসলামী শরিয়াহকে খেল-তামাশার বস্তু বানিয়ে ফেলা ইত্যাদি হলো এই মতবাদের গোড়ার সমস্যা!

মোটকথা শায ও বিচ্ছিন্ন মতের সমন্বয়ে গঠিত মতাদর্শের নাম হলো, লামাযহাবী মতবাদ!

দলিলভিত্তিক ইলমী খন্ডন করলে যারা উদারতা আর কথিত ঐক্যের বুলি শুনায়, তাদের উদ্দেশ্যে বলব, মাযহাব হলো ঐক্যের প্রতীক।চৌদ্দশো বছরের ইতিহাসে মাযহাব ঐক্যের প্রতীক হিসেবেই ছিল।

যারা চৌদ্দশো বছর পরে এসে মাযহাবের বিরোধিতা করছে তারাই মূলত ঐক্যের পথে অন্তরায়! তারাই ঐক্য বিনষ্ট করেছে! ঐক্যের নাম নিয়ে মাযহাবের বিরোধিতা করে শুধু বাংলাদেশেই লামাযহাবীরা ষাটটির বেশি দলে বিভক্ত!পাশাপাশি ওরা এক দল আরেক দলকে গোমরাহ বলে! কখনো আগ বাড়িয়ে কাফেরও বলে ফেলে!! ফাইন্নালিল্লাহ!!

আল্লাহ্ তা'আলা মাযহাব বিরোধিতাকারীদের হেদায়াত দিন। আমীন।

লিখেছেন - মুহতারাম আব্দুল আজিজ মাহবুব হাফি.

৩৩) হানাফীরা এত দলে বিভক্ত কেন?

আরে ভাই,

আওয়ামিলীগ কত দলে বিভক্ত, জানেন?

বললাম - কি ?

সে বললো -

এই তো, আওয়ামিলীগ / যুবলীগ / ছাত্রলীগ / কৃষক লীগ আরো কতো যে লীগ আছে, আল্লাহ ভালো জানেন।

আমি বললাম -

আরে ভাই, এগুলার মূল তো একই। কেবল শাখা ভিন্ন হয়েছে। তবে সবগুলার মূল একই আদর্শে প্রত্যাবর্তন হয়।

এটা একটা কমন বিষয় -

অনেকে না বুঝেই কিংবা বুঝেও না বুঝার ভান ধরে বলবে -

হানাফীরা কতো দলে-উপদলে বিভক্ত। এই যেমনঃ কওমী / আলিয়া / সুন্নী / দেওবন্দি / তাবলীগী / চরমোনাই ইত্যাদি ।

আরে ভাই,

এগুলা তো যার যার কর্মপদ্ধতিতে ভিন্ন হয়েছে। কিন্তু মাসলা-মাসাইলে সবার মূল কিন্তু একই। কেউ তো হানাফী মাজহাবকে কেন্দ্র করে বিভাজন হয় নাই।

মানতিক বা ফিলসফি দিয়ে একটু বুঝিয়ে বলি। বুঝার ইচ্ছা হলে এটুকুই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ -

→ হানাফী মাজহাব হচ্ছে - মূল (কূল)

→ তার অধিনস্থ যতো ফেরকা আছে, সব হলো (জূয)

জূয তথা শাখা এর কারণে মূল কখনো খারাপ হতে পারে না। আর প্রত্যেকটা কূল তথা মূল থেকে আবিস্কৃত সব জূয তথা শাখাও সঠিক হয়ে যাবে, এমন কিন্তু না।

বরং, মূলের শাখা কখনো সঠিক/বেঠিক হতেই পারে। তাই বলে শাখার দায়ভার মূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় না। যেমনঃ একটা উদাহরণ বলি -

একজন পিতা → উনি হচ্ছেন মূল (কূল)

পিতার পাঁচজন সন্তান → ওরা হচ্ছে শাখা (জূয)

আচ্ছা, সন্তান খারাপ হলে কি আমরা পিতাকে খারাপ বলি ? প্রত্যেক পিতাই মূলত ভালো হয়ে থাকে। তবে কখনো সন্তান খারাপ হয়ে যেতে পারে। এতে সন্তানের খারাপ কাজের জন্য পিতাকেও খারাপ সাব্যস্ত করা মোটেও ঠিক না।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

হানাফী মাজহাব হচ্ছে → মূল বা কূল।

এ থেকে অনেক ফেরকা বের হয়েছে। তবে সবার মূল একই। আবার মাজহাব কখনো ফেরকা হতে কাউকে বলে নাই। সবাই নিজ ইচ্ছে হয়েছে। তবে মাজহাবের এখানে দোষ কী ?

বিভিন্ন শিরক/ বেদাতী দলের কারণে যারা হানাফী মাজহাবকে ব্লেইম করে, তাদের দাবী কি মোটেও ঠিক ? ?

৩৪) কিতাবী ইলম আর ইন্টারনেটি ইলম এর মধ্যকার প্রধান পার্থক্য নিয়ে ছোট্ট একটা লেখা -

গতরাত একজন জেনারেল শিক্ষিত ভাইয়ের সাথে ইলমি আলোচনা হচ্ছিল। তিনি আসলেই একনিষ্ঠতার সাথে জানতে চাচ্ছেন, তাই আমিও আগ বাড়ালাম। কোন অহংকার কিংবা একঘেয়েমি করার উনার ইচ্ছা নাই। উনার কথা এরকম, দালিল দিয়ে ভালো করে বুঝালে উনি সত্যটা মানতে রাজী।

আমি যেহেতু আমার রুমেই আছি। সুতরাং, আমার সামনে ফিকাহের দু'টা বই সামনে রেখে আলোচনা করছি। অপাশ থেকে উনি কিতাব ছাড়াই ইন্টারনেট নির্ভর আলোচনা করছেন। মানে, আমি যখন উনাকে কোন প্রশ্ন করি ; তখন ইন্টারনেট থেকে কিছু বলার চেষ্টা করেন। আর উনি আমাকে প্রশ্ন করলে আমি সরাসরি কিতাব তথা " বিদায়াতুল মুজতাহিদ ও " হিদায়া " থেকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি।

আলোচনার ফাঁকে হঠাৎ দেখি এই ভাই উধাও। লাইন সংযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন । প্রায় অর্ধঘন্টা অপেক্ষা করে কোন রেসপন্স না পেয়ে ঘুমিয়ে গেলাম। মাত্র ঘুম থেকে উঠে মেসেজ পেলাম যে বলতাছেন -

" সরি ভাই! গতরাত হঠাৎ আমার ইন্টারনেট প্যাকেজ শেষ হয়ে যায়। ফলে আমি ইন্টারনেট থেকে কোন তথ্য যোগাড় করতে পারি নাই। আর এই কারণে আপনাকে মেসেঞ্জারে আর নকও করি নাই। "

আমি কোন উত্তর দিলাম না। সাথে সাথে মাথায় চিন্তা আসলো করোনা মহামারী এসে আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো যে, পৃথিবীতে যে কোন মুহুর্তে বড় ধরণের বিপর্যয় আসতে পারে। পৃথিবীকে পঙ্গুও করে দিতে পারে। এতে কোন সন্দেহ নাই।

আচ্ছা যদি কখনো এমন হয় যে , কোন কারণে পৃথিবী থেকে বা কোন দেশ থেকে ইন্টারনেট সংযোগ টোটালি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অল্প সময়ের জন্য বা দীর্ঘ টাইমের জন্য, তাহলে এসব গুগলীয়া শায়খগণ মানুষকে ফতোয়া দিবেন কি করে? বা কোথায় থেকে ?

আমরা তো - আলহামদুলিল্লাহ - বই-পুস্তক পড়ে মুফতি হচ্ছি। বইয়ের প্রতিটা পৃষ্ঠা অবধি মুখস্থ করছি। পৃথিবীর যে কোন বিপর্যয় আসুক, আমাদের হাতে রাখা বই আর অন্তর জবত রাখা জ্ঞান তো আর বিলীন হতে পারে না ইনশাআল্লাহ ।

কিন্তু তাদের কি হবে ? যারা বই-পুস্তক না পড়ে ফতোয়া /দলিল-আদিল্লা দেওয়ার জন্য জামেয়া ইসলামীয়া গুগলীয়াকে বেছে নিয়েছে !!

নৈতিকতাঃ- ইন্টারনেট থেকে ইলম চর্চা মোটেও খারাপ না। তবে এটাকে একমাত্র উপায় বানিয়ে নেওয়া চরম অন্যায়। ইন্টারনেট থেকে দলিল পেশ করা তো জরুরতে হওয়ার দরকার ছিলো। বস্তত, সবাইকে বই-পুস্তকের দিকে ফিরে যেতে হবে। ধন্যবাদ !

৩৫) ফিকহুল হানাফী নাকি ফিকহুস সুন্নাহ,কোনটা অনুসরণ করব?

এই প্রশ্নটা আজকাল কিছু ভাইয়ের মুখে খুব শোনা যায়।কেউ কেউ তো আরো আগে বেড়ে বলেন,

আপনারা কার সালাত পড়তে চান,আবু হানিফার সালাত নাকি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত? (معاذ اللّٰه)

সঙ্গত কারণেই একজন সাধারণ মুসুল্লীর জন্য প্রশ্নটা খুব বিব্রতকর।

আজকে আমরা এই বিষয়টি খোলাসা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

১.

তাদের কথার সারমর্ম হলো, মাযহাবের যে ফিকহ ও মাসআলা-মাসায়িল সেগুলো হলো ইমামদের ফিকহ।যেমন শাফেয়ী মাযহাবে ইমাম শাফেয়ীর ফিকহ,হানাফী মাযহাবে ইমাম আবু হানিফার ফিকহ। মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের ক্ষেত্রেও একই কথা।

তাইলে কুরআন ও হাদীসের ফিকহ কোনটা?এর উত্তরে তারা বলে,কুরআন-হাদীস খুলুন সেখান থেকে যেটা বোঝা যায় সেটাই হলো ফিকহুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ। এই নামে তারা কিতাবও রচনা করেছে।

তো বাহ্যিকভাবে তাদের এই কথাটা খুব চমৎকার,যে আমরা ইমামদের ফিকহ মানিনা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফিকহ অনুসরণ করি। কিন্তু আসলে তাঁদের কথায় বড়ধরনের ঘাপলা আছে।

এখন আসুন আগে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি "ফিকহুল হানাফী"বা"ইমামদের ফিকহ" এই কথার অর্থ কী?

২.

ইমামগণ কুরআন হাদীস থেকে মাসআলা বের করার জন্য সারাজীবন গবেষণা করে গেছেন। তাঁদের যোগ্যতা ও ইলমের জন্য তাঁদের আত্মনিবেদন অতুলনীয়।তো কুরআন-হাদীস থেকে তাঁরা যা বুঝেছেন সেটাই তাঁদের ফিকহ আকারে সংকলিত হয়েছে।সহজ ভাষায়"কুরআন-হাদীস থেকে তাঁরা যেটা বুঝেছেন তাঁদের সেই বুঝলদ্ধ জ্ঞানই হলো তাঁদের "ফিকহ"।

তাহলে আমরা চৌদ্দশত বছর পর কুরআন-হাদীস খুলে যেটা বুঝলাম সেটা "ফিকহুস সুন্নাহ" হলো আর ইমামগণ (কেউ তাবেয়ী কেউ তাবে তাবেয়ী) কুরআন-হাদীস থেকে যেটা বুঝলেন সেটা "ফিকহুস সুন্নাহ" না হয়ে "ইমামদের ফিকহ" হলো এ কেমন বিচার?!(فمالكم كيف تحكمون)

আসল কথা হলো,ফিকহে হানাফী,ফিকহে শাফেয়ী মানে কুরআন-হাদীস সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বা ইমাম শাফেয়ী রহ.এর বুঝ।আর তারা যেটা "ফিকহুস সুন্নাহ"বলছে সেটা আলাদা কিছু নয়, বরং কুরআন-হাদীস সম্পর্কে তাদের নিজেদের বুঝটাকেই "ফিকহুস সুন্নাহ"বলে চালিয়ে দিচ্ছে।

৩.

তাই এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, কুরআন-হাদীসের ক্ষেত্রে তাদের বুঝ উত্তম নাকি ইমামদের বুঝ?

তাহলেই পাশার দান উল্টে যাবে।কারণ কোন সচেতন মুসলমানই ইমামগণের বুঝ রেখে তাদের বুঝ গ্রহন করতে যাবে না।

নিজেদের মতামতকে সাধারণ মুসলমানদের উপর চাপানোর জন্যই এই ধরনের শব্দের মারপ্যাঁচের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে।(আসতাগফিরুল্লাহ)

আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে এই ধরনের ভুল বোঝাবুঝি থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

৩৬) প্রসঙ্গ: স্থানীয় আলেমদের সান্নিধ্য গ্রহণঃ

আমাদের যুবক ও তরুণ ভাইয়েরা প্রযুক্তির কল্যাণে দেশের বাইরের হক্কানি উলামায়ে কেরামের সুন্দর সুন্দর বক্তব্য শোনেন। তাদের আলোচনা থেকে উপকৃত হন। আত্মার খোরাক গ্রহণ করেন। কিন্তু এখানে একটা ত্রুটি বা গ্যাপ থেকে যায়। তা হচ্ছে- সুহবত বা সান্নিধ্যের অনুপস্থিতি।

আপনি তাদের আলোচনা শুনে উপকৃত হতে থাকবেন অনবরত। কিন্তু পাল্টা কিছু জিজ্ঞেস করতে পারবেন না। কোনো সংশয় ব্যক্ত করতে পারবেন না। সেই সুযোগ নেই। বা থাকলেও খুব কম। সুওয়াল-জওয়াব এবং নিসবত কায়েমের মাধ্যমে ইলম অর্জনের যে নববী ধারা রয়েছে, তা এখানে পাওয়া যাচ্ছে না।

তাই স্থানীয় হক্কানি উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা, নিয়মিত সুহবতে যাওয়ার মতো কাছাকাছি কোনো আলেমে রাব্বানির সঙ্গে নিসবত কায়েম করা খুবই জরুরি। এতে করে নিজের ভেতরকার প্রশ্ন, সংশয় তাঁর সামনে ব্যক্ত করা সহজ হবে।

কেউ হয়ত বলবেন, হক্কানি আলেম তো এখন পাওয়া যায় না। কথাটা ঠিক নয়। সবসময়, সব জায়গায় হক্কানি আলেম আছেন। আমাদের খোঁজে বের করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন, তোমরা সত্যবাদিদের সান্নিধ্য গ্রহণ করো। সত্যবাদি না থাকলে আল্লাহ এই নির্দেশ দিতেন না। আল্লাহ মানুষের সাধ্যের বাইরে কোনো হুকুম চাপিয়ে দেন না।

(জিয়াউর রহমান)

৩৭) সহীহ হাদীস আর আহলে হাদীস এক নয়।

-মুফতি মুনাওয়ার হোসাইন হাফি.

.

সত্য গ্রহণের সুপ্ত বাসনা ও মানসিকতা সবারই থাকে। যারা সেক্যুলার এডুকেশন ব্যাকড তারা

যখন দ্বীন প্রাকটিস করতে প্রয়াসি হন তখন তারা সহীহ হাদীসই খুঁজে থাকেন। ইসলামের অভ্যন্তরীন বিভেদপূর্ণ বিষয়গুলোর পার্থক্য নির্ণয়ের সময় অধিক বিশুদ্ধ ও অনুসন্ধানি মনোভাব রাখেন। নকলের ভিরে যেমন খাটি দ্রব্য দেখে ক্রয় করার জন্য ব্রান্ড দেখে দেখে যাচাই করা হয় ঠিক সে যুক্তি আর ঐ মনোভাব নিয়েই ইসলামে বিশুদ্ধতা খুঁজতে যেয়ে সহীহ হাদীসকে আমাদের ভাইয়েরা অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এবং খুঁজতে থাকে কার কাছে আছে এই সহীহ হাদীস।

.

হাজার হাজার মাদরাসায় বছরব্যাপী বুখারি, মুসলিম শরীফের দিনরাত চর্চা হলেও কোন দিন সহীহ হাদীস বিপনন করেন নি কিন্তু সে ‘সহীহ হাদীস’টার বাণিজ্যিক ব্যবহার করেছে এ দেশের তথাকথিত চরম সাম্প্রদায়িক প্রান্তিক একটি গোষ্ঠি যাদেরকে `আহলে হাদীস‘ বলে সমাজের মানুষ চিনে থাকে। ভাইয়েরা, এরা একটি দলবদ্ধশ্রেণী। আপনার বিশুদ্ধতার প্রতি মনোযোগ, ভালোবাসা, আর রুগবাত এটা প্রশংসনীয় কিন্তু আপনার এ আবেগ আর অনুসন্ধিতসু মানসিকতাটাকে তারা ব্লাকমেইল করে দলের প্রকোষ্টে আবদ্ধ করে ফেলে এবং মুসলিমদের ভেতর চরম ফেতনা উদ্রেক করার জন্য প্রধানতম মুখ্য ভুমিকা রাখে।

.

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

হকপন্থি আলেমদেরকে এরা একের পর এক আঘাত করে। ইলমি খিয়ানাতই এদের শপথিক কার্যক্রম। এ পর্যায়ে যে তারা তাদের সকল ইসতিদাদ বুঝে সুঝে দ্বীনের মৌলিকত্বকে ভাঙার আর তাবদীল করার চূড়ান্ত কোশেস করে। জিহাদ,কিতাল ফি সাবিলিল্লাহকে তারা ইসলামের একটি অপ্রয়োজনীয় অংশ বলে ইতিমধ্যে প্রচারের শীর্ষ তালিকায় নিয়ে গেছে। কিতাল প্রশ্নে ট্রাম্প, পুতিনসহ কুফফারদের মিছিলের অগ্রভাগ যেখানে ঠিক এই দলটি বিশ্বাসের দিক থেকে সেই দলের গোড়ার মোহনায় মিশে গেছে যেন মগডালটি দৃশ্যত ইসলামের কিন্তু গোড়াটা ওখানের।

খারেজি, জাল, বিদআত অসম্ভব বহুল প্রচারিত পরিভাষা এদের। যাকে তাকে মুশরিক, খারেজি বলার অভ্যাস এদের পান্তাভাত। ভ্রষ্ট মাদখালি আকীদায় বিশ্বাসী এনারা, যা দৃশ্যত সকল স্বৈরাচার, কুফফারদের ক্ষমতায় থাকার বৈধতা দানকারীর ফেক্টরীর পরিচালকরা লালরুমালের বড় বড় শাইখ পরিচয়ে মুরজিয়াগিরি সামাজিকিকরণ প্রকৃয়া চালাচ্ছে।

.

এক সময় গণতান্ত্রিক জামাআতে ইসলামীকে বাহন হিসেবে এরা সিদ্ধ হস্তে ব্যবহার করে মিডিয়ায় জায়গা করে নিয়েছে। জামাআতে ইসলামির প্রশ্রয়ে কেউ প্রফেসর, ব্যাংকের শরীআ বোর্ডের চেয়ারম্যান, ডিন, ইত্যাদী পদ বাগিয়ে নিয়েছে। যখন, এ দলটির দূর্দিন শুরু হয়েছে তখন এরা পল্টি মেরে সৌদিমুখি শাইখে পরিণত হয়েছে, আর মাওলানা সাইদিসহ তাদের সকল রাজনৈতিক লিডারদেরকে খারেজি ইখওয়ানি বলে ব্লাকশ্যাডোতে পাঠিয়েছে।

.

হানাফি মাযহাব, কওমী মাদরাসা এরা পারলে জ্বালিয়ে দিত। ৪ মাজহাব? ইসলামের গবেষনার কোন একটি থট। এটিকে তুড়ি মেড়ে উড়িয়ে দিয়ে তাদের কেউ কেউ বলেছে `মাযহাব মানা গোণাহের কাজ'। .

.

কাউকে আঘাত করতে এরা বাদ দেয় নি। ডা.জাকির নায়েকের রফইয়াদাইন দেখে দেখে এরা সরল শিক্ষিত ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বুঝিয়েছে, “দেখছো ! ওনার মত স্কলারও আহলে হাদী“-আর যাবেন কই। দেশের শীর্ষস্থানীয় থেকে গ্রাম্য মুন্সি পর্যন্ত সবাই পর্যদুস্ত। মাজহাব ছাড়ার হিরিক। আহলে হাদীস দলের জয়জয়কার।

.

কাল থেকে দেখছি, সেই ডা.জাকির নায়েক হাফিজাহুল্লাহ না'কি আহলে হাদীস নাই। তিনি এখন খারেজি।

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

কেন, কেন? কেনরে ভাই? তিনি মাদখালিজম ও আহলে হাদীসদের গন্ডি থেকে খারিজ হয়ে গেছে? গেছে, কারণ সে মাজহাবি আলেম ত্বকী উসমানির নাম মুখে উচ্চারণ করছে- এ যেন অচ্ছুত কায়দা কারবার। তিনি কি আর আহলে হাদীস থাকতে পারে? তাই, ডা,জাকির নায়েক এখন খারেজি।

.

এদেশে সামাজিকভাবে ধর্মীয় যে বিভেদ তৈরী হয়েছে এগুলো এই তথাকথিত মাদখালি শাইখদের প্রাচির নির্মাণের ফলেই হয়েছে। দেড় যুগ আগে এগলা ছিল না। আহলে হাদীস, মুহাম্মাদী আমাদের বাড়ির আসেপাশেও ছিল আমরা পরস্পর ভাইই ছিলাম। দলবাজিকে লক্ষ উদ্দেশ্য বানানোর দ্বারায় এখন তারা একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে।

.

এ জন্য আসুন,এই ফিতনা থেকে বাঁচি। এতদিন এগুলো বলার থাকলেও চুপ থাকতাম। সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে। ময়দানে নিরপেক্ষ, সরল মুসলামান ভাই-বোনদেরকে পাগল বানিয়ে ছাড়ছে এরা। দেশের বড় বড় আলেম, স্কলার, প্রতিষ্ঠান কাউকে ছেড়ে দেয় না। তাই, এই ফিতনার ব্যাপারে ভাইদের বলবো আসুন, সুন্নাহ ও সলফে সালেহীনদের পথে থাকি।

.

দ্বীনের ইবাদাতের বিষয়ের পদ্ধতি বা ধরণ যাকে ইলমি পরিভাষায় ফিকহ বলা হয় সে বিষয়গুলোতে প্রতিষ্ঠিত স্কুল অব থট ফলো করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের বুঝার তাওফিক দান করুন।।

৩৮) লামাযহাবী মানেই গোমরাহি

এক

মাযহাব অনুসরণ মানে ইমামের সব কথাই হক্ব, তিনি ভুলের উর্ধ্বে এমন ধারণ শুধু মাত্র মূর্খরাই করতে পাড়ে।

লামাযহাবী বন্ধুরা তাদের শায়েখদের অন্ধ অনুসরণ করে এখন মাযহাবীদের কেও তাদের মত রূপায়ণ করতে লাগছে।

ইমাম আযমের নামে কোন একটা কথা পেলেই ব্যস খুশিতে বাকুম বাকুম!

চাই তার ইজতিহাদ গ্রহণীয় হোক আর অগ্রহণীয়!

সাম্প্রতিক লামাযহাবী বন্ধুরা শস্যদানা,মধু ইত্যাদি থেকে তৈরী মদ হালাল হওয়া প্রসঙ্গে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহি. এর বিচ্ছিন্ন একটি মত এনে খুব লাফ দিচ্ছে।

তাদের মনে রাখা দরকার হানাফি মাযহাবসহ বাকী তিন মাযহাব ব্যক্তির অনুসরণ করে না, তারা দলিল প্রমাণ নির্ভর ব্যক্তির ইজতিহাদ কে অনুসরণ করে।

লামাযহাবীদের মতো কেউ যদি ব্যক্তির অনুসরণ করে তাহলে সে স্পষ্ট গোমরা।

ইমাম মালিক ইবনু আনাস রাহি. যথার্থই বলেছেন-

" كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَرُدُّ إِلَّا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ

প্রত্যেক ব্যক্তি কিছু কথা গ্রহণীয় আর কিছু কথা অগ্রহণীয় একমাত্র রাসূল স. এর কথা ব্যতীত।

দুই

শস্যদানা,মধু ইত্যাদি থেকে তৈরী মদ হালাল হওয়া প্রসঙ্গে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহি. এর বিচ্ছিন্ন যে মতটি উল্লেখ করা হয় তা হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তার অন্ধ অনুসরণ করেন নাই।

দলিল-

আদ দুররুল মুখতারে স্পষ্ট আছে-

(وحرمها محمد) أي الأشربة المتخذة من العسل و التين ونحوهما قاله المصنف(مطلقا) قليلها وكثيرها (وبه يفتى) ذكرهالزيلعي وغيره ; واختاره شارح الوهبانية

"ইমাম মুহাম্মাদ এর ফাতাওয়া মতে মধু,ডুমুর ইত্যাদি থেকে নিঃসৃত মদ হারাম। চাই কম হোক বা বেশী।এ মতের উপরই ফাতাওয়া প্রদান করা হবে।(এটাই গ্রহণীয় মত) ইমাম যাইলায়ীসহ অন্যান্যরা তা উল্লেখ করেছেন। আল ওহবানিয়্যাহ গ্রন্থের ভাষ্যকারও তা গ্রহণ করেছেন।

>স্ক্রিনশট দ্র.ব্য.

ইমাম ইবনুল আবেদীন আশ শামী রাহি. এ মতকে সমর্থন করেন।

রদ্দুল মুহতার >স্ক্রিনশট দ্র.ব্য.

প্রত্যেক ইমামের ইজতিহাদে কিছু বিষয় অগ্রহণীয় হতেই পাড়ে কিন্তু তার অগ্রহণীয় মতকে তোকমা লাগিয়ে দলিল দেয়া জাহালাত।

এর মধ্যে লামাযহাবিরা মদ্যপ আর জুয়াড়িদের মত পোস্ট দিচ্ছে;

"আজ কা শাম হানাপী মাজহাব কে নাম, হিপ হিপ হুররে"

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

ছি! কতটা কুরুচি আর মুর্খ হলে এমন কথা বলতে পাড়ে একজন সহীহ হাদিসের দাবীদার ব্যক্তি।

আসলে এরা ডান বাম কিছুই বুঝে না।

তবে তাদের এহেন উদ্যত আচরণ দেখে এ কথা স্পষ্ট যে, হানাফী মাযহাব তাদের জালিয়াতি ব্যবসা ধসের কারণ।

আমি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা করি এটা অনেক আবেগী আহলে হাদিস ভাই মেনে নিতে পারেন না।

তাদের ধারণা, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় পড়া মানেই আহলে হাদীস হওয়া!

অথচ,আমি হানাফী ; তাহলে নিশ্চয় মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ি না!!

ওরে ভাই, একটা সঠিক তথ্য দেই। আমাদের দেশের যারা আহলে হাদিস মাদানী শায়খ আছেন, তারা মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় এসে লা-মাজহাবী হন নাই। বরং মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় আসার আগেও লা-মাজহাবী, পরেও লা-মাজহাবী। মানে, যেই লাউ ; সেই কদু আর কি!!

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় এসে নতুন করে তেমন কেহ আহলে হাদিস বা লা-মাজহাবী হয় না। বরং মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় এর অধিকাংশ ছাত্রই চার মাজহাবের নির্ধারিত কোন এক মাজহাবের অনুসারী।

কারণ একটাই - মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় চার মাজহাবের বই পড়ানো হয়। এমনকি বর্তমানে জুনিয়রদের নির্ধারিত এক মাজহাব (হাম্বলী) এর বই পড়ানো হয়।

যদিও আপনারা আহলে হাদিস ভাইয়েরা নির্ধারিত এক মাজহাব মানতে না-রাজ। কিন্তু কি আর করার ! আহলে হাদিস ভাইদের রাজী-খুশীতে তো আর বিশ্ববিদ্যালয় চলে না। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত এক মাজহাবের বই পড়ায়!!

তারা মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত চার মাজহাবের বই পড়াইছে। আজ দু'বছর থেকে তাদের দেশের মাজহাব তথা হাম্বলী মজাহাব এর বই পড়ায়। সুতরাং, আমি হানাফী এ কথা শুনে চোখ কপালে উঠানোর দরকার নাই। আমার মতো হাজার শিক্ষার্থী আছে, যারা আহলে সুন্নাহ এর প্রসিদ্ধ চার মাজহাব এর কোন এক মাজহাব অনুসরণ করে।

কিছু আহলে হাদিস ভাইয়ের ধারণা যে, মদীনাহ বিশ্ববিদ্যালয় যেন তাদের শায়খদের মামার বাড়ি। কিছু লিখলেই সরাসরি এন /তেন করার হুমকি দেয়!
ভাইরে একটা কথা বলি -

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় কারো মামার বাড়িও না,আবার চাচার বাড়িও না। এটা একটা বহু

আত্মার সমান সম্পর্কের নিরপেক্ষ আধ্যাত্মিক ভূ-খন্ড। এখানে কারো মামা / চাচা ইত্যাদি নাই। যা আছে শিক্ষক-শিক্ষার্থী।

কারো মামার বাড়ি হলে এতো দিনে আমাকে বিদায় নিয়ে চলে আসতে হতো। যাইহোক, নতুন করে যারা আমার ডিপ্ট. সহ হলের ঠিকানা নিচ্ছেন এবং এন / তেন করার হুমকি দিচ্ছেন, আপনাদের আস্ফালন আর অরণ্যে রোদনের জন্য অগ্রীম আফসোস জানাই ।

বড় আফোসেস ব্যাপার!

সালফে সালিহীনরা হাদিসের ব্যাখ্যা বুঝতে হাজারের পর হাজার মাইল হেটে শায়খ/উস্তাদের বাড়িতে যেতেন। হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে হাজারের উপর হাজার পৃষ্টা লিখে গিয়েছেন।
অথচ, আজকাল কিছু সংখ্যক লোক সালাফদের অনুসারী নাম দিয়ে ছোট্ট একটা মোবাইলের এপ্সে পড়ে সব হাদিস জান্তা হয়ে গেছেন । হাদিসের নিচে ছোট্ট করে লেখা " সহীহ " হলে গ্রহণ করছেন আর " জঈফ " লেখা হলে ছুড়ে দিচ্ছেন ।

আল-ইয়াজুবিল্লাহ!

আল্লাহ তা'লা এই উম্মাহকে রক্ষা করুক। সহীহ / জঈফ এগুলা কেবল হাদিসের মান নির্ণয় । তবে আমলের ক্ষেত্রে যে বিশাল কথা আছে, সেগুলা এই অবুঝ ভাইয়েরা বুঝতে চান না।

সব সহীহ হাদিস যে পালনীয় না, আবার সব জঈফ হাদীস যে বর্জনীয় না - এসব তারা কি করে বুঝবে ?

হায় আফসোস!!

সালাফগণ যদি আজকে তাদের এই দূরাবস্থা অবস্থা দেখতেন,তাহলে দুঃখ নিয়ে কবির মতো বলতেন -

كلما أدّبني الدهر أراني نقص عقلي

و كلما ازددت علما زادني علما بجهلي

আমাদের দেশের হানাফী আর আহলে হাদিস অনুসারীদের মাঝে মৌলিক দু'টা পার্থক্য -

১. হানাফী অনুসারীরা দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী তথা খায়রুল কুরুন (হাদিসের ভাষ্যে উত্তম কাল) এর মুফতিদের তাকলীদ করেন। আর আহলে হাদীস অনুসারীরা বর্তমান সময়ের শায়খদের তাকলীদ করেন।

২. হানাফী অনুসারীরা প্রকাশ্যে তাকলীদ করার কথা স্বীকার করেন আর আহলে হাদীস অনুসারীরা কৌশলে তাকলীদ করার কথা গোপনে রাখেন।

কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগলেও বাস্তবতা

এই। এতে কেউ দুঃখীত হলেও কিছু বলার নাই। তবে শেখ সাদীর একটা কবিতা বলে দেই -

" ওরা ইউসূফ (আঃ) কে বিক্রি করে কি ছাই ক্রয় করলো? "

একটা প্রশ্ন বারবার মাথায় ঘোরপ্যাঁচ খাচ্ছে -

ইবনে সালাহ রাঃ - তার অনবদ্য গ্রন্থ ' ঊলুমুল হাদিসে ' বিশুদ্ধ বর্ণনায় ইমাম বুখারি রাঃ -এর একটা কথা উল্লেখ করেন। ইমাম বুখারী রাঃ - বলেন -

" আমি এক লক্ষ বিশুদ্ধ হাদীস ও অনাধিক দু'লক্ষ অশুদ্ধ হাদিস মুখস্থ করেছি। " [পৃষ্ঠা : ২০]

অথচ, ইমাম বুখারী রাঃ- তাঁর বিশুদ্ধ গ্রন্থ ' সহীহ বুখারীতে ' হাদিস এনেছেন মাত্র - ৭৫৬৩ টা হাদিস। [উইকিপিডিয়ায়] বাকি সব বিশুদ্ধ হাদিসের কোন সন্ধান মিলে নাই বা কোথাও সংরক্ষণের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় নাই।

এবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে -

যারা শুধু বুখারী কিংবা বিশুদ্ধ হাদীসের দোহাই দেন, তারা কি ইমাম বুখারী রাঃ - এর বাকি বিশুদ্ধ হাদিসের উপর আ'মল করবেন না ?

ইমাম বুখারী রাঃ এক লক্ষ হাদিস থেকে সহীহ বুখারীতে স্থান দিয়েছেন মাত্র - ৭৫৬৩ আর বাকি উল্লেখ করেন নাই এমন হাদিস আছে - ৯২,৪৩৭ টা হাদিস। যা ইমাম বুখারীর মুখ নিসৃত স্বীকৃতিতে একদম বিশুদ্ধ হাদীস।

তো, সেই হাদীসগুলার উপর আমল করবেন না ? যারা কথায় কথায় সহীহ হাদিস এর বুলি আওড়ান এবং অন্যান্য সব হাদিসের প্রতি অনীহা দেখান, তাদের তো উচিত ইমাম বুখারী রাঃ- এর বাকি ৯২,৪৩৭ হাদিসের তালাশ করা এবং সেগুলার উপর ও যথাযথ আমল করা।

কেননা, সেগুলাও তো রাসূল সাঃ এর হাদীস। উম্মাহের জন্য তা মানা বা আমল করা ওয়াজীব।

লজিক্যাল কোন উত্তর আছে কারো কাছে ? জাস্ট ইলমি মোনাকাশার জন্য মন্তব্য ঘর উন্মুক্ত রইলো

একজন দ্বীনি ভাই খুব ভাবসাব নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন -

ভাই -

সারাদিন মাজহাব নিয়ে চিল্লান। বলেন তো রাসূল সাঃ এর মাজহাব কি ছিল? উনি হানাফী শাফেয়ী, মালেকী নাকি হাম্বলী ছিলেন?

আমি বললাম -

ভাই - সারাদিন বোখারী, মুসলিম নিয়ে পড়ে থাকেন। আচ্ছা বলেন তো, রাসূল সাঃ বোখারী নাকি মুসলিম মানতেন ? নাকি উভয়টা ?

তিঁনি বললেন -

ধুরো মিয়া -

রাসূল সাঃ এর কথা, কাজ সবইতো হাদিস। তিঁনি আবার বোখারী, মুসলিম বা অন্য কিছু মানবেন কেন ? হাদিস তো উম্মাহের জন্য!

আমি বললাম -

আরে ভাই -

রাসূল সাঃ এর কথা, কাজ সবই তো একেকটা মাজহাব তথা পথ বা পন্থা। উনি নিজেই তো ওহীর জ্ঞানে একটা মানহাজ ছিলেন। উনি আবার হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী কিংবা হাম্বলী হবেন কেন ? মাজহাব তো উম্মাহের জন্য।

প্রিয় ভাইটি তারপরে আলতোভাবে আমাকে বললেন -

ওহ, ঠিকাছে

আমি খুব আদুরে একটা লাভ ( ) রিএক্ট দিলাম ।

আলহামদুলিল্লাহ , এভাবে হাদীসের জবাব হাদীস দিয়ে হবে, যুক্তির জবাব যুক্তি দিয়ে হবে।

দিনশেষে, সবাই একদিন সত্যতা জানতে পারবে ইনশা আল্লাহ।

যারা বলেন,

আমরা শুধু কোরান এন্ড হাদিস মানব ।

তাদের কাছে আমার প্রশ্ন -

যদি শুধু কোরান-হাদিস বাহ্যিক সুরত পড়ে পার পাওয়া যেতো, তাহলে পৃথিবীতে ধর্মের উপর এতো বই লেখার কি দরকার ছিলো?

শুধু কোরান এন্ড হাদিস ____ এই দুইটা থাকলেই তো চলতো। বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মাদ্রাসায় এই দুইটা বই পড়াইলে তো চলতো। সালাফগণ এতো হাজার হাজার বই না লিখলেও পারতেন ।

কেন দরকার -

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা

→ তাফসিরের কিতাব?

→ ফিকহ বা ফতোয়ার কিতাব?

→ উসূল বা আকাইদের কিতাব?

→ সীরাত বা ইতিহাসের কিতাব?

শুধু শুধু এগুলা পড়ানো হচ্ছে কেন ? কোরান এন্ড হাদিস পড়ালে কি মুসলিম উম্মাহের চলে না ??

আমাকে কি কেউ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন?? যারা শুধু কোরান-সুন্নাহ মানতে চান, তারা অনুগ্রহকরে উত্তর দিবেন।।

ভারসিটির একজন জুনিয়র ভাই মাত্র রুমে এলেন। কিছু আলোচিত বিষয়ে মুজাকার করতে। আলোচনার ফাঁকে একপর্যায়ে একটা হাদিস উত্তাপন করলাম।

সে তড়িঘড়ি বলে উঠল -

হায়!! হায়!! এটা তো ভাই জঈফ হাদিস?

আমি খুব অস্তিম হয়ে গেলাম। ভদ্র ভাষায় জানতে চাইলাম -

একটা প্রশ্ন -

উত্তর না দিয়ে আলোচনা শেষ করবো না -

১. হাদিসটি জঈফ হওয়ার কারণ কি ?

সে বললো -

সরি ভাই! এটা তো আমি জানি না। ইমাম আলবানী রাঃ জঈফ বলেছেন, এটা মনে আছে।

আমি বললাম -

আপনারা মাজহাবীদেরকে অন্ধ মুকাল্লীদ বলে গালী দেন। কারণ, তারা প্রত্যেক মাসালার সাথে দলীল জানে না।

এখন আপনি যে ইমাম আলবানী রাঃ এর কথাকে দলীল ছাড়াই বিশ্বাস করে নিলেন। এটা কি ইমাম আলবানী রাঃ এর অন্ধ তাকলীদ হয় না?

সে বললো -

উনি তো হাদিসের বড় ইমাম। উনি যা বলেন, দলীল দিয়েই বলেন। তাই বিশ্বাস করে নিলাম।

আমি বললাম -

আচ্ছা, ইমাম আলবানি শুধু হাদিসের বড় ইমাম। আর আবু হানীফা রাঃ শুধু বড় ইমাম নয় ; বরং ইমামে আজম। উনি কি দলীল ছাড়া কথা বলেছেন? আবু হানীফার অনুসরণ করলে হয়ে যায় অন্ধ মুকাল্লীদ, আর আলবানীর অনুসরণ করলে অন্ধ মুকাল্লীদ হয় না কারণ কি ?

সে বললো -

আমরা তো মাজহাবের বিরোধীতা করি না। বরং একজনকে অকাট্যভাবে অনুসরণ এর বিরোধিতা করি। একজনকে মানতে হবে কেন? মাজহাবের তা'আসসুব করেন কেন?

আমি বললাম -

ভেরী ওয়েল ! তবে আপনারা হাদিসের ক্ষেত্রে কেবল আলবানীকে টেনে আনো কেন? উনি উপরের হাদিসকে জঈফ বলেছেন, ইমাম বায়হাকী রাঃ এটাকে সহিহ বলেছেন। এ ক্ষেত্রে ইমাম বায়হাকি রাঃ এর কথা না মেনে কেবল আলবানী রাঃ কে বিশ্বাস করেন কেন ? আলবানী রাঃ কে নিয়ে এতো তা'আসসুবি করেন কেন ?

#ডাবল_স্ট্যান্ডবাজি

মিশরের প্রখ্যাত আলেম শায়খ ড. আলী জুম'আ হাঃ হানাফী মাজহাবের গভীরতা নিয়ে ভূয়সী প্রশংসায় বলেন -

" অন্যান্য মাজহাব থেকে এককভাবে হানাফী মাজহাবই আপনার জন্য যথেষ্ট "

অর্থাৎ, শায়খ বুঝাতে চাচ্ছেন -

হানাফী মাজহাবের বিশালতা, নিয়মনীতি মালা ইত্যাদি এতই যথেষ্ট যে, কেউ যদি শুধু হানাফী মাজহাব অনুসরণ করে, তবে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। অন্য কোন মাজহাবের দিকে আর তার তাকাতে হবে না।

আমি এ কথা বারবার বলি যে, হানাফী মাজহাব এর অনেক মাসালা বাহ্যত মনে হয় যে, দলীলের দিক দিয়ে কিছুটা দূর্বল। কিন্তু গভীর ও তাত্মীক আলোচনায় গেলে কখনো দূর্বল মনে হবে না।

হানাফী মাজহাবের উসূল, কাওয়াইদ বা মূলনীতি ইত্যাদি অত্যন্ত গভীরের বিষয়। যা হৃদয়াঙ্গম করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না বলেই অনেকে হানাফী মাজহাব নিয়ে তুলকালাম করে থাকেন।

বিশেষত, উসূলুল হাদিসের ক্ষেত্রে ফিকহি দলিলে বিশাল বৈপরীত্যে রয়েছে অন্যদের থেকে। খবরে ওয়াহিদ এর ক্ষেত্রে তাশাদ্দুদ রয়েছে, যা মূলতই হাদিসের বিশুদ্ধতা কিংবা মূলনীতিকে কেন্দ্র করেই। যা সকলের বুঝা উঠা সম্ভব না।

তাই তো দেখা যায়, যারা উসূলুল ফিকাহ নিয়ে পড়াশোনা করেন, তাদের অধিকাংশই হানাফী মাজহাবের দিকে মাইল থাকেন। কেননা, হানাফী মাজহাবের উসূল অসাধারণ পান্ডিত্বপূর্ণ।

যাইহোক , বিশ্বের বড় বড় স্কলারস থেকে হানাফী মাজহাবের উপর বিভিন্ন লেকচার শুনে প্রিয় ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ এর প্রতি দিনে দিনে আরো ভালোবাসা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আব্দুল কারীম আল-মাদানী

ইসলামিক আইন ও বিচার বিভাগ,

মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।

প্রচ্ছদঃ

রাহাত হোসেন